Institute for
Development Policy
and Management
The University of Manchester

DFID Department for International Development

মহিলা পরিচালিত আইসিটি কেন্দ্রিক শিল্পোদ্যোগকে সহায়তা দান

উন্নয়নে সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠানগুলির জন্য একটি পুস্তিকা

অনুবাদ ও সম্পাদনা
ঝুম্পা ঘোষ রায়
ও
ঝুলন ঘোষ

রিচার্ড ডানকোম্বে, রিচার্ড হিকস, স্যারন মরগ্যান
আই ডি পি এম, ইউনিভার্সিটি অফ ম্যানচেস্টার, ইউ কে

শোভা অরুণ
ম্যানচেস্টার মেট্রোপলিটন ইউনিভার্সিটি, ইউ কে

Change Initiatives

Institute for
Development Policy
and Management
The University of Manchester

DFID Department for International Development

মহিলা পরিচালিত আইসিটি কেন্দ্রিক শিল্পোদ্যোগকে সহায়তা দান

উন্নয়নে সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠানগুলির জন্য একটি পুস্তিকা

অনুবাদ ও সম্পাদনা
ঝুম্পা ঘোষ রায়
ও
ঝুলন ঘোষ

রিচার্ড ডানকোম্বে, রিচার্ড হিকস, স্যারন মরগ্যান
আই ডি পি এম, ইউনিভার্সিটি অফ ম্যানচেস্টার, ইউ কে

শোভা অরুণ
ম্যানচেস্টার মেট্রোপলিটন ইউনিভার্সিটি, ইউ কে

Change Initiatives

মহিলা পরিচালিত আইসিটি কেন্দ্রিক শিল্পোদ্যোগকে সহায়তা দান - নির্দেশনা পুস্তিকাটি রিচার্ড ডানকোম্বে, রিচার্ড হিকস, স্যারন মরগ্যান ও শোভা অরুণ রচিত সাপোর্টিং উইমেন্স আইসিটি বেসড এনটারপ্রাইজস এ হ্যান্ডবুক ফর এজেন্সিস ইন ডেভেলপমেন্ট - এর বাংলা অনুলিখন। ঝুম্পা ঘোষ রায় ও ঝুলন ঘোষ ইউনিভার্সিটি অফ ম্যানচেস্টারের অনুমোদনক্রমে পুস্তিকাটি বাংলায় অনুবাদ ও সম্পাদনা করেন। নির্দেশনা পুস্তিকাটিতে উপস্থাপিত তথ্য, উপাত্ত এবং উদাহরণ সমূহের জন্য যেমন সংশ্লিষ্ট লেখকরা দায়বদ্ধ তেমনি অনুবাদ ও স্থানীয়করণের জন্য অনুবাদকরা দায়বদ্ধ।
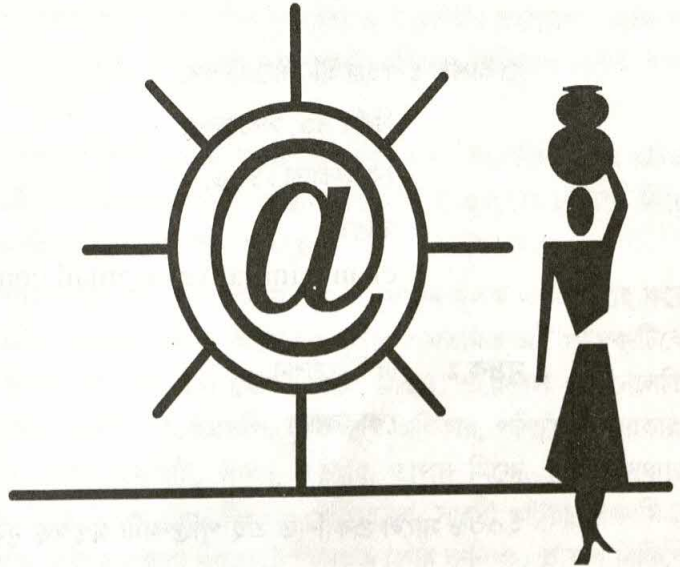
প্রকাশক ঃ চেঞ্জ ইনিশিয়েটিভস,
জিসি ৭৯, সল্টলেক,
কোলকাতা -১০৬,
ভারত
changeinitiatives@gmail.com

মুদ্রক ঃ দি ইম্প্রেশন,
কোলকাতা

প্রস্তাবনা

উন্নয়নশীল দেশ ভারতবর্ষ তথ্য প্রযুক্তি ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে সারা বিশ্বে সাফল্যের সঙ্গে মানব সম্পদকে ব্যবহার করছে। গত এক দশক ধরে ভারতবর্ষের অন্যতম রাজ্য পশ্চিমবঙ্গে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে তথ্যপ্রযুক্তির ক্ষেত্রে পা রেখেছে। এই ক্ষেত্রটিতে এই রাজ্যে বুদ্ধিজীবীর সংখ্যা ক্রমবর্দ্ধমান।

তবে, এত গেল শিক্ষিত, উচ্চশিক্ষিত বা মেধাবীদের কথা। সাধারণ বা অসচ্ছল বিশেষতঃ সমাজের পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিশেষতঃ মহিলাদের জন্য তথ্য-প্রযুক্তিকে শিল্পোদ্যোগ হিসাবে বেছে নেওয়ার কথা বিবেচনা করেনি কেউ — সে সরকারি উদ্যোগ হোক বা বেসরকারি। বিশেষতঃ পিছিয়ে পড়া মহিলাদের শিক্ষা ও দক্ষতার অভাবের জন্য কুটির শিল্পতেই তারা আবদ্ধ থেকেছে, আবার সুযোগের অভাবও একটা কারণ বটে।

বর্তমানে শহর ছাড়িয়ে গ্রামেও শিক্ষার যথেষ্ট প্রসার ঘটেছে, সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি পেয়েছে নানান দক্ষতারও। অনেকেই কম্প্যুটারও শিখেছে। আসলে তথ্য প্রযুক্তি যে দৈনন্দিন জীবনে কতটা জরুরী তার পরিচয়ও সকলে পেয়েছে।

চেঞ্জ ইনিশিয়েটিভস গত কয়েক বছর ধরে সাধারণ মহিলাদের মধ্যে তথ্য ও প্রযুক্তির ব্যবহার বিষয় গবেষণার কাজ করছে। এই গবেষণার কাজ করতে গিয়ে দেখা গেছে তথ্য প্রযুক্তি শিল্পোদ্যোগ হিসাবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে মহিলাদেরও সমান ক্ষমতা রয়েছে। অবশ্যই তার জন্য সঠিক পরামর্শ ও সহায়তার প্রয়োজন। এমনকি ইউনিভর্সিটি অফ ম্যানচেস্টারের অনুদানে কোলকাতায় এই বিষয় করা একটি প্রশিক্ষণ শিবিরেও একই কথা উঠে এসেছে।

মূল পুস্তিকাটি ইংল্যান্ডের বেশ কয়েকজন বিশেষজ্ঞের অনুসন্ধান মূলক গবেষণার ফল। ইংরাজি ভাষায় রচিত মূল পুস্তিকাটিতে মহিলারা কিভাবে আইসিটি ভিত্তিক শিল্পোদ্যোগ গড়ে তুলতে পারে এবং তা চালিয়ে নিয়ে যেতে পারেন - উদাহরণ সহকারে তার বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

কোলকাতায় চেঞ্জ ইনিশিয়েটিভস বাংলায় অনুবাদের সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় কিছু অনুসন্ধান মূলক তথ্য সংগ্রহ করে এই পুস্তিকাটিতে অর্ন্তভূক্ত করা হয়েছে। স্থানীয় করণের ক্ষেত্রে অনেকের মূল্যবান মতামত এই পুস্তিকাটিকে সমৃদ্ধ করেছে, তাদের মধ্যে যাদের নাম করতেই হয় তারা হল গৌতম বর্মন, সিইও, ওয়েবেল টেকনোলজি লিমিটেড, সাদিকুজ্জমান অফিসার অন স্পেসাল ডিউটি, বিকেএসপি, যুবকল্যাণ অধিকার, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ডি মিত্র অ্যাসিসটেন্ট ডাইরেক্টর, (জি/সি) এমআইএসআই, ভারত সরকার, তাপস মিদ্দে, গ্রামীন সঞ্চার সোসাইটি, আরাফাতুল ইসলাম, সাংবাদিক, বিডি নিউস্ টোয়েটিফোর, বাংলাদেশ, সারণী খাটুয়া, সঙ্ঘমিত্রা মজুমদার, চেঞ্জ ইনিশিয়েটিভ। আর তার সঙ্গে রয়েছে সম্ভাব্য কয়েকটি শিল্পোদ্যোগের বর্ণনাও। ভাষার নিরিখে বাংলা দেশের পাঠকও এই পুস্তিকার সম্ভাব্য পাঠক হতে পারেন।

পুস্তিকাটির অনুবাদের উদ্দেশ্য শিল্পোদ্যোগে উৎসাহী মহিলা, মহিলা উদ্যোগে উৎসাহী সংস্থা বা মহিলাদের দলগত প্রয়াসে উদ্যোগী করা। আমরা আশাকরি এই বাংলা অনুবাদটি আরও বেশী করে মহিলাদের তথ্য প্রযুক্তি শিল্পোদ্যোগে উৎসাহী করে তুলবে এবং সহায়ককারী সংস্থারা এই পুস্তিকার মাধ্যমে মহিলাদের উৎসাহ দিলে আমরা বুঝব এই প্রয়াস যথাযথ হয়েছে।

ঝুম্পা ঘোষ রায়

ঝুলন ঘোষ

কোলকাতা, ২০০৬

সূচীপত্র

১. পুস্তিকাটির উদ্দেশ্য, বিষয়বস্তু ও পাঠক

আমি কি এই পুস্তিকাটি পড়ব?

অবশ্যই, যদি আপনি হন -

এক। সরকারি বা অনুদানকারি সংস্থার কর্মী যিনি ইনফরমেশন কমিউনিকেশন টেকনোলজি (আইসিটি), মহিলা শিল্পোদ্যোগ বা সমাজ উন্নয়ন মূলক কাজের পরিকল্পনা করেন।

দুই। বিভিন্ন এনজিও, সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা বা সামাজিক গোষ্ঠির কর্মী যারা মহিলাদের ক্ষুদ্র আইসিটি শিল্পোদ্যোগে সহায়তা করেন।

তিন। সেইসব মহিলারা যারা আইসিটি নির্ভর শিল্পোদ্যোগ পরিচালনা করছেন বা করতে ইচ্ছুক।

এই পুস্তিকাটি তাদের জন্য লেখা হয়েছে, বিশেষ করে যারা উন্নয়নশীল দেশগুলিতে মহিলা পরিচালিত আইসিটি নির্ভর শিল্পোদ্যোগ এবং অতি ক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়িক উদ্যোগ নিতে সহায়তা করেন।

সহজে বলা যায়, যাদের মহিলা ও আইসিটি নিয়ে এতটুকু উৎসাহ আছে তাদের থেকে শুরু করে যারা সরাসরি এই ধরণের কাজের সঙ্গে যুক্ত - এই পুস্তিকাটি, তাদের সকলের জন্য।

আমি এই পুস্তিকাটি কেন পড়ব ?

আইসিটি নির্ভর শিল্পোদ্যোগ ডিজিটাল তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে (কম্পিউটার, ইন্টারনেট, সফটওয়্যার ইত্যাদি) আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের নতুন দিক উন্মোচন করেছে।

আইসিটি -র মাধ্যমে মহিলারা প্রত্যক্ষভাবে চাকরি, আয়, দক্ষতা অর্জন ও ক্ষমতায়নের মাধ্যমে উপকৃত হতে পারে।

কিভাবে তা সম্ভব এই পুস্তিকাটিতে আছে তার পথনির্দেশ। এই পুস্তিকাটির মূল লক্ষ্য হল - 'অধিক ও উন্নততর মহিলা পরিচালিত আইসিটি নির্ভর শিল্পোদ্যোগ স্থাপনে সহায়তা করা। এই পুস্তিকার তিনটি নির্দিষ্ট ব্যবহার আছে -

১। প্রচার - ঐ শিল্পোদ্যোগের ক্ষেত্রে অর্থকরি সাহায্য ও সহায়তা প্রদানের কথা অন্যদের বোঝানো।

২। প্রারম্ভ - কিভাবে এই শিল্পোদ্যোগ স্থাপন করা যাবে সে বিষয় জানা।

৩। উন্নয়ন - যে সমস্ত মহিলা পরিচালিত আইসিটি নির্ভর শিল্পোদ্যোগ রয়েছে তার উন্নয়ন করা।

এই পুস্তিকাটিতে কি আছে ?

এই পুস্তিকার উদ্দেশ্য ও বিষয়বস্তু ঃ

- মহিলা পরিচালিত আইসিটি নির্ভর শিল্পোদ্যোগ বলতে আমরা কি বুঝি তা বোঝাতে সাহায্য করবে এটি। আর পরিচ্ছদ ২ তে পাওয়া যাবে এই শিল্পোদ্যোগে যুক্ত মহিলাদের কয়েকটি সার্থক উদাহরণ।
- উন্নয়নশীল দেশের দরিদ্র মহিলাদের উন্নয়নের জন্য এই শিল্পোদ্যোগকে সাহায্য করার গুরুত্বের কথার সঙ্গে সঙ্গে এ কাজের ঝুঁকির দিকগুলোও এখানে আলোচিত (পরিচ্ছদ ৩)।
- আইসিটি নির্ভর শিল্পোদ্যোগ ও মহিলাদের ভূমিকা বোঝার জন্য বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণও আছে এখানে (পরিচ্ছদ ৪ক/৪খ)।

- ব্যবসায় নির্দিষ্ট পদ্ধতির ব্যবহার (পরিচ্ছদ ৪গ) এবং লিঙ্গের দৃষ্টিকোণ থেকে এই শিল্পোদ্যোগের গুরুত্ব আলোচনা হয়েছে (পরিচ্ছদ ৪ঘ) এই পুস্তিকায়।
- এই পুস্তিকাটি মহিলা পরিচালিত আইসিটি নির্ভর শিল্পোদ্যোগের একটি স্পষ্ট পথনির্দেশ (পরিচ্ছদ ৫)।
- আর সর্বোপরি নতুন তথ্য ভান্ডারের সূত্র আছে এখানে (পরিচ্ছদ ৬)।

কোন অংশটি আমি পড়ব ?

কয়েকটি মূল প্রশ্নই এর উত্তর দিতে পারে -

প্রশ্ন	উত্তর
পুস্তিকাটি কি বিষয়ে ?	পরিচ্ছদ ২ তে দেখুন।
আমি যাদের সঙ্গে কাজ করি আইসিটি নির্ভরশিল্পোদ্যোগ কি সত্যিই সেইসব মহিলাদের সাহায্য করতে পারে ?	পরিচ্ছদ ৩ক এবং পরিচ্ছদ ২-এর বিভিন্ন ঘটনা ও বিবরণ।
আমি কিভাবে একটি নতুন আইসিটি নির্ভর শিল্পোদ্যোগ স্থাপন করব?	পরিচ্ছদ ৪ক, ৪খ -এর বিশ্লেষণ এবং তার উপযুক্ততা।
আমি কিভাবে একটি চালু ঐ ধরণের উদ্যোগের উন্নতি সাধন করতে পারি ?	পরিচ্ছদ ৪গ/৪খ তে যে পরামর্শ তালিকা দেওয়া হয়েছে তা ব্যবহার করা যেতে পারে।
আমার সংস্থা কিভাবে সাহায্য করতে পারে ?	পরিচ্ছদ ৫-এর যে বিভিন্ন ধাপের সরণী আছে তা ব্যবহার করা যেতে পারে।
আমি আরও তথ্য কোথা থেকে পাব ?	পরিচ্ছদ ৬ তে দেখুন।

এই পুস্তিকাটি কারা লিখেছেন ?

বইটি ইংল্যান্ডের ম্যাঞ্চেস্টারের একদল গবেষক লিখেছেন, যারা আইসিটি ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে দীর্ঘ ৫০ বছর ধরে কাজ করছেন। DFID -র আর্থিক আনুকূল্যে মহিলা পরিচালিত ICT নির্ভর শিল্পোদ্যোগ সম্পর্কে গবেষণার তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে এই বই রচিত। বইয়ের মতামত ঐ গবেষকদের, DFID -র নিজস্ব নয়। এই সকল তথ্য বিভিন্ন উন্নয়নশীল দেশ, বিশেষ করে প্রকল্পমূলক কাজ এবং কেরালায় সেপ্টেম্বর ২০০৫-এ অনুষ্ঠিত একটি আন্তর্জাতিক কর্মশালা থেকে সংগৃহীত। এই কাজে বিশেষ সহায়তা করেছে ভারতবর্ষের, কেরালা রাজ্যের State Poverty Eradication Mission এবং গবেষণায় পরামর্শদাতা সংস্থা হিসাবে ছিল প্ল্যানেট কেরালা। কেরালার 'কুদুম্বশ্রী' মহিলা পরিচালিত আইসিটি নির্ভর শিল্পোদ্যোগ-এর ওপর অনুসন্ধানমূলক গবেষণা করা হয়েছে।

ভারতবর্ষের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের চেঞ্জ ইনিশিয়েটিভ্স্ বইটিকে বাংলায় অনুবাদ করেছে ইউনিভার্সিটি অফ ম্যাঞ্চেস্টারের আর্থিক সহায়তায়। এবং, গবেষণার ভিত্তিতে ঘটনার বিবরণ, স্থানীয় তথ্য অন্তর্ভূক্ত করেছে - সর্বোপরি বাংলাদেশের থেকে ও ঐ ধরনের ঘটনা সংগ্রহ করতে সাহায্য করেছে।

এই বইটির জন্য মূল্যবান তথ্য ও সময় যারা দিয়েছেন তাদের কাছেও এই বই-টি ঋণী।

২. মহিলা পরিচালিত আইসিটি নির্ভর শিল্পোদ্যোগ কাকে বলে ?

২ক. মহিলা পরিচালিত আইসিটি নির্ভর শিল্পোদ্যোগের সংজ্ঞা ঃ

'এই শিল্পোদ্যোগটি কি আইসিটি ব্যতীত চলবে ?' - এই প্রশ্নের মাধ্যমে সহজেই একটি সংজ্ঞা নির্ণয় করা যায়। প্রশ্নের উত্তর যদি 'না' হয় তা হলে বুঝতে হবে এটি একটি আইসিটি নির্ভর শিল্পোদ্যোগ। আর যখন শিল্পোদ্যোগটি প্রধানতঃ মহিলা পরিচালিত বা প্রধান স্বত্ত্বাধিকারীরা মহিলা তখনই সেটি হবে মহিলা পরিচালিত আইসিটি নির্ভর শিল্পোদ্যোগ।

পরিচ্ছদ ২খ তে কয়েকটি আইসিটি নির্ভর মহিলা উদ্যোগ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। তবে আরো সার্থক উদাহরণ অন্তভূক্ত করা যেতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় -

- একটি মহিলা সমবায় যারা কম্পিউটার এ্যাসেম্বেল করে।
- একজন মহিলা যে নিজের টেলিসেন্টার বা সাইবার কাফে চালায়।
- একজন মহিলা শিল্পোদ্যোগী যে অন্যান্য কর্মীদের নিয়ে কম্পিউটার যন্ত্রাংশের দোকান চালায়।
- একজন শিক্ষিত মহিলা যে স্থানীয় ব্যবসায়ীদের জন্য ওয়েবসাইট ডিজাইন করে।
- দুজন মহিলা যারা কম্পিউটার প্রশিক্ষণ এবং মুদ্রণের কাজ করে।

তত্ত্বগতভাবে, আমরা আইসিটি নির্ভর শিল্পোদ্যোগকে প্রধানতঃ তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করতে পারি,

- **আইসিটি উৎপাদক ঃ** যারা শিল্পোদ্যোগের মাধ্যমে হার্ডওয়্যার, সফটওয়্যার, টেলিকমিউমিকেশনের যন্ত্র এবং যন্ত্রাংশ উৎপাদন করে।
- **আইসিটির প্রাথমিক ব্যবহারকারি ঃ** যারা আইসিটিকে প্রসেসিং-এর কাজে ব্যবহার করে ব্যবসা পরিচালনা করে। যেমন, ডাটা এন্ট্রি, আইসিটি নির্ভর ব্যবসায়িক পরিসেবা দূরশিক্ষণ ইত্যাদি।
- **আইসিটি কেন্দ্রিক অন্যান্য সহায়তা ঃ** যারা আইসিটি প্রশিক্ষণ, পরামর্শ ও অন্যান্য সহায়ক কাজ করে।

অবশ্যই মনে রাখতে হবে আমরা তাদের এই বইতে রাখিনি যারা নিজেদের অন্য শিল্পোদ্যোগে কাজের সুবিধার্থে আইসিটি ব্যবহার করছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে, কোন মহিলা সমবায় যারা খাদ্য প্রক্রিয়াকরণের কাজ করে তারা যদি ওয়েবসাইট তৈরি করে অথবা কোন মহিলা দর্জি যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে ই-মেল ব্যবহার করে, তাহলে তাদেরকে আইসিটি নির্ভর শিল্পোদ্যোগ বলে ধরা যাবে না। এই বইতে তাদের জন্যেও পরিচ্ছদ থাকছে যারা এই ধরণের উদ্যোগকে সমর্থন করেন, কিন্তু তারা আমাদের প্রধান লক্ষ্য নয়।

যখন আমরা "শিল্পোদ্যোগ" শব্দটি ব্যবহার করছি তখন ব্যবসাই আমাদের লক্ষ্য। অর্থাৎ আয়-ব্যয় বা লাভ-লোকসানের কথা মাথায় রেখেই এই শিল্পোদ্যোগগুলি গড়ে তোলা হয়। তবে এটাও ঠিক যে মহিলা পরিচালিত আইসিটি নির্ভর শিল্পোদ্যোগের আরো অনেকগুলি দিক রয়েছে।

চিত্র ১ ঃ মহিলা পরিচালিত আইসিটি নির্ভর শিল্পোদ্যোগের পর্যায়ক্রম

হিতসাধনের লক্ষ্য	**মধ্যবর্তী লক্ষ্য**	**ব্যবসায়িক লক্ষ্য**
সিবিও/এনজিও সাহায্য	সরকারি সাহায্য	বেসরকারি সাহায্য

চিত্রের একেবারে ডানদিকে রয়েছে ব্যবসায়িক লক্ষ্যে শুরু হওয়া মহিলা পরিচালিত আইসিটি নির্ভর শিল্পোদ্যোগ যাদের লক্ষ্য ব্যবসা, উন্নতি ও লাভ। এরা সাধারণতঃ বেসরকারি সংস্থা থেকে সহায়তা পেয়ে থাকেন। ঠিক এর বিপরীতে একেবারে বামদিকে রয়েছে প্রান্তিক গোষ্ঠির মহিলারা যাদের সামাজিক উন্নয়নের জন্য একত্রিত করা হয়। পরিবেশ পরিস্থিতি ও নানাবিধ সামাজিক, আর্থিক প্রতিবন্ধকতার জন্য ব্যবসায়িক লক্ষ্যে কোন কাজ করার ক্ষেত্রে এই সব মহিলারা ভীষণভাবে বাধাপ্রাপ্ত হন। এই ধরণের গোষ্ঠিকে আইসিটি নির্ভর শিল্পোদ্যোগ গড়তে সহায়তা করে বিভিন্ন সিবিও এবং এনজিও। এদের মধ্যবর্তী স্থানে রয়েছে সেই সকল মহিলা পরিচালিত আইসিটি নির্ভর শিল্পোদ্যোগ যা সরকারি আনুকূল্যে গড়ে ওঠে। এর মধ্যে কতকগুলি ধীরে ধীরে ব্যবসায়িক শিল্পোদ্যোগে পরিণত হয় যার মূল লক্ষ্য স্বনির্ভরতা ও হিত সাধন।

২খ. মহিলা পরিচালিত আইসিটি নির্ভর শিল্পোদ্যোগের সংজ্ঞা কয়েকটি উদাহরণ ঃ

পরবর্তী পর্যায় মহিলা পরিচালিত আইসিটি নির্ভর শিল্পোদ্যোগের কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হল —

ঘটনার বিবরণ ১ ঃ রডওয়েল ফাউন্ডেশন, জিম্বাবোয়ে

যোগাযোগ ঃ rodwel@telco.co.zw

অবস্থান ঃ এমবিজো, জিম্বাবোয়ে

স্থাপন ঃ ১৯৯৬

প্রাধান কাজ ঃ কম্পিউটার প্রশিক্ষণ, ই-কমার্স প্রশিক্ষণ, আন্তর্জাতিক কম্পিউটার ড্রাইভিং লাইসেন্স, ইন্টারনেট সার্ভিস, টাইপিং, বায়ো-ডাটা ও প্রোজেক্ট প্রোপোজাল তৈরি। প্রধান ক্রেতা হল গৃহবধূ, বেকার, কম বয়সি ছেলেমেয়ে, সদ্য লেখাপড়া শেষ করেছে এমন সকলে যারা চাকরি বা ব্যবসা শুরুর আগে কম্পিউটার সাক্ষর হতে ইচ্ছুক।

বার্ষিক লেনদেন ঃ ২০০৪-এ ২,৫৫,০০০ টাকা (প্রশিক্ষণ, টাইপিং ও ইন্টারনেট সার্ভিস বিক্রয় করে) যাতে লাভের পরিমাণ ১,৫৫,০০০ টাকা (২০০২ সালে ৭৫,০০০ টাকা)।

সংস্থার ইতিহাস ঃ রডওয়েল ফাউন্ডেশন ১০ জন মহিলা মিলে একটি সমবায় হিসেবে স্থাপিত হয়। অর্থ জোগাড় করার পর কম্পিউটার কেনেন। TIPS / UNDP -ও কিছুটা সাহায্য করে। কাজটা শুরু করার জন্য প্রাথমিকভাবে যে মূলধন প্রয়োজন ছিল তা হল ১৬,২৫০ টাকা যা দিয়ে একটি কম্পিউটার, একটি প্রিন্টার ও একটি ফটো কপিয়ার কেনা হয়। TIPS / UNDP আরও একটি কম্পিউটার দেয়। সাম্প্রতিককালে আরও একটি মোডেম কিনেছেন যা প্রতিষ্ঠানটিকে ইন্টারনেটের সঙ্গে যুক্ত করেছে ফলে তারা যেমন ব্যবসায়িক নানা তথ্য সংগ্রহ করতে পারে তেমনই ই-কমার্সের সঙ্গেও যুক্ত হতে পারবে।

প্রযুক্তি ঃ হার্ডওয়্যার - ৪টি পারসোনাল কম্পিউটার, ইন্টারনেট কানেকশন, প্রিন্টার। সফ্টওয়্যার - প্যাস্টেল এ্যাকাউন্টস্ ভারশন্ ৪।

নিযুক্তি ঃ কর্মী সংখ্যা ২০০৫ সালে ৩ থেকে বেড়ে ৬ হয়েছে। তাছাড়া রয়েছেন কর্মাধ্যক্ষ/স্থাপক, একজন ইন্টারনেট ইনস্ট্রাকটার, টেকনিশিয়ন ও আইটি প্রশিক্ষক। আরও দুইজন আংশিক সময়ের প্রশিক্ষক রয়েছেন আইটি-র বিভিন্ন ডিপ্লোমা কোর্সের জন্য।

শিল্পোদ্যোগের বিশ্লেষণ ঃ

সাফল্যের কারণ

- কর্মীদের জন্য আই টি, ই-কমার্স ও অন্যান্য বিষয়ে নিয়মিত প্রশিক্ষণ।
- খুব ভাল অবস্থান হওয়ায় সহজে প্রচুর ক্রেতা, খরিদ্দার ও ছাত্রছাত্রী পরিযেবা গ্রহণ করতে পারে।
- সাধারণ মানুষের সামর্থ্যের মধ্যে মূল্য নির্ধারণ।

প্রধান সুবিধা

- নিযুক্তি ও আয়ের ফলে জীবনযাত্রার মানের উন্নয়ন।
- কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য দক্ষতা বৃদ্ধি।
- ইন্টারনেট ও টেলিফোনের মাধ্যমে বহু লোকের মধ্যে ব্যবসা প্রচার।

প্রধান সমস্যা

- পুরুষশাসিত ক্ষেত্রে প্রবেশের ফলে মহিলাদেরকে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নিয়মের বাইরে গিয়ে কাজ করতে বলে আলাদা করে দেওয়া হয় (লিঙ্গ পরামর্শপত্র ১)।
- প্রশিক্ষিত কর্মীর অভাব, কারণ খুব কম সংখ্যক পুরুষই মহিলা পরিচালিত সংস্থাতে কাজ করতে উৎসাহী হয় (লিঙ্গ পরামর্শপত্র ৪)।
- যন্ত্রাংশের সারাই ও পরিষেবায় দক্ষ লোকের অভাব।
- ইন্টারনেটকে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেবার সাংস্কৃতিক বাধা।

ঘটনার বিবরণ ২ ঃ প্যানডোরা বক্স, মোজাম্বিক, আফ্রিকা

যোগাযোগ ঃ panbox@mail.panbox.co.mz

অবস্থান ঃ মাপুতো, মোজাম্বিক

স্থাপন ঃ ১৯৯৭

প্রাধান কাজ ঃ আইটি প্রশিক্ষণ, ডাটা-এন্ট্রি, ওয়েব ডিজাইনিং, ডাটা-সিডি রম রিপ্যায়ারিং এবং ইন্টারনেট - ফরম্যাট (উদা ঃ সরকারি আইন ও নিয়ম কানুন ডাটাবেস, রেজিস্টার্ড কোম্পানি ডাটা এবং জনগণনার তথ্য)।

বার্ষিক লেনদেন ঃ ২০০২ - ৮৭৫০০০ টাকা (২৪৩ টি সিডি রম-এর সংগ্রহ বিক্রয়)। ২০০৪ - ১ কোটি টাকা (সাড়ে ১২ লক্ষ টাকা ইন্টারনেট ক্যাফে ব্যবসাতে বিনিয়োগ করা হয়েছে, যেখানে সিডির কনটেন্টগুলি দেখা যায়)।

সংস্থার ইতিহাস ঃ মোজাম্বিকের গ্রন্থাগার তথা তথ্য সংক্রান্ত পরিকাঠামোর অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য সমস্ত তথ্য ডিজিটাইপ করে সরাসরি সিডি -তে পরিণত করে ব্যবহারকারির কাছে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন বলে মনস্থির করে। সরকারি যে নথিতে দেশের সমস্ত আইন-কানুন রয়েছে সেটিকে বেছে নেন। পারিবারিক সঞ্চয়কে মূলধন করে এই কাজ শুরু হয়। তারা ১০টি গ্রন্থাগারে যান ও উপযুক্ত স্ক্যানারের খোঁজে তাদের দক্ষিণ আফ্রিকা যেতে হয়। কয়েকজন ক্রেতা আগাম টাকা দেন যাতে তারা ২০০ কপি সিডি তৈরি করতে পারেন। প্রথম দিকে কিছু সমস্যা দেখা যায় - তথ্য গোপন করার সরকারি সংস্কৃতির ফলে সন্দেহজনক ব্যবহার এবং বেসরকারি সংস্থার সঙ্গে কাজ করার অনুৎসাহ।

২০০২ সালের মধ্যে তারা ১২৮৯৫ -টি লেজিসলেশন-এর ডাটাবেস তৈরি করা হয়। ২০০৪-এ তথ্য সমৃদ্ধ ইন্টারনেট ক্যাফে তৈরি করা হয় (ইন্টারনেট কাফে উইফ কনটেন্ট) যেখানে সিডি রমে সমস্ত তথ্য পাওয়া যায়।

প্রযুক্তি ঃ হার্ডওয়্যার - ১৫ টি ওয়ার্ক স্টেশন পিসি, সারভার, ইন্টারনেট কানেকশন। সফটওয়্যার - সিডি এস/আই এস আই এস, উইনিস এ্যাডোবি এক্রোব্যাট, অ্যাডোব ফটোসপ, মাইক্রোসফ্ট অফিস, ফ্ল্যাস ম্যাক্রোমিডিয়া, পিক্স এডিট, ফাইন রিডার, ফাইল ওপেন।

নিযুক্তি ঃ এখানে মোট ১৩ জন প্রধান মহিলা যুক্ত আছেন বিভিন্ন কাছে যেমন পার্টনার, আইন-বিশেষজ্ঞ, আইটি ম্যানেজার, অর্থ নিয়ামক, গুণগতমান নিয়ামক ও মার্কেটিং। মহিলারা উচ্চমাধ্যমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি পর্যন্ত শিক্ষাগত যোগ্যতা রয়েছে। এছাড়া আর ১৩ জন কর্মী রয়েছে যারা ডেটা-এন্ট্রি, দেখাশুনা, সহায়তা, ক্রেতা পরিষেবা ইত্যাদির সঙ্গে যুক্ত আছেন। এখানে মোট ১৯ জন ব্যক্তি যুক্ত রয়েছেন, যার মধ্যে ৫ জন পুরুষ।

শিল্পোদ্যোগের বিশ্লেষণ ঃ

সাফল্যের কারণ

- পণ্য দ্রব্যের গুণগত মান ও বিশ্বস্ততা
- দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে থাকা কারচুপির মধ্যে সততা
- কাজ করার ভাল পরিবেশ

প্রধান সুবিধা

- প্রতি মহিলার মাসিক আয়
- দেশের নির্দিষ্ট আদর্শের মাপকাঠির পরিপ্রেক্ষিতে উৎকৃষ্টমানের আইটি দক্ষতা
- সহজ পরিবর্তিত কার্য্য সময়

প্রধান সমস্যা

- কর্মী ধরে রাখা (ব্যবসা পরামর্শপত্র ২)
- আইটি পণ্যের বাজার খুবই ছোট। অনেকসময় বিনিয়োগের পুরো অর্থ আদায় না হবার ঝুঁকি থেকে যায় (ব্যবসা পরামর্শপত্র ১ এবং ৬)।
- বিভিন্ন প্রকারের দক্ষতার অভাব। যেমন সফ্‌টওয়্যারের কাজ করবার জন্য ভাষা দক্ষতা অথবা বাজার দক্ষতা (লিঙ্গ পরামর্শপত্র ৪)।
- ব্যবসা ঠিকাচুক্তির ক্ষেত্রে বিভিন্ন কারচুপির প্রচলন।

ঘটনার বিবরণ ৩ ঃ টেকনোওয়ার্ল্ড ইন্ডিয়া

যোগাযোগ ঃ kudumbashree spem@asianetindia.com

অবস্থান ঃ কুমারাপুরাম, কেরালা

স্থাপন ঃ ১৯৯৯

প্রধান কাজ ঃ ডাটা এন্ট্রি - সরকারি কাজের ডিজিটাইজেশান (রেশনকার্ড, জমি রেজিস্ট্রেশন), প্রশিক্ষণ - স্কুলের বড় ছুটিগুলির সময় কম্পিউটারের বেসিক ট্রেনিং।

বার্ষিক লেনদেন ঃ ২০০২ প্রায় ১০ লক্ষ টাকা (৫০% আগের বছরের এরিয়র বাবদ দেয়)। ২০০৪ প্রায় ৭ লক্ষ।

সংস্থার ইতিহাস ঃ এই সংস্থাটি কেরালার রাজ্য সরকারের কুদুম্বশ্রী প্রকল্পের মাধ্যমে শুরু হয়েছিল। এটি বিভিন্ন স্বনির্ভর গোষ্ঠির মহিলা যাদের মধ্যে কম্পিউটারের প্রশিক্ষণ ছিল তাদের নিয়েই কুদুম্বশ্রীর প্রথম আইসিটি কেন্দ্রিক উদ্যোগ। এই উদ্যোগ শুরুর আগেই বেশ কয়েকটি প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল যথা ডেটা এন্ট্রি, সফটওয়্যার ইন্টিগ্রেশন, মার্কেটিং ও অ্যাকাউন্টিং। এই প্রকল্পের বাজেট ছিল প্রায় তিন লক্ষ টাকা যার অধিকাংশই ব্যাঙ্কের থেকে ঋণ হিসেবে নেওয়া হয়েছিল, বাকি অংশের কিছুটা সদস্যরা দিয়েছিলেন আর সামান্য ভর্তুকি ছিল। ভবিষ্যনিধি বিভাগ প্রথম এই শিল্পোদ্যোগের পরিষেবা গ্রহণ করেন তাদের কর্মীদের রেকর্ড ডিজিটাইজ করার জন্য। এই সংস্থা প্রথম ১৮ মাস পুরভবন থেকে কাজ করে এবং তারপর ভাড়া করা অফিসে সরে যায়। প্রাথমিকভাবে সংস্থাটি যা ঋণ নিয়েছিল প্রথম ৩ বছরের মধ্যে পরিশোধ করে দেয়।

প্রযুক্তি ঃ হার্ডওয়্যার - ২৭টি ওয়ার্কস্টেশন কম্পিউটার ও সার্ভারের সঙ্গে নেটওয়ার্কের মাধ্যমে যুক্ত, ইন্টারনেট, প্রিন্টার ও অন্যান্য পেরিফেরাল। সফটওয়্যার - উইনডোস্ ৯৮ ও এক্সপি, লিনাক্স, অফিস এক্স পি, স্ক্রিপ্ট ইসি (মালায়ালাম সফটওয়্যার), শ্রী স্কোয়ার, পেজ মেকার, ফটোশপ, কোরেল ড্র।

নিযুক্তি ঃ ১০ জন সদস্য রয়েছে যারা ৬ মাসের কম্পিউটার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। এরা কেউ গ্র্যাজুয়েট কেউ বা উচ্চমাধ্যমিক পাশ। এই সংস্থার অন্যান্য মহিলাদের কাজ প্রতি হিসাবে প্রচুর কাজ দেওয়া হয়।

শিল্পোদ্যোগটির বিশ্লেষণ ঃ

সাফল্যের কারণ

- সরকারি উদ্যোগ কুদুম্বশ্রীর অন্তর্গত হওয়ার কাজ পাওয়ার ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধা পাওয়া গেছে।
- সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে সম পরিস্থিতিতে থেকে আসার ফলে সদস্যদের মধ্যে সহযোগিতা ও একতা যথেষ্ট রয়েছে।
- আরও অন্যান্য দরিদ্র মহিলাদের জন্য কাজের সংস্থান।

প্রধান সুবিধা

- নিযুক্ত, আয় ও আর্থিক নিরাপত্তা।
- মহিলাদের মধ্যে নেতৃত্ব দেওয়ার সুযোগ।
- ধারাবাহিক প্রশিক্ষণ ও বিভিন্ন মানুষের সঙ্গে মেলামেশার ফলে বাড়িতে ও কর্মক্ষেত্রে ব্যক্তিগত দক্ষতা বৃদ্ধি।

প্রধান সমস্যা

- সরকারি বিভাগগুলির কম্পিউটারাইজেশনের ফলে সরকারি কাজ কম পাওয়ার সম্ভাবনা।
- বড় বেসরকারি সংস্থার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করার অক্ষমতা যারা ওয়েব ডিসাইনিং, ইত্যাদি তুলনামূলক জটিল কাজের সঙ্গে যুক্ত (ব্যবসা পরামর্শপত্র ৬)।
- সরকারি বিভাগ থেকে টাকা পেতে দেরি হওয়া (ব্যবসা পরামর্শপত্র ৭)

ঘটনার বিবরণ ৪ ঃ ডিভাইন কম্পিউটারস

যোগাযোগ ঃ kudumbashree spem@asianetindia.com

অবস্থান ঃ কালিকট, কেরালা, ভারত।

স্থাপন ঃ ২০০২

প্রধান কাজ ঃ উচ্চ-বিদ্যালয়ে আইটি প্রশিক্ষণ, ছুটির সময় অন্যান্যদের জন্যও স্বল্প মেয়াদি কোর্স।

বার্ষিক লেনদেন ঃ ২০০২ সালে ১৪৪ জনকে এবং ২০০৪-০৫ -এ ৪৮৫ জনকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল। ২০০৪ সালে মোট ১ লক্ষ টাকার ব্যবসা হলেও তার ৮০% অর্থই মাত্র আদায় করা সম্ভব হয়েছে।

সংস্থার ইতিহাস ঃ কেরালার রাজ্য সরকার IT @ School প্রকল্পের জন্য স্থানীয় খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেয় এই মর্মে যে দরিদ্র সীমার নীচে বসবাসকারি শিক্ষিত মহিলারা গোষ্ঠি গঠন করে শিল্পোদ্যোগের মাধ্যমে এই কাজ পেতে পারেন। ৬ জন উদ্যোগি মহিলা সরকারের দারিদ্র্য দূরীকরণ স্কিমের মাধ্যমে কিছু ভর্তুকি নিয়ে, নিজেরা ১০,০০০ টাকা দিয়ে ও বাকি প্রায় ২ লক্ষ টাকা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ত্রিবাঙ্কুরের কাছ থেকে ঋণ হিসাবে নেয়। এই ক্ষুদ্র শিল্পোদ্যাগটি প্রধানতঃ স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের আইটি প্রশিক্ষণ দেয় মাসিক ২৫ টাকার বিনিময়। এই সংগ্রহের ২৫,০০০ টাকা সরাসরি ব্যাঙ্কে চলে যায় ঋণ পরিশোধের জন্য আর বাকি টাকা ডিভাইন কম্পিউটারের মহিলাদের দেওয়া হয়।

প্রযুক্তি ঃ হার্ডওয়্যার - ৬টি ওয়ার্কস্টেশন কম্পিউটার ইন্টারনেট সংযোগ সমেত। সফটওয়্যার - উইনডোস্ ৯৮, উইনডোস্ এক্সপি, এম এস অফিস, লিনাক্স, সি++।

নিযুক্তি ঃ ৬ জন সদস্য যাদের প্রত্যেকেরই শিক্ষাগত যোগ্যতার সঙ্গে সঙ্গে ডিটিপি ও এমএস অফিস এর প্রশিক্ষণ আছে। এদের মধ্যে একজন কম্পিউটার টিচারস ট্রেনিং কোর্স পাশ করেছে।

শিল্পোদ্যোগটির বিশ্লেষণ ঃ

সাফল্যের কারণ

- একতা ও যৌথভাবে সিদ্ধান্তগ্রহণ।
- ব্যবসা চালানোর উদ্যম যা কোনও কিছু করার ইচ্ছা ও পারিবারিক পরিস্থিতির ফল।
- ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে সুসম্পর্ক।

প্রধান সুবিধা

- সমাজে 'প্রশিক্ষক' হিসাবে বিশেষ স্থান।
- নিয়মিত আয় (প্রারম্ভিক কয়েকমাস বাদে)।
- মেলামেশা, নেটওয়ার্কিং ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও সম্মান বৃদ্ধি।

প্রধান সমস্যা

- স্কুলগুলি থেকে অনিয়মিত টাকা আদায় (ব্যবসা পরামর্শপত্র ১)।
- লিঙ্গ বৈষম্যের নানান উদাহরণ (লিঙ্গ পরামর্শপত্র ১)।
- ব্যবসার কাজ, সংসার, শিশুর দেখাশুনা ইত্যাদি বিভিন্ন ক্যজর মধ্যে সমতার অভাব (লিঙ্গ পরামর্শপত্র ২ ও ৩)।

ঘটনার বিবরণ ৫ ঃ ইনফোশ্রী সিস্টেমস এন্ড পেরিফেরালস

যোগাযোগ ঃ kudumbashree spem@asianetindia.com

অবস্থান ঃ কামারগড, কেরালা

স্থাপন ঃ ২০০৩

প্রাধান কাজ ঃ হার্ডওয়্যার অ্যাসেম্বলিং, ইন্সটলেশন, পরিষেবা ও বিক্রয় - সরকারি দপ্তর, স্কুল, ব্যাঙ্ক দোকান, ডিটিপি সেন্টার, মাঝে মধ্যে ডেটা-এন্ট্রি বা প্রশিক্ষণ।

বার্ষিক লেনদেন ঃ ২০০৪ সালে ৩৭৫০০০ টাকা (১৬০ টি কম্পিউটার বিক্রি হয়েছে, দুটি প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে ও একটি ডেটা-এন্ট্রির চুক্তি পাওয়া গেছে)।

সংস্থার ইতিহাস ঃ কেরালা সরকারের দারিদ্র্য দূরীকরণে প্রকল্প কুদুম্বশ্রীর আরও একটি শিল্পোদ্যোগ; যেখানে দরিদ্র পরিবারের মহিলাদের নিয়ে গোষ্ঠি গঠন করে বাজারের চাহিদার দিকে নজর রেখে হার্ডওয়্যার ইউনিটটি করা হয়। ব্যাঙ্কের ঋণ ও সরকারি ভর্তুকি দিয়ে প্রাথমিক হার্ডওয়্যার ক্রয় ও পরিকাঠামো গঠন করা হয়।

এছাড়াও আইটি প্রশিক্ষণ - যেমন এসেম্বলিং, ইন্সটলেশন ও মেনটান্যান্স করানো হয়েছিল। এছাড়া যন্ত্রাংশ ক্রয়েও কার্যকারিতার উন্নতির জন্য আলাদা প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল। বর্তমানে ইউনিটটি ৫ টি জেলাতে কম্পিউটার ও আরও বিভিন্ন যন্ত্রাংশ চাহিদানুসারে সরবরাহ করে। অতিরিক্ত সময়ের সদ্ব্যবহারের জন্য আইটি প্রশিক্ষণ ও ডেটা-এন্ট্রির কাজও নেয়। আরো পরে দু-জন কর্মীকে কাজ করার জন্য নিযুক্ত করা হয়েছে।

প্রযুক্তি ঃ হার্ডওয়্যার - একটি ওয়ার্কস্টেশন, ইন্টারনেট সংযোগ (অব্যবহৃত), প্রিন্টার ও ইউ পি এস। সফ্টওয়্যার - উইনডোস্ ৯৮ ও এক্স পি, লিনক্স', অফিস এক্সপি, স্ক্রিপ্ট ইজি (মালায়ালাম সফ্টওয়্যার), পেজ মেকার, ফোটো শপ ও কোরেল ড্র।

নিযুক্তি ঃ এখানে ১০ জন মহিলা সদস্যা রয়েছেন, যাদের সকলেরই প্রায় ডিপ্লোমা রয়েছে। এছাড়াও বাইরে ঘুরে বা রাত্রে থেকে কাজ করার জন্য ৪ জন পুরুষ কর্মীও আছে।

শিল্পোদ্যোগের বিশ্লেষণ ঃ

সাফল্যের কারণ

- খুব ভালো পরিষেবা ও ক্রেতাদের প্রতি যত্নশীলতা
- কুদুম্বশ্রীর সুনাম ছাড়াও টিভি ও খবরের কাগজের মাধ্যমে প্রচার
- সদস্যদের মধ্যে একতা

প্রধান সুবিধা

- পরিবারের আর্থিক ও সামাজিক দিক থেকে সাহায্য করা
- চলাফেরা করার স্বাধীনতা
- বিভিন্ন মানুষের সঙ্গে মেলা মেশার ফলে কথাবার্তা বলার দক্ষতা ও আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি
- কম্পিউটারের জ্ঞান বৃদ্ধি

প্রধান সমস্যা

- কুদুম্বশ্রীর অন্যান্য হার্ডওয়্যার ইউনিটের সাথে ভবিষ্যতের প্রতিযোগিতা (ব্যবসা পরামর্শপত্র ১)।
- বিয়ের পর মহিলাদের কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকার সমস্যা (লিঙ্গ পরামর্শপত্র ২)।

ঘটনার বিবরণ ৬ঃ কস্তুরি নেট্‌কম প্রাইভেট লিমিটেড

যোগাযোগ ঃ এণাক্ষি ঝাঁ, আইটির একক কর্ত্রী।

অবস্থান ঃ কলিকাতা, ভারতবর্ষ।

স্থাপন ঃ ২০০৫

মূল কাজ/ক্রিয়াকলাপ ঃ পূর্ববর্তী সময়ে সফ্টওয়্যার সলিউশন, হার্ডওয়্যার সলিউশন্‌, কানেকটিভিটি সলিউশন্‌, সিস্টেম অডিট, স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাঙ্কের কল্‌ সেন্টার সংক্রান্ত কাজ। বর্তমানে - ভি এস এন এল -এর হয়ে ব্যান্ড উয়িডথ্‌ বিক্রয়, ভি এস এন এল -এর চ্যানেল পার্টনার এবং আইটি পরামর্শদাতা।

সংস্থার ইতিহাস ঃ এণাক্ষি প্রথম অবস্থায় আইটির কাজ শুরু করে, স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাঙ্কের কল সেন্টারের জন্য। সঙ্গে সঙ্গে ওই উদ্যোগ মহিলাদের মধ্যে ব্যক্তিত্বের বিকাশ ও আই টি পরিচিতি ঘটিয়ে তাদেরকে আই টি কর্মের জন্য উপযোগি করে তুলতো। পরবর্তী সময়ে কস্তুরি নেটকমের স্থাপনা হয় ২০০৫ সালে ভি এস এন এল -এর সঙ্গে চুক্তির মাধ্যমে। সেই সময় এদের কাছে স্বল্প পুঁজি, কিছু পুরোনো মেশিন ও একটি অফিস ছাড়া কিছুই ছিল না।

এই শিল্পোদ্যোগের সবচেয়ে বড় সাফল্য আসে বাদারপুর-শিলচরের কানেকটিভিটি স্থাপন করে। ভি এস এন এল এই কাজটি বিফল হয়ে ছেড়ে দেয়, কিন্তু এই শিল্পোদ্যোগ প্রয়াস চালিয়ে যায় যার ফলে আজকে শিলচর থেকে ৫৫ কিলোমিটার ভেতরের গ্রামেও যোগাযোগ বা কানেক্‌টিভিটি স্থাপন করা গেছে। এই শিল্পোদ্যোগের খরিদ্দারের কেউ কেউ উদ্যোগপতি, কেউ বা শেয়ার মার্কেটের সঙ্গে যুক্ত বা অন্যান্য কোম্পানি যথা 'বরাক ভ্যালি সিমেন্ট লিমিটেড', 'ফিউচার ফার্স্ট' জি বি সিকিউরিটিস ইত্যাদি।

ভি এস এন এল -এর সঙ্গে কর্মচুক্তিতে বিভিন্ন শিল্পোদ্যোগকে ব্যান্ড উইডথ্‌ বিক্রয় করাতেও যুক্ত আছে। যদিও ভি এস এন এল -এর সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হওয়া বিশেষ কঠিন নয়, কিন্তু কাজগুলি সবই লক্ষ্যভিত্তিক। এই শিল্পোদ্যোগ সব সময়ে সন্তোষজনক হওয়া প্রয়োজন। এ ছাড়াও এই শিল্পোদ্যোগ কন্সালটেন্ট কোম্পানিগুলির সিস্টেম অডিটও করে থাকে।

প্রযুক্তি ঃ প্রয়োজনীয় পার্সোনাল কম্পিউটার, লেসার প্রিন্টার, ফ্যাক্স মেশিন, ফটোকপিয়ার মেশিন ও ২৪ ঘন্টার ব্রডব্যান্ড কানেকশন।

কর্মী/কর্মসংস্থান ঃ ২ মহিলা আইটি কর্মী, ২ পুরুষ আইটি কর্মী, ছয় জন এম টেক ইঞ্জিনিয়ার ও ২ জন প্রশাসনিক কর্মচারি। সব মিলিয়ে মোট ১২ জন কর্মী এই শিল্পোদ্যোগে যুক্ত আছে।

শিল্পোদ্যোগের বিশ্লেষণ ঃ

সাফল্যের কারণ

- কাজের প্রতি একাগ্র ও কাজে দক্ষ/অভিজ্ঞ কর্মচারী।
- বিভিন্ন স্তরে যথা শেয়ার মার্কেট, বিভিন্ন শিল্পোদ্যোগে কাজ করা।

প্রধান সুবিধা

- খরিদ্দারের বিশ্বাস গড়ে তোলা।
- খরিদ্দারকে সব চাইতে ভালো সুযোগ দেওয়া।
- অর্ডার হারালেও কখনোই ভুল সমাধান না দেওয়া।

ভবিষ্যত পরিকল্পনা

- সংস্থায় আধুনিক প্রযুক্তি ও দক্ষ প্রযুক্তিবিদের সমন্বয় ঘটানো।

ঘটনার বিবরণ ৭ ঃ থিমস্ আই টি সলিউশন

যোগাযোগ ঃ সৌম্যদ্যুতি কয়াল, আইটির একক কর্ত্রী।

অবস্থান ঃ হুগলী জেলা, পশ্চিমবঙ্গ।

প্রধান কাজ ঃ স্কুল ও ইঞ্জিনিয়ারিং ছাত্রছাত্রীদের প্রশিক্ষণ, ডিটিপি, প্রোগ্রামিং, সফ্টওয়ার ডেভেলপমেন্ট, হার্ডওয়ার আসেম্বলিং ও মেন্টানান্স।

বার্ষিক লেনদেন ঃ ২০০৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে ৪ জন ছাত্রছাত্রী নিয়ে শুরু হয়। বর্তমানে ২৫ জন ছাত্রছাত্রী রয়েছে এবং বার্ষিক লেনদেনের পরিমাণ ৬০,০০০ টাকা।

সংস্থার ইতিহাস ঃ কম্পিউটার প্রশিক্ষণ নেওয়ার সময় থেকেই প্রশিক্ষণ কেন্দ্র খোলার ইচ্ছা থাকায় ২০০৩ সালের ফেব্রুয়ারীতে দুটি পুরোনো কম্পিউটার ও ব্যাঙ্ক থেকে ১২,০০০ টাকা ঋণ নিয়ে ভাড়া করা বাড়ীতে ব্যবসা শুরু হয় এবং আগষ্ট মাসে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হিসাবে ট্রেড লাইসেন্স নেওয়া হয়।

প্রযুক্তি ঃ একটি P-IV ও দুটি P-III কম্পিউটার ও একটি প্রিন্টার।

নিযুক্তি ঃ প্রয়োজন মত চুক্তির ভিত্তিতে লোক রেখে কাজ করানো হয়।

শিল্পোদ্যোগটির বিশ্লেষণ ঃ

সাফল্যের কারণ

- ছাত্রছাত্রীদের সন্তুষ্টি
- ছাত্রছাত্রীদের জন্য সুস্থ পরিবেশ
- প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীদের প্রতি ব্যক্তিগত মনোযোগ
- কেন্দ্রের অবস্থান
- স্থানীয় পলিটেকনিক ও ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ছাত্রছাত্রীদের জন্য একমাত্র শিক্ষাকেন্দ্র

প্রধান সুবিধা

- নিয়মিত মাসিক আয়
- বিভিন্ন ধরণের মানুষের সাথে যোগাযোগ
- আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি ও শিল্পোদ্যোগী হওয়ার সম্মান

প্রধান সমস্যা

- বড় বড় সেন্টারের সঙ্গে প্রতিযোগিতা
- আর্থিক অক্ষমতার জন্য বিজ্ঞাপণে ব্যয় করার অসুবিধা
- আর্থিক অক্ষমতার জন্য কম্পিউটারের উন্নতিকরণের অসুবিধা

২গ. মহিলা পরিচালিত আইসিটি ভিত্তিক শিল্পোদ্যোগে যুক্ত বিভিন্ন মহিলার কাহিনী

মহিলা পরিচালিত আইসিটি ভিত্তিক শিল্পোদ্যোগের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার ফলে কিভাবে মহিলাদের জীবনে পরিবর্তন এসেছে তার ছোট ছোট কাহিনী দেওয়া হল। এই কাহিনীগুলি থেকে বিশেষ ভাবে বোঝা যাবে আইসিটি প্রশিক্ষণ কিভাবে মহিলদের নতুন সুযোগ এনে দিয়েছে, কর্মক্ষেত্রে স্বাধীনতা এনেছে এবং সমাজে উচ্চস্থানে নিয়ে গিয়েছে।

জীবন কাহিনী ১ ঃ

ফতেমা শুভ্রা, টেকনো ওয়ার্ল্ড

আইটি-র মাধ্যমে পাওয়া নানা সুযোগের সদ্ব্যবহার করেই ফতেমা সামাজিক ও অর্থনৈতিক বাধা-বিপত্তির সঙ্গে মোকাবিলা করে। ফতেমা একটি দরিদ্র মুসলিম পরিবারের মেয়ে নানান বঞ্চনা ও পরিবারের সদস্যদের কম বয়সে হারানোর পরেও নিজে লেখাপড়া করতে পেরেছিলেন।

এরপর আঞ্চলিক উন্নয়ন সমিতির সম্পাদক হিসাবে জাতীয় সাক্ষরতা অভিযানে কাজ করতে শুরু করেন। কর্মসূত্রে রাজ্য সরকারের একটি বিভাগের সঙ্গে তার যোগাযোগ হয়, যারা মহিলাদের একত্রিত হয়ে, আইসিটি ভিত্তিক শিল্পোদ্যোগ গঠনের জন্য অনুপ্রাণিত করছিল। সে এই উদ্যোগে সামিল হবার জন্য মনস্থির করলে এবং প্রাথমিক ভাবে যে ১০ জন মহিলা গোষ্ঠি গঠন করেছিল তাদের মধ্যে থেকে ২ জন বিনিয়োগ করার অক্ষমতার জন্য পিছিয়ে যাওয়ায় তার পক্ষে গোষ্ঠিতে যুক্ত হবার সুযোগ এসে যায়। ফতিমা নিজেও এই ব্যাপারে চিন্তিত ছিল। ১৫০০ টাকা অনেকের কাছেই খুব সামান্য মনে হলেও তার পরিবারের কাছে এই অঙ্ক খুব বড় ছিল, বিশেষ করে যে নিজে এই ব্যাপারে দায়বদ্ধ। যাই হোক, শিল্পোদ্যোগের সাফল্যের ফলে সে তুলনামূলক তাড়াতাড়ি টাকা ফেরত দিতে পেরেছিল। সে এখন মাসে গড়ে ৩০০০ টাকা সংসারে দেয়, যা থেকে তার পরিবারের বিভিন্ন খরচ, ভাইয়ের পড়াশুনার ব্যয় সাহায্য হয় এবং সে তার ভাইয়ের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাতেও সাহায্য করে।

এইভাবে ফতেমা বঞ্চনার বিরুদ্ধে যেমন রুখে দাঁড়াতে পেরেছে, তেমনই চিরাচরিত লিঙ্গ বৈষম্যের বিরুদ্ধে সমাজে যে রক্ষণশীলতা রয়েছে তা থেকেও বেরিয়ে এসেছে। ফতেমা নিজের সমাজে খুবই সম্মান পেয়েছে। তার একাগ্রতা ও নিষ্ঠার জন্য অন্যান্যদের কাছে সে একজন আদর্শ হিসাবে চিহ্নিত হয়। ফতেমা মনে করে লিঙ্গগত বাধাকে সে সাফল্যের সঙ্গে অতিক্রম করতে পেরেছে। তার মতে সমবায়ের মহিলাদের একতা ও পারস্পরিক বোঝাপড়া তথা একত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণ সাফল্যের অন্যতম কারণ।

জীবন কাহিনী ২ ঃ

পৃথা, ডিভাইন কম্পিউটার

২৬ বছরের পৃথা তফসিলি জাতিভুক্ত পরিবারে জন্ম নেয়। সে অত্যন্ত দরিদ্র ও নিরক্ষর পরিবারে জন্মগ্রহণ করলেও সে এখন একটি মহিলা পরিচালিত আইসিটি ভিত্তিক শিল্পোদ্যোগের সদস্য। ৬ বোনের পরিবার নিয়ে সরকারি আনুকূল্যে তৈরি দরিদ্রদের আবাসনে পৃথা বসবাস করে। পৃথার বাবার সন্তানদের লেখাপড়া শেখার জন্য উৎসাহিত করতেন। পৃথা নিজের লেখাপড়া চালিয়ে যাওয়ার জন্য ১১ বছর বয়স থেকেই কাজ করে। অর্থের অভাবে সে বই কিনতে না পারায় সে তার ডিগ্রি পর্যন্ত পড়াশুনা চালাতে পারেনি, কিন্তু এখন স্বপ্ন দেখে আরও পড়াশোনা করার।

লেখাপড়া ছেড়ে দেওয়ার পর পৃথা রাজ্য সরকারের আর্থিক সহায়তার প্রতিবেশী ছাত্রছাত্রীদের জন্য যে ক্লাস হত তাতে যেতে শুরু করে। প্রথমে সে ডিটিপি ও এম এস অফিসের প্রশিক্ষণ নেয়। এই সময় পার্শ্ববর্তী একটি স্কুলে আইটি প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য একটি আইসিটি শিল্পোদ্যোগ করার আহ্বান জানানো হলে পৃথা এই গোষ্ঠিতে যোগ দেয়। গোষ্ঠিবদ্ধ হয়ে ঋণ নিতে যাওয়ায় ওদের ঋণ পেতেও অসুবিধা হয়নি। বর্তমানে সে শুধু ছাত্রছাত্রী বা স্থানীয় মানুষদের কম্পিউটার প্রশিক্ষণ দেয় তা নয়, সে শিল্পোদ্যোগটির নের্তৃত্বও দেয়।

পৃথা এই ঝুঁকিটি নিয়ে যথেষ্ট সন্তুষ্ট। পৃথা বলে, আমার মত সামান্য শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়ে কোনও লোকই চাকরি পাওয়ার আশা রাখতে পারে না। এখন আমার একটি কাজ রয়েছে, যা থেকে আমার পরিবার উপকৃত হয়েছে। পৃথা এখন অর্থ দিয়ে বাড়িতে সাহায্য করে এবং ছোট বোনকে ভবিষ্যতের পথ দেখায়। এক লাজুক মেয়ে থেকে আজকে সে খুবই আত্মবিশ্বাসী। সে পাঁচজনের সঙ্গে মেলা-মেশা করে, স্বাধীনভাবে বিভিন্ন জায়গায় যেতে পারে এবং দেরি অবধি কাজ করার ক্ষেত্রে কোন বাধা থাকে না, যা আগে অসম্ভব ছিল। গোষ্ঠির সদস্যরা এখন অনেকেই নিজেদের ব্যক্তিগত শিল্পোদ্যোগ শুরুর কথা চিন্তা করছে। মেয়ে 'শিক্ষিকা' হওয়াতে তার মাবাবা খুবই আনন্দিত। এই কাজের জন্য পৃথার সমাজে একটা বিশেষ স্থান রয়েছে, তবে এও ঠিক এই সাফল্যকে অনেকে হিংসাও করে। আইসিটি এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে পৃথার জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য হল সে সেই স্কুলের আজ শিক্ষিকা যেখানে সে নিজে পড়াশুনা করেছে। আর এই কথা ভাবলেই তার দুচোখ আনন্দাশ্রুতে ভরে ওঠে।

জীবন কাহিনী ৩ ঃ

পিয়ালী বিশ্বাস, পিয়ালী

এই কাহিনী পিয়ালীর, যে ছোট শহরে পড়াশুনা করার পর বড় শহরে আসে একটি বড় প্রশিক্ষণ সংস্থায় আইটি প্রশিক্ষণ নিতে। আর পাঁচটা মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ের মতই তার ইচ্ছা ছিল প্রশিক্ষণের শেষে ভাল একটি চাকরি। কিন্তু প্রশিক্ষণের শেষে যে ধরণের চাকরির জন্য সে ডাক পায় তা তার মনের মতো হয়নি। এক বন্ধুর সঙ্গে মিলে সে এই খুব ছোট শিল্পোদ্যোগ শুরু করবে বলে মনস্থির করে।

প্রাথমিকভাবে এই সিদ্ধান্ত সমাজের পক্ষে মেনে নেওয়া সহজ না হলেও এই বিষয়ে তার মা-বাবার তরফে কোনও বাধা আসেনি। পিয়ালীর মতে তার মা কর্মরতা হওয়ায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া তার পক্ষে তুলনামূলকভাবে সহজ হয়েছিল। সে শুধুমাত্র স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী ও ইঞ্জিনিয়ারিং-এর কয়েকটি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়। সে আজ চার বছর ধরে এই কাজের সঙ্গে যুক্ত এবং তার সাফল্যের চাবি-কাঠি হল তার প্রশিক্ষণের গুণমান।

সে একটি মাত্র কম্পিউটার দিয়ে কাজ শুরু করেছিল ৪ বছর আগে, আর বর্তমানে ৩টি কম্পিউটার নিয়ে ঐ বন্ধুর বাড়িরই একটি ঘরে প্রশিক্ষণ চালায়। মাসে তার ৩০-৫০টি ছাত্রছাত্রী থাকে। পিয়ালীর মতে যে অর্থ সে প্রশিক্ষণ দিয়ে আয় করে তা চাকরি করলে হয়ত সে রোজগার করতে পাবে, কিন্তু মানসিক ভাবে পরিতৃপ্ত হবে না। পিয়ালী ছাত্রছাত্রী ছাড়াও নানা ধরণের মানুষকে আইটি প্রশিক্ষণ দিয়েছে, কিন্তু ছাত্র পড়ানোই সে সবচেয়ে বেশী উপভোগ করে।

পিয়ালীর মতে গুণগত মানের সঙ্গে সে কখনই সামঝোতা করবে না এবং অন্যান্য মহিলা যারা এই ধরণের কাজে যুক্ত হতে উৎসাহী তাদের জন্য তার পরামর্শ হল আগে বাজারের চাহিদা জেনে তবেই ব্যবসা শুরু করা উচিত।

জীবন কাহিনী ৪ ঃ

শ্রাবণী ও সুজাতা, নিজস্ব ডিটিপি ও সিল্ক স্কিন

শ্রাবণী ও সুজাতা দুই বোন। বছর ২৪-২৫ এর এই দুই মেয়ের জীবন সংগ্রামের হাতিয়ার আইসিটি ইউনিট। এই আইসিটি ইউনিটের প্রতিষ্ঠাতা তারাই।

শ্রাবণী ও সুজাতা বি কম পাশ করার পর কম্পিউটার প্রশিক্ষণ নেয় শিয়ালদায় অবস্থিত এক কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে। এই প্রশিক্ষণই আজ তাদের জীবিকা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তাদের পারিবারিক বর্ণনা দিতে গেলে ফুটে ওঠে চিরাচরিত বাঙালি মধ্যবিত্ত সংসারের ছবি। ওদের বাবা অবসরপ্রাপ্ত - বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত ছিলেন তাই পেনশনের কোন ব্যাপার নেই। ভাই সদ্য চাকুরিতে নিযুক্ত হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই সংসারের দায়িত্ব এই দুই বোনের ওপরে অনেকাংশে বর্তায়।

এই ইউনিটটি প্রতিষ্ঠা করতে ওদের বাবা প্রায় সত্তর-আশি হাজার টাকা দিয়ে সহায়তা করেন। প্রাথমিকভাবে যে বাড়িটি ভাড়া নেয়, সেটিকে ছাড়তে হয় বাড়িওয়ালার সমস্যায়। বর্তমানে তারা রোজ সোদপুর স্টেশন থেকে শিয়ালদা অবধি ট্রেনে আসে। সকাল থেকে শুরু হয়ে যায় ইউনিটের কাজ।

সমগ্র কম্পিউটার ইউনিটটি ঘরের একটি ছোট্ট ফালিতে অবস্থিত। একটি কম্পিউটার, প্রিন্টার সমেত, ফোটোকপি করবার মেশিন, টাইপ-রাইটার - সব কিছুই প্রায় আছে এই ছোট্ট ঘরে যদিও কম্পিউটার ও প্রিন্টার ছাড়া সবই অন্য মালিকের। এই ইউনিটে ডি টি পি, পেজমেকার, কোরেল-ড্র, ফোটোশপ সবেরই কাজ চলে একত্রে। সারাদিন অবিরাম কাজ করে চলেছে দুই-বোন। মাস কয়েক আগে পাঁচ-ছয় হাজার টাকা দিয়ে শ্রাবণী সিল্কস্ক্রিনের ইউনিটও শুরু করে। প্রিন্টিং করবার জন্য তারা একটি ছেলেও নিযুক্ত করেছে দুই হাজার টাকার মাসিক বেতনে।

চাকুরি স্থায়ি রোজগার দেয়। কিন্তু তাতে মুনাফা নেই। মুনাফা ছাড়া উন্নতি করা কঠিন। এই মন্ত্র আজ দুই বোনকে ঝুঁকি নিতে সাহায্য করেছে। অন্যান্য মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলেমেয়েদের মতো তারা রোজ খবরের কাগজে চাকরি খুঁজে সময় নষ্ট করছে না। তার পরিবর্তে অবিরাম পরিশ্রম করে চলেছে নিজেদের এই ছোট্ট ব্যবসাকে সফল করার জন্য। দুই বোন এই ব্যবসায় অংশিদার - দুজনের পরিশ্রমে প্রতিনিয়ত ব্যবসাটি এগিয়ে চলছে।

কলিকাতা জনসমুদ্রের শহর। শত সহস্র জনসাধারণ এখানে প্রতিনিয়ত লড়াই করে চলেছে বেঁচে থাকার জন্য। কোন কিছুই এতো বড় শহরে সহজলভ্য নয়। তারই মধ্যে এই দুই যুবতীর প্রয়াস সত্যিই প্রশংসনীয়। তাদের এই পথ প্রতিবন্ধকতায় পরিপূর্ণ। তবু স্বপ্ন দেখতে ও সেই স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করতে পিছপা হয়নি দুজনেই। ওদের ইচ্ছে ভবিষ্যতে একটি নিজস্ব কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র খোলার।

জীবন কাহিনী ৫ ঃ

মিরাতুন নাহার ঃ নিমদারিয়া মারিয়া ইনেফাটেক্, পশ্চিমবঙ্গ।

মিরাতুন একটি মফস্বলের কিশোরী। অন্য কিশোরীদের থেকে তার পার্থক্য একটাই, ছোট জায়গার রোজকার জীবনযাত্রার মধ্যে তার জীবনের লক্ষ্য সীমিত থাকেনি। মেয়ে বলে জীবনের সব আশা-আকাঙ্খা বিয়ের সঙ্গে শুরু হয়ে বিয়েতেই শেষ হয়ে যায়নি। গতানুগতিক সুরক্ষিত জীবনের বদলে সে বেছে নিয়েছে একটি চ্যালেঞ্জ ভরা কর্মজীবন।

কম্পিউটার শিক্ষা মিরাতুনের স্কুলে ছিল - কিন্তু সেটা তার জানা ছিল না। কম্পিউটার শেখার প্রতি অদম্য ইচ্ছা তার বরাবরই ছিল। এই সময় সে খবর পায় চেঞ্জ ইনিসিয়েটিভস্ নামক একটি সংস্থার যারা কম্পিউটার ভিত্তিক তথ্য পৌঁছে দিতে চায় প্রতিটি গৃহ প্রতিটি মানুষের কাছে - দীনদরিদ্র-নারীপুরুষ নির্বিশেষে। তাদের প্রোজেক্টের নাম 'নবান্ন'। বাদুরিয়ায় অবস্থিত এই কেন্দ্রে মিরাতুনের কম্পিউটার শিক্ষার হাতেখড়ি। উচ্চমাধমিকের পর থেকে তার কম্পিউটার শিক্ষা আরম্ভ। পরবর্তীকালে জগন্নাথপুরের আরেকটি শাখায় মিরাতুন চলে যায়। আগ্রহ ও উৎসাহ তার বরাবরই খুব বেশি। কম্পিউটারের পরীক্ষায় ভাল ফলও করে। তার এই অদম্য প্রচেষ্টা ও উদ্দীপনায় সন্তুষ্ট হয়ে চেঞ্জ ইনিসিয়েটিভস্ তাকে সুযোগ করে দেয় স্বাবলম্বী হবার।

এই সুযোগ মিরাতুনের জীবনের আরেকটি নতুন দিক খুলে দেয়। বাড়ির গুরুজনদের সমর্থনে শুরু হয় তার কর্মজীবন। নিজের বাড়িতে একটি ঘরে। স্থাপিত হয় নিমদারিয়া মারিয়া ইনফোটেক্ অক্টোবর ২০০৫ সালে।

ইতিমধ্যে মিরাতুন কিন্তু তার শিক্ষাজীবন থেকে সরে যায়নি। টাকি গর্ভমেন্ট কলেজের কলা বিভাগে চলতে থাক তার স্নাতক হবার পড়াশুনা। এর সঙ্গে কম্পিউটারের আরও শিক্ষা সে নিতে থাকে ডি টি পি, কোরেল ড্র, পেজমেকার, সিল্কস্ক্রিন শেখার মাধ্যমে।

বর্তমানে মিরাতুনের কম্পিউটার কেন্দ্রে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা সাত জন। মায়ের মৃত্যুর পর থেকে সমগ্র সাংসারিক দায়িত্ব মিরাতুনের ওপর। একদিকে পরিবার অন্যদিকে নিজের শিক্ষা ও কর্মজীবন - এই তিনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে মিরাতুন প্রতিনিয়ত লড়াই করে চলেছে জীবনযুদ্ধে। বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার মধ্যেও মিরাতুন ছাড়েনি বড় হয়ে ওঠার স্বপ্ন দেখা, তার কম্পিউটার শিক্ষাকেন্দ্রকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাবার প্রত্যাশাকে।

মিরাতুনের এই জীবনসংগ্রামে প্রধান সহায়ক আইসিটি। তার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস একটি কথা খুব সহজেই প্রমাণ করে যে আজকে তথ্য প্রযুক্তির যুগ আইসিটি যে কোন মানুষের বিশেষতঃ মহিলাদের স্বপ্ন সফলের জন্য বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

জীবন কাহিনী ৬ ঃ

হেলেনা, গ্রামীন (বাংলাদেশ)

আজ চার ঘরের পাকা বাড়ির বারান্দায় বসে হেলেনা যখন পাড়ার ১০জন মহিলাকে স্বনির্ভর করে তোলার জন্য সেলাই শেখায় আর তার বিশ কাঠা জমির কথা বলে তখন মনে হয় না যে দরিদ্র শব্দটা তার জীবনে কখনও ছিল।

কিন্তু ৭-৮ বছর আগে পিছিয়ে গেলেই জানা যাবে হেলেনা কোথা থেকে শুরু করে আজ কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে। নাটোরের (বাংলাদেশ) মৌখাড়া গ্রামের এক চিলতে ঘরে হেলেনা বাস করত তার অত্যাচারী স্বামীর সঙ্গে। শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন ছিল নিত্যদিনের সঙ্গী। অনাহারে-অর্ধাহারে কাটত দিন। তারই মধ্যে দুটি সন্তান। যে মা নিজেই খেতে পেত না, সে কিভাবে সন্তানদের অন্ন যোগাবে। হেলেনার লেখাপড়াও ছিল খুব সামান্য। সন্তান আর ছোট ভাই-বোনদের মুখের দিকে তাকিয়ে পরের বাড়ি গিয়ে তাদের সংসারে সাহায্যের কাজও করেছে।

কিন্তু যখন গ্রামীন ব্যাঙ্ক তার এলাকায় আসে তখন থেকেই ধীরে ধীরে সব কিছু বদলাতে থাকে। গ্রামের কয়েকজন মহিলা মিলে প্রথমে সমিতি গঠন করে। আর ১৯৯৯ -এর জানুয়ারিতেগ্রামীন তাদের হাতে তুলে দেয় ফোন, কলসেন্টার ব্যবসার জন্য। গ্রামের বহু মানুষই নানা কাজে দিশ-বিদেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে আছেন, তাই স্বাভাবিকভাবেই ফোনের ব্যবসা জমে উঠল। স্থানীয় বাজারের একটি দোকান ঘর ভাড়া নিয়ে শুরু হল ব্যবসা, আর শুরু হল হেলেনার সুখের দিন।

তার সন্তানেরা আজ কলেজে পড়ে, আনাহারে থাকার কষ্ট যাতে অন্য কারোকে না করতে হয় তাই গ্রামের মেয়েদের সেলাই শেখায়। সমাজে হেলেনা এখন প্রতিষ্ঠিত। জন প্রতিনিধি হিসেবে পৌরসভাতে নির্বাচিত।

হেলেনা বলে আইসিটি বা তথ্য প্রযুক্তি শব্দটা তার কাছে কঠিন। তবে এই ছোট ফোনটা তার জীবনে ঠিক যেন আলাদীনের প্রদীপ যা তার মাটির বাড়িকে রূপান্তরিত করেছে এক অট্টালিকায়।

জীবন কাহিনী ৭ ঃ

জ্যোৎস্না ব্যানার্জি, গ্রাসো, পশ্চিমবঙ্গ।

জ্যোৎস্না ব্যানার্জি হুগলী জেলার বানতিকা গ্রামের এক গৃহবধূ। উচ্চ জাত দারিদ্র্যই ছিল তার নিত্য দিনের সঙ্গী। বি এ পর্যন্ত পড়াশুনা করলেও এই প্রতিযোগিতার বাজারে থেকে চাকরি পাওয়া যে প্রায় অসম্ভব তা ভালই জানত জোৎস্না।

১,২০০ জনসংখ্যার ছোট্ট গ্রামে চাষ-আবাদ আর গ্রামের ছেলেমেয়ের বাড়িতে পড়িয়ে তার পারিবারিক আয় ছিল বছরে দশ হাজার টাকা, যা কোন পরিবারের জন্যই অতি সামান্য। কিন্তু সে কোনদিনই এক জায়গাতে থেমে থাকতে চায়নি, বলা যায় দারিদ্র্য তাকে থামিয়ে রাখতে পারেনি।

জানুয়ারি ২০০৫-এ সে গ্রামিন সঞ্চার সোসাইটি -র রাজ্য ব্যাপী স্বনিযুক্তি প্রকল্প সিডিএমএ রুরাল টেলিফোনির সদস্য হয়, যা তাকে ঋণ গ্রহণ করে টেলিফোনি প্রকল্প শুরু করতে সাহায্য করে।

এখন সে মাসে বেশ ভাল আয় করে, যা থেকে সে মাসিক কিস্তিতে ঋণ পরিশোধ করে এবং পরিবারকেও আর্থিক সাহায্য দেয়। আজ সে নিজের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টও খুলেছে।

৪৩ বছর বয়সে অনেক মহিলাই যখন ভাবে জীবনে বোধ হয় তার নতুন করে কিছু করার নেই তখন জ্যোৎস্না ভাবে আর কিভাবে নতুন প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে আর্থিক ও সামাজিক উন্নয়ন করা যায়।

জীবন কাহিনী ৭ ঃ

সাবিত্রী মন্ডল, গ্রাসো, পশ্চিমবঙ্গ।

সাবিত্রী মন্ডল যখন নবম শ্রেণীর ছাত্রী তখন আর্থিক অসঙ্গতির জন্য তার পড়াশুনা চিরকালের মত বন্ধ হয়ে যায়। দক্ষিণ ২৪ পরগনার তফসিলি জাতিভুক্ত অত্যন্ত দরিদ্র পরিবারের মেয়ের বিয়েও হয়ে যায় পশ্চিম শ্রীপাঠীনগর গ্রামে। প্রায় ৭০০০ মানুষের বাস এই গ্রামে। হাঁস-মুরগী পালন করে বছরে সাবিত্রীর পারিবারিক আয় ছিল বারো হাজার টাকা। অতি কষ্টে চলত তার সংসার। লেখা-পড়া বেশি দূর না করায় অন্য কিছু করার চেষ্টা করাও প্রায় অসম্ভব ছিল তার পক্ষে।

কিন্তু গ্রামীন সঞ্চার সোসাইটির সিডিএমএ রুরাল টেলিফোনি প্রকল্প তার ও তার পরিবারের জীবনটা অনেকটা বদলে দিল। ২০০৩ সালের নভেম্বরে সে প্রথমে এই প্রকল্পের সদস্য হয় এবং তাদেরই সহায়তায় তফসিলি জাতিভুক্ত ব্যক্তিদের জন্য যে বিশেষ ঋণ ব্যবস্থা আছে তা গ্রহণ করে টেলিফোণি প্রকল্প শুরু করে।

বর্তমানে যে যথেষ্ট ভাল আয় করে এবং পরিবারকে আর্থিক সহায়তা দান করে। সাবিত্রীর ছেলে এখন নবম শ্রেণীতে পড়ে। মায়ের মত তার পড়াশুনা চালিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে কোন আর্থিক বাঁধা নেই, মা নিজে যা করতে পারেনি সেই স্বপ্ন আজ সন্তানের মাধ্যমে সফল হতে দেখতে পাচ্ছে। আজ তার নিজের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট আছে, আর ছেলের পড়াশুনার সমস্ত খরচ যে নিজেই বহন করে।

সাবিত্রী পরিশ্রমী ও সৎ। গ্রামীন সঞ্চার সোসাইটি আজ তার জীবনে যে পরিবর্তন এনেছে তা তার কাছে একদিন অকল্পনীয় ছিল।

আইসিটি আজ শত শত মানুষকে এমনকি মহিলাদেরকে শিল্পোদ্যোগের দিকে এগিয়ে দিতে সাহায্য করছে। আইসিটি-র দরুনই আজ অতি মধ্যবিত্ত সংসারের সাধারণ মেয়েরাও শিল্পোদ্যোগী হয়ে ওঠার স্বপ্ন দেখতে পারছে ও বাস্তবে রূপায়িত করতে পারছে। শ্রাবণী ও সুজাতার জীবনকাহিনী তারই নির্দেশ দেয়।
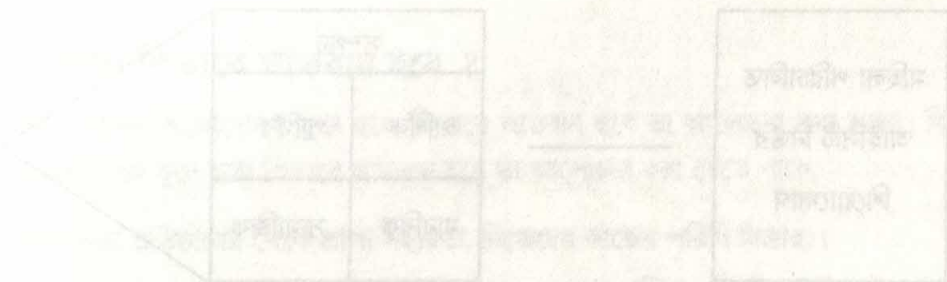
৩. কেন মহিলা পরিচালিত আইসিটি নির্ভর শিল্পোদ্যোগকে সাহায্য করা হবে ?

কেন আপনার সংস্থা বা অন্যান্যরা এই শিল্পোদ্যোগকে সাহায্য করবে ?
এক কথায় উত্তর দেওয়া যায় এই শিল্পোদ্যোগ মহিলাদের এবং সংস্থা উভয়কেই লাভবান করবে। এই পরিচ্ছেদে বিস্তারিত বিবরণ আছে। তবে সবসময় মনে রাখতে হবে, যে কোনো শিল্পোদ্যোগের ক্ষেত্রেই ঝুঁকির দিকও আছে।

৩ ক. মহিলারা কিভাবে লাভবান হবেন ?

আইসিটি নির্ভর শিল্পোদ্যোগ থেকে মহিলা উদ্যোগীরা কিভাবে লাভবান হবেন তা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যেতে পারে।

সরণী.১. বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ভিন্ন ভিন্ন সুযোগ সুবিধা

দৃষ্টিকোণ	সুযোগ-সুবিধা	উদাহরণ
উদ্যোগ	ব্যবসা করা	একটি স্থিতিশীল উদ্যোগের উন্নতি
জীবিকা	ব্যক্তি বা পরিবারের পরিবর্তিত জীবিকা ও সম্পদ	স্থিতিশীল চাকুরি ও আয়ের সৃষ্টি করে
লিঙ্গ	লিঙ্গ সমতার দিক থেকে অগ্রসর হওয়া	মহিলারা এই নতুন সুযোগে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থান পরিবর্তনের সঙ্গে আয়ের সংস্থান খুঁজে পায়।

কয়েকটি সার্থক উদাহরণের মাধ্যমে মহিলা পরিচালিত আইসিটি নির্ভর শিল্পোদ্যোগের সুযোগ সুবিধার কথা উঠে এসেছে (যা পরিচ্ছদ - ২গ তে দেওয়া আছে)। জীবিকা ও লিঙ্গের দৃষ্টিকোণ থেকে এই বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করা হল (চিত্র ২)।

চিত্র ২ঃ মহিলা পরিচালিত আইসিটি নির্ভর শিল্পোদ্যোগের ক্ষেত্রে জীবিকা/লিঙ্গগত সুবিধা ঃ-
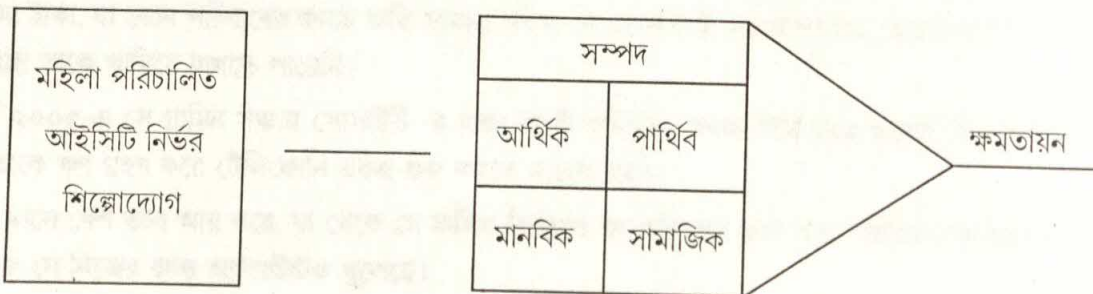
- **আর্থিক সম্পদ বৃদ্ধি ঃ** এই শিল্পোদ্যোগ থেকে নিয়মিত আয় মহিলাদের পারিবারিক উন্নয়নে সাহায্য করে (যেমন স্বাস্থ্য, শিক্ষা, ভাইবোনের বিবাহ এমনকি সঞ্চয়ও) যা আগে হয়তো অসম্ভব ছিল না।
- **পার্থিব সম্পদ বৃদ্ধি ঃ** ওই শিল্পোদ্যোগ থেকে নিয়মিত আয় মহিলাদের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি কেনার ক্ষমতা দেয়। এছাড়াও নিজের কাজে ব্যবহারের জন্য নানা যন্ত্রপাতি কিনতে পারে।

- **মানবিক সম্পদ বৃদ্ধি ঃ** এই ধরনের শিল্পোদ্যোগের সঙ্গে যুক্ত হবার ফলে মহিলাদের প্রযুক্তিগত দক্ষতা ও আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পায় যা ব্যক্তিগত ও পেশাগত উন্নতিসাধনের অন্যতম দিক। মহিলা শিল্পোদ্যোগীরা ব্যবসা পরিচালনা, সিদ্ধান্ত গ্রহণের মতো জরুরি কাজে যুক্ত হয়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবসায়িক দক্ষতা অর্জন করে থাকে।
- **সামাজিক সম্পদ বৃদ্ধি ঃ** ওই শিল্পোদ্যোগীদের সামাজিক সম্পর্কের তিন ধরনের পরিবর্তন দেখা যায়। প্রথমতঃ ব্যবসায়িক যোগসূত্র, এর মধ্যে পড়ে ক্রেতা ও বিক্রেতা সম্পর্ক। দ্বিতীয়তঃ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগসূত্র। এর আওতায় আসে ব্যাঙ্ক, ঋণদানকারী সংস্থা ইত্যাদি। তৃতীয়তঃ বিভিন্ন শিল্পোদ্যোগের সঙ্গে যুক্ত মহিলাদের পারস্পরিক সম্পর্ক, অর্থাৎ সামাজিক যোগসূত্র।
- ক্ষমতায়ন ঃ স্বাভাবিকভাবে এই ধরনের মহিলা শিল্পোদ্যোগীরাই বেশি করে ক্ষমতায়নের কথা বলে থাকে। তারা জানায় আত্মবিশ্বাস কিভাবে দক্ষতাকে নতুন কাজে ব্যবহার করতে সাহায্য করে সমস্যার সমাধান করে। এই কাজই তাদের সমাজে সম্মান ও স্বীকৃতি পেতে সাহায্য করেছে। ফলস্বরূপ এই মহিলারা প্রথাগত ভাবে 'পুরুষের কাজ' হিসেবে চিহ্নিত কাজের ক্ষেত্রে বৈষম্য দূর করেছে যেমন উদ্যোগের পরিচালনা, পুরুষদের অধস্তন কর্মচারী হিসেবে নিয়োগ, অধিক রাত পর্যন্ত কাজ করা, হঠাৎ প্রয়োজনে যে কোন সময়ে বিভিন্ন কাজের জায়গায় যাওয়া সম্ভব হয়েছে। অবশ্যই তাদের আয় পরিবারের কাছে বিশেষ ভাবে একটা নিজস্ব জায়গা করে দিয়েছে।

এছাড়াও আরও কতগুলি লিঙ্গগত সুবিধা এই ধরনের শিল্পোদ্যোগের মাধ্যমে পাওয়া যেতে পারে।

- কাজের বাজারগত নিরাপত্তার অনুপস্থিতিতে মহিলাদের কর্মে নিযুক্তি ও আর্থিক স্বাধীনতা।
- শুধুমাত্র মহিলাদের মধ্যে থেকে দক্ষতা অর্জন ও বিকাশের সুযোগ।
- এই উদ্যোগের ক্ষেত্রে শারীরিক প্রতিবন্ধকতা অসুবিধার সৃষ্টি করে না।
- আর্থিক ক্ষেত্রে যেমন প্রতিযোগিতা সৃষ্টি করে তেমনি পুরুষদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা বাড়িয়ে দেয়।
- মহিলা শিল্পোদ্যোগীরা আইসিটি নীতি তৈরির ক্ষেত্রকেও প্রভাবিত করতে পারে।

এর আরও একটি বৃহত্তর দিক আছে। মহিলা শিল্পোদ্যোগীরা অন্যান্যদের কাছে আদর্শ হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে। এই উদ্যোগটি কেন্দ্রস্থল হিসাবে থেকে আরো মহিলাদের কাজের সুযোগ করে দিতে পারে বা নতুন উদ্যোগ স্থাপনের জন্য উৎসাহিত করতে পারে। মহিলাদের এই কাজে আরও দক্ষ করে তুলতে পারলে তাদের অন্যান্য ক্ষেত্রে কাজের সুযোগের জন্য চলে যাবার সম্ভাবনা কমবে। আরও সহজে বলা যায় লিঙ্গের ক্ষেত্রে যে 'ডিজিটাল ডিভাইড' রয়েছে তার শেষের শুরু এখানেই।

৩.খ. সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান কিভাবে লাভবান হবে ?

এতক্ষণ মহিলারা আইসিটি ভিত্তিক শিল্পোদ্যোগে যুক্ত হলে কিভাবে লাভবান হবে তা আলোচনা করা হলো। কিন্তু কোনো সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান এই কাজের সঙ্গে যুক্ত হলে কিভাবে লাভবান হবে তা আলোচনা করা যেতে পারে,

- নিজস্ব উদ্দেশ্য সাধন (দাতা প্রতিষ্ঠানের থেকে প্রাপ্য সহায়তা, নিজেদের কাজের পরিধি বিস্তার)।
- সমাজ উন্নয়নমূলক উদ্দেশ্য সাধন (দক্ষতার বিকাশ বা কর্মসংস্থানের মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণ, মহিলাদের ক্ষমতায়ন)।
- স্বীকৃতি লাভ বা কাজের উন্নত মূল্যায়ন (প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব চিহ্ন অথবা ব্র্যান্ড এবং লেবেল তৈরি)।
- সমাজে সুনাম অর্জন ও উন্নত ভাবমূর্তি (ভালো প্রচার পাওয়া)।
- উন্নত উদ্যোগ, কর্মসংস্থান ও বাজারের সমৃদ্ধিতে অবদান (টিঁকে থাকার জন্য দক্ষ শ্রমিক তৈরিতে সাহায্য করে)।

সারণী ২ঃ মহিলা পরিচালিত আইসিটি ভিত্তিক উদ্যোগের মাধ্যমে সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্যে পৌঁছানো

সংস্থার লক্ষ্য	মহিলা পরিচালিত আইসিটি ভিত্তিক শিল্পোদ্যোগের সঙ্গে যুক্ত হবার কার্যকরি সুবিধা
মহিলাদের ক্ষমতায়ন	এই শিল্পোদ্যোগ মহিলাদের উপার্জনে ও অন্যান্য মহিলাদের আয়ের সুযোগ করে দেয়। এটি পরিবার ও সমাজের মধ্যে তাদের উচ্চ স্থান দেয়।
দারিদ্র্য দূরীকরণ	দরিদ্র সীমার নীচে বসবাসকারি মহিলারা এই ধরণের শিল্পোদ্যোগ গঠন করতে পারে, সেখানে কাজও করতে পারে। এর ফলে তাদের উপার্জন বৃদ্ধি হয়। ফলে সংসারে সাহায্য, আরো বিস্তারিত ভাবে বলা যায় দারিদ্র্য দূর হয়।
লিঙ্গ সমতা	মহিলারা এই ধরণের উদ্যোগে কাজ করলে স্বাভাবিকভাবে লিঙ্গ বৈষম্য দূর হয়। একদিকে যেমন সরাসরি প্রযুক্তি, অর্থ, জিনিষপত্র বা সঞ্চয়ের সঙ্গে এটি সম্পর্কিত অন্যদিকে তেমনই দক্ষতা সামাজিক অবস্থান ও ক্ষমতা এখানে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। পরিচ্ছদ ২ তে ঘটনার বিবরণে যেমন বলা হয়েছে পুরুষদের অধস্তন কর্মচারী হিসেবে কিভাবে মহিলা শিল্পোদ্যোগীরা নিয়োগ করেছে, পরিবার পরিচালনায় সমান ভূমিকা পালন করেছে, সমাজ ও পুরুষদের চোখে নিজেদের উন্নত স্থানে স্থাপন করেছে তার উদাহরণ।
টিঁকে থাকার মতো নিযুক্তির সুযোগ	নতুন শিল্পোদ্যোগ এবং আইসিটি দক্ষতার চাহিদা যথেষ্ট থাকলেও তা জোগানের তুলনায় কম। ফলে মহিলাদের প্রযুক্তিগত দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করলে তাদের উপার্জন নিয়মিত হবে, যদি তাদের উদ্যোগটি টিঁকে নাও থাকে। আইটি ক্ষেত্রটিতেও চাকরির সুযোগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। সাধারণভাবে যে সমস্ত সংস্থা মহিলাদের নিযুক্তিতে সাহায্য করে তারা যদিও প্রথাগত নিযুক্তিকরণের কথাই ভাবে, কিন্তু বর্তমানে আইটি ক্ষেত্রটিও নিযুক্তির অনেক সুযোগ এনে দিয়েছে।
সামাজিক উন্নয়ন	সমাজে উন্নয়নের বিভিন্ন দিক হতে পারে। আইসিটি নির্ভর শিল্পোদ্যোগের মাধ্যমে দুটি বিশেষ লক্ষ্য পূরণ হয় - মহিলাদের আর্থিক উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে উপার্জনের ফলে মহিলাটির বা পরিবারের স্বাস্থ্য, শিক্ষা উন্নতি যেমন সম্ভব তেমনই ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় ও বিনিয়োগের মাধ্যমে সামাজিক নিরাপত্তাও পাওয়া যায়।
তথ্যভিত্তিক সামাজিক উন্নয়ন	আইসিটি নির্ভর শিল্পোদ্যোগগুলি আইসিটি দক্ষতা ও পরিকাঠামোর উৎস সৃষ্টিতে সাহায্য করে। এখানে মহিলা শিল্পোদ্যোগগুলি অনুঘটক হিসেবে কাজ করে, যেমন আইসিটি প্রশিক্ষণ, ইন্টারনেটের ব্যবহার ও অন্যান্য আইসিটি নির্ভর তথ্য সংগ্রহ ইত্যাদি। তথ্যভিত্তিক সমাজ গঠনের ভিত্তি স্থাপনে মহিলা পরিচালিত আইসিটি নির্ভর শিল্পোদ্যোগগুলি বিশেষ ভূমিকা পালন করতে পারে যা বৃহত্তর সমাজের উন্নয়নের চাবিকাঠি।

৩.গ. ঝুঁকিগুলি কি কি?

মহিলা পরিচালিত আইসিটি নির্ভর শিল্পোদ্যোগকে সাহায্য করার অনেকগুলি কার্যকরী কারণ থাকলেও এটাও ঠিক কিছু ঝুঁকি ও বাধা আছে।

অর্থ বিনিয়োগ ও আর্থিক অনুদান

- আইসিটি যন্ত্রাংশ (হার্ডওয়্যার ও সফ্টওয়্যার) যথেষ্ট দামি এবং প্রথম থেকে শুরু করে ক্রমাগত কাজ চালানোর ক্ষেত্রেও তা যথেষ্ট ব্যয় সাপেক্ষ। এর জন্য কোন না কোন ভাবে অর্থের প্রয়োজন (সংস্থা পরামর্শপত্র ৪) এবং আরও নতুন প্রশিক্ষণ প্রয়োজন।

দক্ষতা ও যোগ্যতা বৃদ্ধি

- এই শিল্পোদ্যোগে কর্মরত ব্যক্তিদের আইসিটি -র দক্ষতা খুবই প্রয়োজন। ডেটা এন্ট্রি, ওয়ার্ড প্রসেসিং, বা ইন্টারনেট দেখার জন্য প্রাথমিক মানের দক্ষতাই যথেষ্ট, কিন্তু উচ্চমানের পেশাগত কাজ (ওয়েবসাইট তৈরি ও হোস্টিং, ই-কমার্স এ্যাপ্লিকেশান) করার জন্য উপযুক্ত বন্দোবস্ত ও দক্ষতা থাকার বিশেষ প্রয়োজন। সেক্ষেত্রে আইসিটি নির্ভর শিল্পোদ্যোগে দক্ষতার অভাবের অভিযোগ উঠতে পারে যেহেতু মহিলাদের মধ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিশিক্ষার বিষয়টি সীমিত। (সংস্থা পরামর্শপত্র ৪)

- কর্মীরা যদি হঠাৎ করে চাকরি ছেড়ে দেয় তাহলে তা শিল্পোদ্যোগের ওপর গভীর প্রভাব ফেলবে - যার অর্থ হল উপযুক্ত কর্মীর অভাব (ব্যবসা পরামর্শপত্র ২)। কেউ কাজ ছেড়ে চলে গেলে কি করা যেতে পারে সেই ব্যাপারে যেমন পরিকল্পনা করা প্রয়োজন তেমনই যারা পিছিয়ে পড়েছে তাদের কে কিভাবে উৎসাহিত করা যায় সে বিষয়টিও চিন্তা করা প্রয়োজন।

- যোগ্যতা বৃদ্ধি ধারাবাহিক ভাবে করে যেতে হবে। কারণ প্রযুক্তি খুব তাড়াতাড়ি অপ্রচলিত হয়ে যাবে। যদি কর্মীদের মধ্যে নতুন কিছু শেখার উদ্যোগ ও দায়িত্ববোধ না থাকে তবে ঐ শিল্পোদ্যোগ ব্যর্থ হবে (ব্যবসা পরামর্শপত্র ২)।

স্থিতিশীলতা

- আইসিটি খুব দ্রুত পরিবর্তনশীল। তাই নতুন বাজার ধরার ক্ষেত্রে প্রযুক্তির আধুনিকীকরণ বিশেষ প্রয়োজন। যেসব মহিলারা ডেটা এন্ট্রির কাজ করেন তাদের টিঁকে থাকার ক্ষেত্রে বেশ কয়েকটি বাধা আছে যেমন একসময় গ্রাহকের সমস্ত ডেটা এন্ট্রির কাজ শেষ, হয়ে যেতে পারে অথবা যে সমস্ত সংস্থা মহিলা শিল্পোদ্যোগীদের এই কাজটি দিত তারা নিজেরাই কম্পিউটার কিনে প্রয়োজনীয় কর্মী নিয়োগ করে ঐ কাজ করে নিতে পারে। আবার এও হতে পারে আরও আধুনিক প্রযুক্তি যেমন স্ক্যানিং বা ভয়েস রেকগনিশন টাইপ করে ঐ কাজ অনেক অংশে বন্ধ হয়ে যেতে পারে। সুতরাং শিল্পোদ্যোগগুলিকে স্বল্পকালীন ও সুদীর্ঘ ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখে কি ধরণের বাজারে প্রবেশ করা উচিত তা নির্ধারণ করে নিতে হবে। যার অর্থই হল সংস্থাগুলি মহিলা পরিচালিত আইসিটি ভিত্তিক শিল্পোদ্যোগের মধ্যে বৈচিত্র্য ও আধুনিকীকরণের প্রচেষ্টায় বদ্ধপরিকর হবে।

- মহিলারা যদি আইসিটি নির্ভর শিল্পোদ্যোগের উপার্জনের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হয়ে পড়ে তাহলে তা বিশেষ সমস্যারও সৃষ্টি করতে পারে। সহযোগী সংস্থাগুলি ব্যয় ও সঞ্চয়ের বিষয় বিভিন্ন ধারণা দিয়ে মহিলাদের সাহায্য করতে পারে যাতে কোন কারণে শিল্পোদ্যোগটি বন্ধ হয়ে গেলে তৎক্ষণাৎ কোন আর্থিক সমস্যা দেখা না দেয়।

নারী ও সংস্কৃতি

- **মহিলারা তিনটি ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করে ঃ** পরিবার, ব্যবসা ও সমাজ। সমাজের বিভিন্ন স্তরে এই ত্রৈমাত্রিক ভূমিকার জন্য মহিলাদের থেকে বিভিন্ন ধরণের প্রত্যাশা থাকে, আর সেটাই মহিলা পরিচালিত আইসিটি নির্ভর শিল্পোদ্যোগে বিশেষ প্রভাব ফেলতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় বাড়ির কাজ এবং সন্তান প্রতিপালন করবে এটাই তাদের দায়িত্ব বলে সমাজ মনে করে। সেই কারণে দেরি পর্যন্ত কাজ করা, জরুরি ভিত্তিতে কাজের জন্য বাইরে যাওয়া - এই বিষয়গুলি মহিলাদের ক্ষেত্রে বেশ সীমিত। আবার এও দেখা যায় অনেক ক্ষেত্রে বিয়ের পরে বা সন্তান হলে মহিলারা আর একেবারেই শিল্পোদ্যোগের সঙ্গে যুক্ত থাকে না। (লিঙ্গ পরামর্শপত্র ২)
- কোন কোন আইসিটি-র কাজকে 'পুরুষের কাজ' হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে যা গ্রাহক ও অংশীদারের সঙ্গে মহিলা শিল্পোদ্যোগীদের সম্পর্কে প্রভাব ফেলতে পারে (লিঙ্গ পরামর্শপত্র ১)

৪. আইসিটি নির্ভরশীল মহিলা শিল্পোদ্যোগের পরিকল্পনা ও পরিচালনা ঃ

৪ ক. কিভাবে বিশ্লেষণ করা যায় ?

পরিচ্ছদ-২ এর প্রথমেই বিভিন্ন ধরণের ক্ষুদ্র ও অতিক্ষুদ্র শিল্পোদ্যোগের কথা বলা হয়েছে যার মধ্যে কোনোটি সরকার পরিচালিত যথা কেরালার কুদুম্বশ্রী, আবার কোনোটি বেসরকারি সম্পূর্ণরূপে বাজার চাহিদা পূরণের জন্য গঠিত। এছাড়াও এন জি ও বা আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থা কিছু কিছু শিল্পোদ্যোগ পরিচালনা করে। স্বাভাবিকভাবেই ভিন্ন ভিন্ন ভাবে পরিচালিত সংস্থার ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ব্যবসায়িক উদ্দেশ্য থাকবে।

এই কারণে সংস্থাটিকে আর্থ-সামাজিক ও ব্যবসার সাফল্য বিশ্লেষণ করতে যথেষ্ট নমনীয় হতে হবে।

আইসিটি কেন্দ্রিক ক্ষুদ্র ও অতি ক্ষুদ্র শিল্পোদ্যোগগুলিকে বিশ্লেষণ করার তিনটি সম্ভাব্য দিক আছে ঃ

- **লিঙ্গভিত্তিক বিশ্লেষণের দিক ঃ** লিঙ্গভিত্তিক বিভিন্ন বিষয় ক্ষুদ্র ও অতি ক্ষুদ্র শিল্পোদ্যোগের কার্যকলাপ, পৃষ্ঠপোষণ ও প্রভাবের দিকগুলি বিচার করে। এছাড়াও এই প্রকার বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে ব্যবসায়ের অন্তর্ভুক্ত বা অন্তর্নিহিত বিভিন্ন লিঙ্গ সম্পর্কের দিকগুলি (যথা লিঙ্গ সমতা, মহিলাদের সাংসারিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভূমিকা) আলোচিত হয়।

- **জীবিকাভিত্তিক বিশ্লেষণের দিক ঃ** জীবিকাভিত্তিক বিষয়গুলি দিয়ে ক্ষুদ্র ও অতিক্ষুদ্র শিল্পোদ্যোগের সহায়তা ও প্রভাব সম্পর্কিত বিভিন্ন দিকগুলি আলোচিত হয়। এছাড়াও এই বিশ্লেষণ দরিদ্র মানুষের ওপর প্রভাব বিস্তারকারী বিভিন্ন সামাজিক সম্পর্ক ও প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে যুক্ত দক্ষতা, সম্পদ (পার্থিব ও অপার্থিব - সামাজিক সম্পদ) ও বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপ (যথা ক্ষুদ্র ও অতি ক্ষুদ্র শিল্পোদ্যোগের কাজ) নানাবিধ উপার্জনের জন্যে প্রয়োজনীয়।

- **শিল্পোদ্যোগ ভিত্তিক বিশ্লেষণের উপায় ঃ** এই প্রকার বিশ্লেষণ শিল্পোদ্যোগের কার্যকলাপ ও পৃষ্ঠপোষকতা এবং ক্ষুদ্র ও অতিক্ষুদ্র শিল্পোদ্যোগের অন্তর্ভুক্ত ব্যবসায়িক বিষয়গুলি নিয়েও বিভিন্ন তথ্য জ্ঞাপন করে। এই বিশ্লেষণ শিল্পোদ্যোগের সাফল্যের মূল কারণ ও ব্যবসায়িক ও আর্থিক ফলাফলের যোগসূত্রের ওপর বিশেষভাবে জোর দেয়।

বিশ্লেষণের জন্য কোনদিকটি বাছাই করা হল সেটি গুরুত্বপূর্ণ নয়, যেটি দরকার সেটি হল শিল্পদ্যোগীকে বোঝা। কারণ তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে শিল্পদ্যোগীর সঙ্গে যোগাযোগ তৈরি হয় ও বিশ্বাসযোগ্যতা গড়ে ওঠে। কিভাবে সংস্থাটি শিল্পদ্যোগীর চাহিদা বিশ্লেষণ করে তার সমীপবর্তী হবে তা সংস্থা ও তার কাজের সম্পর্ককে প্রভাবিত করবে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে ক্ষুদ্র ও অতি ক্ষুদ্র শিল্পোদ্যোগের অন্তর্গত সামাজিক দিকগুলির (যথা পারিবারিক সম্পর্ক, আঞ্চলিক ইত্যাদি) পূর্ণ হিসাব রাখা ও তার প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া অবশ্যই প্রয়োজনীয়।

বিশ্লেষণ করার প্রধাণতঃ দুটি উপায় আছে (চিত্র ৩ দেখুন)

- **টপ ডাউন (উপর থেকে নীচে) বিশ্লেষণ ঃ** এক্ষেত্রে সংস্থা নিজের সংগতি ও দক্ষতা অনুসারে সুযোগ দেয়। উদাহরণ হিসাবে বলা যেতে পারে একটি সংস্থা তার সমস্ত শিল্পদ্যোগীকে একই ধরণের প্রশিক্ষণ দিতে পারে, যা প্রশিক্ষণ প্রার্থীর প্রয়োজন নাও হতে পারে। এই 'One-Size-fits-all' অর্থাৎ কিনা একই জিনিস-সবার-জন্য এই পন্থা শিল্পদ্যোগীকে-এর প্রয়োজন পূরণ না করলেও সংস্থার কর্মীদের প্রয়োজনিয়তা পূর্ণ করে। তবে এটাও ঠিক যে এর দ্বারা খুব স্পষ্টভাবে জানা যায় ঠিক কি ধরণের সুযোগ আছে এবং অনেক ক্ষেত্রে তা যথেষ্ট কার্যকরি।

- **বটম আপ (নীচ থেকে ওপরে) বিশ্লেষণ ঃ** এক্ষেত্রে সংস্থার মহিলা পরিচালিত আইসিটি নির্ভর শিল্পোদ্যোগের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তাদের থেকে তথ্য নিয়ে তা বিশ্লেষণ করে এই পদ্ধতির বিশেষত্ব হল অংশগ্রহণ, অর্থাৎ মহিলা শিল্পদ্যোগীদের জিজ্ঞাসা করা হয় তারা ভবিষ্যতের জন্য কি ধরণের সুযোগ পেতে চায় যা তাদের সামাজিক ও ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গিবে স্পষ্ট করে তুলে ধরে। এই পদ্ধতির ব্যবহার করার ফলে প্রত্যেক উদ্যোগের নিজস্ব চাহিদাগুলি কি তা সফলভাবে বোঝা যাবে। তবে এই পদ্ধতির দূর্বলতাও আছে। অনেক ক্ষেত্রে ব্যবসায়িক চাহিদার দিকটি ঠিকমতো দেখা হয় না, বরং মহিলারা যা সংস্থাকে দিতে পারে (যেমন আর্থিক সহায়তা বা ভর্তুকি) তার ওপরেই জোর দেওয়া হয়।

চিত্র-৩ টপ ডাউন ও বটম আপ পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ ঃ
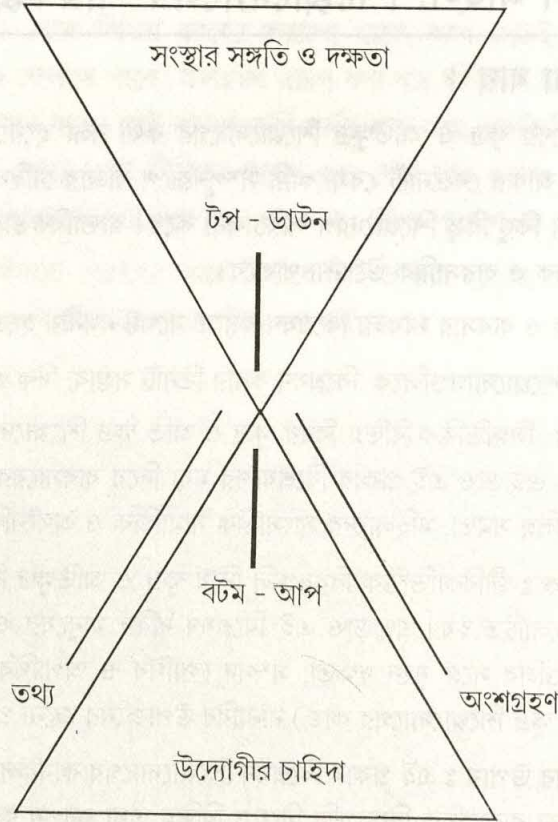
স্বাধীন নিজস্ব ব্যবসার ক্ষেত্রে টপ ডাউন পদ্ধতি প্রযোজ্য হতে পারে কারণ নির্দিষ্ট চাহিদার জন্য নিদিষ্ট সমাধান কার্যকর। আর বটম আপ পদ্ধতি মহিলা পরিচালিত আইসিটি নির্ভর শিল্পোদ্যোগের জন্য উপযুক্ত যা সদস্য বা সামাজিক গোষ্ঠি দ্বারা পরিচালিত। গল্প বলা, আলোচনা, সমীক্ষা, নথিপত্রের বিশ্লেষণ ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে এই পদ্ধতি বিশ্লেষণ করা যায়। এগুলিকে ঘটনার উদাহরণের কাঠামোতেও সাজানো যেতে পারে। তবে এই পদ্ধতি সময় সাপেক্ষ। এই পদ্ধতিতে কাজ করার ক্ষেত্রে একটি দিক বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে যে শিল্পদ্যোগীর অংশগ্রহণের মাধ্যমে যে সময় দিচ্ছে তাকে যেন গুরুত্ব দেওয়া হয়। শিল্পদ্যোগীর অংশগ্রহণ তখন সফলভাবে হবে যখন তার থেকে কোনও উপকার পাবে, যেমন আলোচনার মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্য জানানো, যা তারা তাদের উদ্যোগে কাজে লাগাতে পারে।

৪ খ. কি বিশ্লেষণ করতে হবে ?

নিম্নলিখিত ক্ষেত্রগুলি ভ্যালু চেন, উদ্যোগ, প্রসঙ্গ ও অন্যান্য বিষয় ব্যবহার করে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে -

- একটি মহিলা পরিচালিত নতুন আইসিটি নির্ভর শিল্পোদ্যোগের পরিকল্পনা ও তার মুল্যায়ন প্রণালী।
- একটি প্রতিষ্ঠিত শিল্পোদ্যোগের কার্যাবলীর মূল্যায়ন।

১) ভ্যালু চেন ঃ

যোগান থেকে শুরু করে ক্রেতার কাছে পৌছনো পর্যন্ত যে সমস্ত কাজ হয় সেই পদ্ধতির বর্ণনা করে ভ্যালু চেন।

নীচে মহিলা পরিচালিত ডেটা এন্ট্রি উদ্যোগ টেকনো ওয়ার্ল্ড আই টি সেন্টারের ভ্যালু চেনকে চিহ্নিত করা হল। এটিকে একটি নমুনা বলে ধরা যেতে পারে।

চিত্র ঃ ৪ মহিলা পরিচালিত ডেটা এন্ট্রি উদ্যোগের টেকনো ওয়ার্ল্ড আই টি সেন্টার

তথ্য স্থানান্তর

আভ্যন্তরীণ ভ্যালু চেন

	প্রারম্ভ	পূর্বপরিকল্পনা	প্রধান কাজ	অর্পণ
	চুক্তি	- সফট্ওয়ার ইন্স্টলেশন - পূর্ববর্তী প্রশিক্ষণ	- ডেটা এন্ট্রি - পরবর্তী প্রশিক্ষণ	- মান নিয়ন্ত্রণ - নিয়মিত দৃষ্টি রাখা
যোগান	- বাজারের তথ্য - প্রযুক্তিগত জ্ঞান	- অর্থের যোগান - শ্রমিক - হার্ডওয়্যার/ সফট্ওয়্যার - স্থান - দক্ষতা	- তথ্য - প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা	দূরত্ব ও উচ্চতা সূচক তীর চিহ্ন বেঞ্চ মার্কিং
কর্মী	- কুদুম্বশ্রী - ক্রেতা	- প্রশিক্ষক - কুদুম্বশ্রী - ক্রেতা	- কর্মী	- কর্মী - ক্রেতা

তথ্য স্থানান্তর → মূল ক্রেতা → পরবর্তী পর্যায়ের ক্রেতা/ গৌণ ক্রেতা

বাহ্যিক পরিবেশ
- নিয়ন্ত্রণ
- প্রতিযোগিতা
- চাহিদা
- চুক্তি এবং প্রদেয়
- ঝুঁকি

দুটি কাজের ক্ষেত্রে ভ্যালু চেন রেখাচিত্র অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ -

- একটি মহিলা পরিচালিত আইসিটি নির্ভর শিল্পোদ্যোগের উন্নতির পথ খুঁজে বার করা।
- আর সেই পথগুলিও খুঁজে বার করা যেখানে মহিলা পরিচালিত আইসিটি নির্ভর শিল্পোদ্যোগের ওপর বাহ্যিক পরিবেশের গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রয়েছে।

ভ্যালু চেন আর যে বিষয়টিতে সাহায্য করতে পারে -

- একটি মহিলা পরিচালিত আইসিটি নির্ভর শিল্পোদ্যোগ প্রারম্ভ, পরিকল্পনা, এগিয়ে নিয়ে চলা এবং উৎপাদন বা পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার মত মূল বিষয়গুলি শনাক্ত করার ক্ষেত্রে,
- মূল যোগান বা উৎপাদনের আভ্যন্তরিণ সম্পর্ক নির্ধারণ করতে,
- মূল কাজগুলি পরিচালনা করার জন্য অর্থ ও অন্যান্য সঙ্গতির যোগানকে শনাক্ত করতে (ব্যবসা পরামর্শপত্র ২,৩,৪)
- ভ্যালু চেন বিশ্লেষণ করার জন্য মূল নির্দেশক (গুণগত ও পরিমাণগত) চিহ্নিত করতে,
- প্রধান কর্মকর্তা কারা চিহ্নিত করে তাদের ভূমিকা ও প্রভাব নির্ধারণ করতে,
- এবং ভ্যালু চেনের কার্যকারিতার উন্নতির উপায় শনাক্ত করতে (ব্যবসা পরামর্শপত্র ৫)।

এই রেখাচিত্রটি থেকে জানা যাবে প্রত্যেক ক্ষেত্রে কি কি তথ্য রয়েছে, কি কি তথ্য প্রয়োজন এবং কোথা থেকে তথ্য পাওয়া যেতে পারে। গুণগত ও পরিমাণগত নির্দেশকের আওতায় আসতে পারে উদ্যোগ, কর্মী, লিঙ্গ, আয়, অর্থনৈতিক নয় এমন লাভ, কার্যকারিতা এবং সক্রিয়তা। নির্দেশকগুলির পাশাপাশি সাফল্যের দিকটাও এখান থেকে জানা যাবে।

ভ্যালু চেন ম্যাপিং-এর মাধ্যমে আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক প্রভাবকগুলোর মধ্যে যে পার্থক্য তা বোঝা যাবে। কি ধরণের পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন তা বুঝতে এটা সাহায্য করবে। উদাহরণের মাধ্যমে বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ বিশ্লেষণ করা যেতে পারে -

উদাহরণ ঃ যোগ্যতা চিহ্নিত করতে আভ্যন্তরিণ ভ্যালু চেনের বিশ্লেষণ

টেকনোশ্রী ডিজিটাল টেকনোলজি একটি মহিলা পরিচালিত আইসিটি নির্ভর শিল্পোদ্যোগ। এর আভ্যন্তরিণ ভ্যালু চেন বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। এই উদ্যোগে ১০ জন মহিলা ডেটা এন্ট্রি, কম্পিউটার প্রশিক্ষণ এবং ডেস্ক টপ পাবলিশিং -এর কাজ করে। ঐ উদ্যোগের আয়ের ৮০ শতাংশ আসে সরকারি দপ্তর থেকে। শেষ আর্থিক বছরে এই মহিলা পরিচালিত আইসিটি নির্ভর শিল্পোদ্যোগটি ৯ লক্ষ টাকার (প্রায়) কাজ করেছে এবং লভ্যাংশের পরিমাণ ২৩,৫০০ টাকার মতো।

সারণী.৩. আভ্যন্তরিণ ভ্যালু চেন বিশ্লেষণ - টেকনোশ্রী ডিজিটাল টেকনোলজি

ভ্যালু চেন বিশ্লেষণ ঃ উদ্যোগের আভ্যন্তরিণ কার্যকারিতা			
কার্যকারিতা নির্দেশক	কার্যকারিতা বৃদ্ধির জন্য গৃহীত কৌশল	কার্যকারিতা বৃদ্ধির জন্য বাধা	সাফল্য নির্দেশক
ব্যয় সংকোচন	সরল অথচ কার্যকরি পরিচালন ব্যবস্থা। লক্ষ্য পূরণে পুরস্কারের ব্যবস্থা। অনুপস্থিত থাকার অধিকার ও সময়ানুবর্তিতার ক্ষেত্রে গুরুত্ব।	কর্মীদের অতিরিক্ত চাপের মধ্যে কাজ করতে হয়।	দলগত কাজ/নিষ্ঠা দায়িত্ব পুরস্কার।
সময়ের গুরুত্ব	কঠোর সময়ানুবর্তিতা, নির্দিষ্ট ও সীমিত সময়ের চুক্তিবদ্ধ কাজকে প্রথমে গুরুত্ব দেওয়া।	অতিরিক্ত সময়ের কাজ (ওভার টাইম) ব্যয় বৃদ্ধি করে। কাজের চাপও বেশী হয়।	ঠিক সময়ে কাজ সম্পূর্ণ করা।
নমনীয়তা	দিনরাতের বদলি (শিফ্ট) চালু করা। কর্মীদের পছন্দমত সময় বেছে নেবার সুযোগ দেওয়া। রাতে কর্মীর অভাব।	রাত ও দিনের কর্মীদের দক্ষতার পার্থক্য। রাতে কর্মীর অভাব। কর্মী এবং আংশিক সময়ের কর্মীদের বেতনক্রমে পার্থক্য।	সকলের জন্য সন্তোষজনক ব্যবস্থা।
কার্য ক্ষমতা	২৪ ঘন্টা কাজ করে সম্পূর্ণ ক্ষমতার সদ্ব্যবহার করা।	মানুষ, কার্য পদ্ধতি এবং যন্ত্রপাতির ওপর চাপ সৃষ্টি হয়।	মূলধন/শ্রমিক।
গুণগত মান	উন্নতমানের প্রশিক্ষণের আলাদা ব্যবস্থা করা। ক্রেতাদের সঙ্গে ভালো যোগাযোগ নিয়মিত প্রশিক্ষণ।	ভিন্ন চুক্তির ক্ষেত্রে চাহিদা ভিন্ন। দিন-রাতের কাজের ক্ষেত্রে গুণগত মানের পার্থক্যজনিত সমস্যা। সফটওয়্যার সমস্যা।	কিছু কাজ পুনরায় করার জন্য ফিরে আসে। ক্রেতার নেতিবাচক মনোভাব।

আভ্যন্তরীণ ভ্যালু চেনের বিশ্লেষণ সাহায্য করতে পারে কিভাবে একজন উদ্যোগী তাদের উন্নতি এবং দক্ষতার ক্ষেত্রে সফলতা লাভ করবে তা বোঝাতে (ব্যবসা পরামর্শপত্র ৫)। বাহ্যিক ভ্যালু চেনের বিশ্লেষণ বাজারের দিকটাতেই প্রথমিকভাবে নজর রাখবে। একজন উদ্যোগী তখনই টিঁকে থাকবে যখন নতুন নতুন ক্রেতা তার কাছে আসবে। বাহ্যিক ভ্যালু চেনের বিশ্লেষণ বিক্রয় ও বাজার পদ্ধতিগত যে দুর্বলতা রয়েছে তা ধরে দিতে পারবে (ব্যবসা পরামর্শপত্র ১ এবং ৬)।

ভ্যালু চেন বিশ্লেষণ একজন উদ্যোগীকে ভবিষ্যতের ব্যবসাগত কৌশল নির্ধারণে এবং কি করা দরকার তার পরামর্শ দিতে পারে (ব্যবসা পরামর্শপত্র ৮)। সমাধান সূত্রের মধ্যে প্রযুক্তির উন্নতির ক্ষেত্রে নতুন আইসিটির জন্য বিনিয়োগ, নির্দিষ্ট প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতার উন্নতি, পরিচালন ক্ষমতার উন্নতি, দেখাশোনা করা ইত্যাদি সবই হতে পারে।

সারণী.৪. বাহ্যিক ভ্যালু চেন বিশ্লেষণ - টেকনোশ্রী ডিজিটাল টেকনোলজি

বাহ্যিক ভ্যালু চেনের বিশ্লেষণ ঃ বাহ্যিক সংযোগের কার্যকারিতা			
উপলব্ধি করা	যোগান ও উৎপাদনের সংযোগ চিহ্নিত করা	সংযোগের সঙ্গে যুক্ত বাধা	সাফল্যের নির্দেশ
শ্রমিক/কর্মী	প্রস্তাব প্রথা মাফিক হয় না। পুরনো কর্মীদের মারফত জানানো হয়।	এই উদ্যোগে প্রতিযোগিতা বাড়ায় চাকরির পরিবর্তনও বৃদ্ধি পেয়েছে।	কর্মীদের ধরে রাখার যোগ্যতা।
প্রযুক্তিগত দক্ষতা	প্রশিক্ষণ সংস্থা, পরামর্শ দাতা বা কোনো ব্যক্তির মাধ্যমে।	নেই।	ধারাবাহিক সরকারি সহযোগিতা।
পরিচালনগত দক্ষতা	সরকারি ও নিজস্ব তত্ত্বাবধায়ক দ্বারা।	নেই।	নেতৃত্ব ও প্রতিষ্ঠানের সহায়তা।
আইসিটি	সরকারি ও বেসরকারি ব্যক্তিগত কোম্পানির মাধ্যমে।	নেই।	ধারাবহিক সরকারি সহায়তা।
অর্থ	প্রথাগত ব্যাঙ্ক থেকে ক্রমান্বয়ে ঋণ পাওয়া।	সরকারি কাজের টাকা দেরিতে পাওয়া একটি প্রধান সমস্যা।	কার্যকরি আর্থিক পরিচালন ব্যবস্থা।
তথ্য	সরকারি বিভাগ, স্থানীয় ব্যবসা ও সমাজে পরিচিতির মাধ্যমে।	নেই।	ধারাবাহিক সরকারি সহায়তা।
বাজার	সরকারি চুক্তির পরামর্শ এবং ব্যক্তিগত প্রচার।	প্রভাবশালী ক্রেতাদের ওপর অতিরিক্ত ভরসা, বাজার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া।	ক্রেতাদের সঙ্গে নিয়মিত ধারাবাহিক যোগাযোগ রাখা।
অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক যোগাযোগ	সরকারি বিভিন্ন বিভাগ।	সরকারি নিয়মানুসারে কাজ করা।	সংস্থার বাইরের লোক দিয়ে কাজ করানোর জন্য সরকারি সুবিধা।
অন্যান্য বাহ্যিক বিষয়	মহিলা পরিচালিত আইসিটি নির্ভর শিল্পোদ্যোগগুলির মধ্যে প্রতিযোগিতা।	বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে ক্রমবর্দ্ধমান প্রতিযোগিতা।	মূল্য কম রাখা।

দুই) উদ্যোগের বিশ্লেষণ ঃ

একটি উদ্যোগকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় পাঁচটি বিষয়ে তার সাফল্য ও ব্যর্থতা নির্ভর করে। উদ্যোগী, উদ্যোগের পরিচালন ব্যবস্থা, চাহিদা, যোগান ও ব্যবসার বাহ্যিক পরিবেশ।

এর মাধ্যমে যেমন উদ্যোগের শক্তি ও দুর্বলতাগুলি সহজে শনাক্ত করা যাবে তেমনই উদ্যোগের সঙ্গে যুক্ত ভালো ও খারাপ দিকগুলিও চোখে পড়বে।

আরও যে বিষয়টি এই বিশ্লেষণে সাহায্য করে - তা হল আর্থিক ও অন্যান্য বিষয়ে একটি নতুন বা প্রতিষ্ঠিত মহিলা পরিচালিত আইসিটি নির্ভর উদ্যোগের টিঁকে থাকার সম্ভাবনা।

এই বিশ্লেষণের মাধ্যমে সাফল্য ও ব্যর্থতার মধ্যবর্তী শূন্যস্থানটাও ধরা পড়ে এবং কি ধরণের ব্যবস্থা নিলে তা পূরণ হবে, সে আভ্যন্তরীণ বা অন্যান্য স্থান থেকে সাহায্যও হতে পারে - তা জানা যায়।

চিত্র ঃ ৫ উদ্যোগ বিশ্লেষণের মডেল
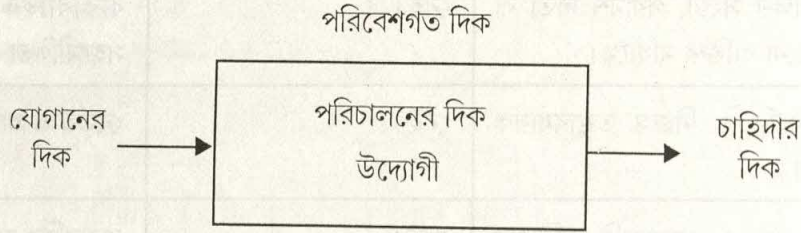
সাফল্য ও ব্যর্থতার নির্দেশক পাঁচটি ক্ষেত্রের বিস্তারিত আলোচনা করা হল -

- **উদ্যোগীর বিশ্লেষণ ঃ** মহিলা উদ্যোগীর পরিচালনের ক্ষেত্রে তীক্ষ্ণতা ও দক্ষতার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। কারণ একটি উদ্যোগ যদি বিফল হয় তাহলে ঐ মহিলা তার দক্ষতাকে ব্যবহার করে অন্য উদ্যোগ শুরু করতে পারেন। একজন উদ্যোগীর সেইসব ব্যক্তিগত দক্ষতার ওপর গুরুত্ব দিতে হয় যা তার ক্রেতার সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তুলতে সাহায্য করে (ব্যবসা পরামর্শপত্র ৬)। একটি সফল মহিলা পরিচালিত আইসিটি নির্ভর শিল্পোদ্যোগ পরিচালনার জন্য ব্যক্তিগত, পরিচালনা গত ও প্রযুক্তিগত দক্ষতার সমতা থাকা প্রয়োজন।
- **পরিচালনার বিশ্লেষণ ঃ** এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ দিকটি হল পরিচালন ব্যবস্থা ও পদ্ধতি। কোন ক্ষেত্রে কোন দুর্বলতা দেখা দিলে তা প্রধানতঃ আর্থিক ব্যবস্থা, ভ্যালু চেন পরিচালনা ও সামগ্রিক কর্ম পরিচালনাকেও ঘিরে হয়ে থাকে।
- **চাহিদার (বাজার) বিশ্লেষণ ঃ** বাজারে চাহিদা ও পরিমাপের ওপর নির্ভর করেই মহিলা পরিচালিত আইসিটি নির্ভর শিল্পোদ্যোগগুলি কাজ করে। অনেক সময়েই দেখা যায় আইটি-র বাজারটি খুব বড় হলেও যে ধরনের কাজটি তারা করছে, তার জন্য ক্রেতা পাওয়া যাচ্ছে না। মহিলা পরিচালিত আইসিটি ভিত্তিক শিল্পোদ্যোগগুলোকে শুধুমাত্র বাজারের চাহিদা বুঝলেই চলবে না, নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট জায়গায়, নির্দিষ্ট জিনিযটি দিতেও হবে - নির্দিষ্ট দামে।
- **যোগানের বিশ্লেষণ ঃ** এক্ষেত্রে পরিকাঠামো, অর্থনৈতিক যোগান বা প্রযুক্তির ওপর গুরুত্ব দিতে হবে।
- **পরিবেশগত বিশ্লেষণ ঃ** পরিবেশগত বিষয় বলতে বোঝায় নীতি, নিয়ম কানুন বা প্রতিযোগিতার প্রভাব - এগুলো কখনো পরোক্ষভাবে আবার কখনো বা সরাসরিও হতে পারে।

সারণী ৫ -এ একটি শিল্পোদ্যোগের বিশ্লেষণ করা হল - ওই উদাহরণের বিশ্লেষণ থেকে একটি নতুন শিল্পোদ্যোগ নেওয়া বা চালু কোনো শিল্পোদ্যোগকে সাহায্য করা কতটা যুক্তিযুক্ত বা আদপে যুক্তিযুক্ত কিনা সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে।

সারণী.৫. টেকনোশ্রী ডিজিটাল টেকনোলজি - শিল্পোদ্যোগের বিশ্লেষণ

	শিল্পোদ্যোগের ইতিবাচক ✔ দিক এবং শিল্পোদ্যোগের নেতিবাচক ✕ দিক
শিল্পোদ্যোগীর বিশ্লেষণ	✔ মহিলাদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক ক্ষেত্রে দক্ষতা বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। ফলে ইচ্ছা ও আস্থা বৃদ্ধি পায়। উচ্চমাধ্যমিক পাশ, এই সকল মহিলারা প্রশিক্ষণ ও কাজের মাধ্যমে নিজেদের উন্নতি করেছে। তাই সমাজে বিশেষ সম্মান পেয়ে থাকেন। ✕ অতিরিক্ত কাজের চাপে সাংসারিক কাজে সমস্যা হয়ে থাকে - আর থাকে পাড়া প্রতিবেশীদের নেতিবাচক মনোভাব।
পরিচালন ব্যবস্থার বিশ্লেষণ	✔ শিল্পোদ্যোগটি বাজারে নিজেদের দাম বাড়ানো ও জায়গা দখলে বেশী গুরুত্ব দেয়। পাশাপাশি গুণগত মান, দক্ষতা বৃদ্ধি ও প্রযুক্তি র উন্নতির দিকেও নজর রাখে। ✕ শতকরা ৮০ শতাংশ কাজই সরাসরি চুক্তির মাধ্যমে আসে।
চাহিদার বিশ্লেষণ	✔ চাহিদা অনুসারে প্রশিক্ষণ ও কম্পিউটার এ্যাসেমব্লিং-এ নিজেদের উন্নত করা। শহরের মধ্যে ইউনিটের অবস্থান। কুদুম্বশ্রী ও সরকারি বিভিন্ন বিভাগের সঙ্গে সুসম্পর্ক। ✕ সরকারি চাহিদার ওপর ব্যবসা বৃদ্ধি নির্ভর করে।
যোগানের বিশ্লেষণ	✔ পুরনো কর্মচারীদের মাধ্যমে মৌখিক প্রচার। স্থানীয় কোম্পানি, পরামর্শদাতা ও ব্যক্তিদের সঙ্গে ভালো ব্যবসায়িক সম্পর্ক। প্রথাগত প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা। কুদুম্বশ্রী ও আভ্যন্তরীণ কর্মীদের থেকে পরামর্শ পাওয়া। শিল্পোদ্যোগ নেওয়ার সময় সরকারি ভর্তুকি ও ব্যাঙ্ক ঋণ প্রাপ্তি। ✕ সরকারি সহায়তা ও ভর্তুকি (সরকারি স্থান থেকে সংস্থার দপ্তর) তুলে নিলে।
পরিবেশের বিশ্লেষণ	✔ আর্থিক বিষয়ে স্বচ্ছতা বজায় রাখতে (বাই পার্টিশান) তত্ত্বাবধান ব্যবস্থা। ✕ সরকারি উৎপাদন নীতির পরিবর্তন কাজের পরিমাণ কমিয়ে দিতে পারে - সেটা রাজনৈতিক বা বাজারের পরিবর্তনও হতে পারে।

তিন) প্রসঙ্গের বিশ্লেষণ

ব্যবসায়িক উদ্যোগের বিশ্লেষণ করা হয় উদ্যোগের স্থিতিশীলতা কতটা তা নির্ধারণ করার জন্য। উদ্যোগের সামাজিক, প্রাতিষ্ঠানিক ও রাজনৈতিক পরিবেশেরও বিশ্লেষণ প্রয়োজন - এর মধ্যে পড়ে শাসন-প্রণালী, শিক্ষণ ও সমাজে নারীর স্থান। নীচে প্রসঙ্গ ও পরিবেশের বিশ্লেষণ করার তিনটি ক্ষেত্র দেওয়া হল ঃ

- অংশীদারির বিশ্লেষণ
- জীবিকার বিশ্লেষণ
- লিঙ্গগত বিশ্লেষণ

অংশীদারদের বিশ্লেষণ

এই ক্ষেত্রে কোনও ব্যক্তি, গোষ্ঠি বা প্রতিষ্ঠাকে অংশীদার বলা হয় যার মহিলা পরিচালিত আইসিটি নির্ভর শিল্পোদ্যোগের পরিচালন পদ্ধতির ওপর কোনও না কোনও ভাবে প্রভাব থাকে। অংশীদারদের দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে -

মুখ্য অংশীদার ঃ যাদের ওপর সরাসরি প্রভাব পড়ে।

গৌণ অংশীদার ঃ যাদের সরাসরি প্রভাব না থাকলেও কোনও না কোনও স্বার্থ থাকে।

কিছু অংশীদার অন্যদের তুলনায় বেশী গুরুত্ব পান। প্রধান অংশীদার তারা যারা ক্ষুদ্র-উদ্যোগটির পরিচালনার ক্ষেত্রে সর্বাধিক প্রভাব বিস্তার করে। অংশীদারের প্রভাব ভাল বা খারাপ হতে পারে। সিদ্ধান্তগ্রহণ ও কাজের মধ্যে অংশীদারদের অংশগ্রহণ ভাল প্রভাবের জন্য প্রয়োজন।

চিত্র ঃ ৬ মহিলা পরিচালিত আইসিটি নির্ভর শিল্পোদ্যোগের অংশীদারদের চিহ্নিতকরণ

(কুদুমুশ্রী প্রকল্পের মুখ্য ও প্রধান অংশীদারদের মধ্যে সম্পর্ককে গাঢ় অক্ষরে দেখান হয়েছে)
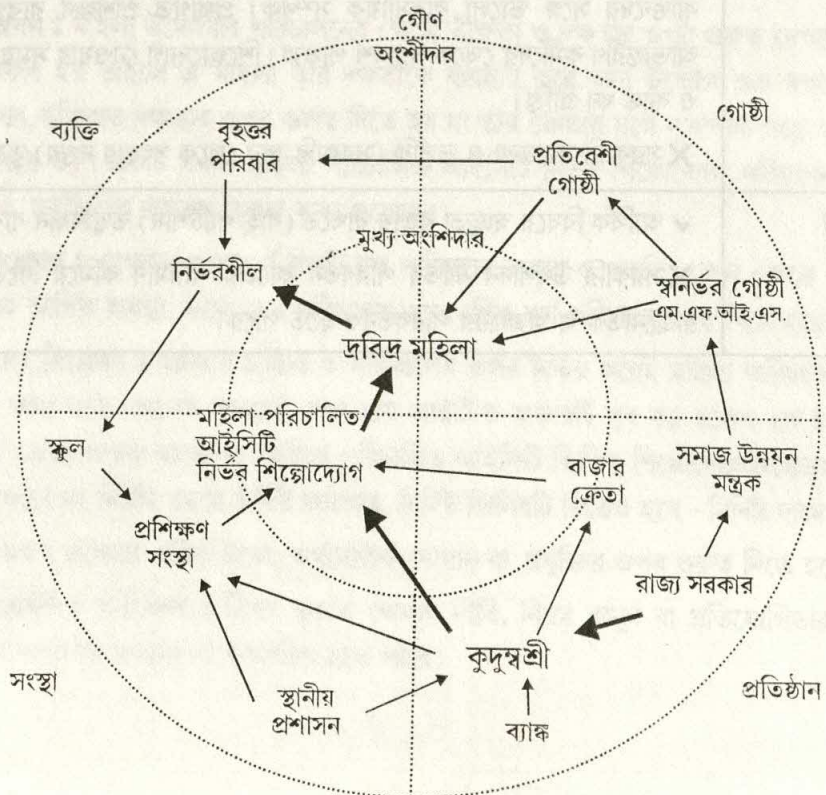
অংশিদারদের বিশ্লেষণ করতে যে বিষয়গুলি জানতে হবে ঃ

- মুখ্য, গৌণ ও প্রধান অংশিদারদের শনাক্তকরণ চিত্র ঃ ৬ -তে দেখানো হয়েছে কিভাবে এদেরকে ব্যক্তি, গোষ্ঠি, সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানে ভাগ করা হয়েছে।
- উদ্যোগের বিভিন্ন কাজের ক্ষেত্রে এদের প্রভাব কি মাত্রায় ও কিরূপে পড়েছে তা বিচার করা।
- বিভিন্ন অংশিদারদের সম্পর্ককে বোঝা যাতে সহযোগিতা এবং দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রগুলিকেও নির্দিষ্ঠ করা যায়।
- অংশিদারদের অংশগ্রহণের মাত্রা নির্ধারণ করা (বিশেষ করে মুখ্য অংশিদারদের)

অংশিদারিত্বের বিশ্লেষণের প্রধান ব্যবহার্য হল ঃ

- মহিলা পরিচালিত আইসিটি নির্ভর শিল্পোদ্যোগের পরিচালনার ক্ষেত্রে কারা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তা সহজে বুঝে নেওয়া।
- সেই সব দ্বন্দ্বের কারণগুলোকে খুঁজে নেওয়া যা উদ্যোগে সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে।
- উদ্যোগের অন্যান্য ঝুঁকির দিকগুলি শনাক্ত করা।
- যে সম্পর্কগুলিকে আরও মজবুত করা দরকার তা খুঁজে বার করা।

জীবিকার বিশ্লেষণ

জীবিকার বিশ্লেষণ করার ক্ষেত্রে প্রথমেই মনে রাখতে হবে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে মহিলা পরিচালিত আইসিটি নির্ভর শিল্পোদ্যোগকে শুধুমাত্র ব্যবসার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখলে হবে না। মহিলারা বিশেষ করে দরিদ্র পরিবারের মহিলাদের নানা আর্থিক, সামাজিক অনিশ্চয়তা থাকে যেগুলিকে ভালোভাবে বুঝে নিতে হবে।

মহিলা পরিচালিত আইসিটি নির্ভর শিল্পোদ্যোগের জীবিকার বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলি গুরুত্ব পাবে সেগুলি হল ঃ

- *প্রাসঙ্গিক সমস্যা ঃ* মহিলা পরিচালিত আইসিটি নির্ভর শিল্পোদ্যোগের কতগুলি নিয়ে উদ্যোগ গ্রহণ ও দক্ষতার অভাব, চাহিদার ওঠা-নামা, প্রযুক্তি ও কর্মীদের জন্য আর্থিক ব্যয়বৃদ্ধি। আর আর্থিক সমস্যাও হয়ে থাকে যখন ক্রেতা ঠিক সময় টাকা মেটায় না, বাজারে প্রতিযোগিতা বাড়ে বা কোনও প্রকার দুর্নীতি হয়।
- *সম্পদ ঃ* বিভিন্ন সম্পদ ব্যবহার করে আইসিটি নির্ভর শিল্পোদ্যোগ - তার সমস্যাগুলি সমাধান করতে পারে। সম্পদ বিভিন্ন ধরণের যেমন, আর্থিক (অনুদান ও ঋণ পাওয়ার ক্ষমর্তা), সামাজিক - সাংস্কৃতিক(আশে পাশের লোকের সঙ্গে যোগাযোগ), রাজনৈতিক (আঞ্চলিক পরিচালন ব্যবস্থা ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন বিভাগের সঙ্গে যোগাযোগ ও প্রভাব), পদার্থগত (স্থান, কম্পিউটার হার্ডওয়ার, সফটওয়ার, নেটওয়ার্ক ইত্যাদি), মানব সম্পদ (দক্ষ ও প্রশিক্ষিত কর্মী) এবং প্রাকৃতিক (অফিস করার জন্য জমি)।
- *পরিকাঠামো ও প্রক্রিয়া ঃ* পরিকাঠামো ও প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই সম্পদের ব্যবহার পরিবর্তিত হয়। এর মধ্যে পড়ে 'সামাজিক সম্পর্ক' (উদা ঃ লিঙ্গ, জাত), 'প্রতিষ্ঠান' (উদা ঃ এজেন্সি, স্থানীয় প্রশাসন, চুক্তি, নীতি ইত্যাদি) এবং 'সংস্থা' (প্রশিক্ষক, মহিলা গোষ্ঠী)।
- *জীবিকা নির্বাহের কৌশল ঃ* দরিদ্র মানুষের জীবিকা নির্বাহের জন্য নতুন নতুন কৌশল খুঁজে বার করতে হয় যেমন, মহিলাদের নিয়ে সমবায় গড়ে তুলে শিল্পোদ্যোগ গড়ে তোলার চেষ্টা। অংশীদারিত্বের বিশ্লেষণের সময় বলাই হয়েছে এই উদ্যোগকে সফল হতে হলে এমন এক কৌশল গ্রহণ করতে হবে যা পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক। যার মধ্যে আইসিটি পরিষেবার প্রধান ক্রেতা, স্বনির্ভর গোষ্ঠি, প্রশিক্ষক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, প্রযুক্তি ও পরিকাঠামো - সবই অন্তর্ভূক্ত।
- *ফলাফল ঃ* মহিলা পরিচালিত আইসিটি নির্ভর শিল্পোদ্যোগে একটি হল আয় বৃদ্ধি। যেমন সঞ্চয়, সম্পত্তি বৃদ্ধি, প্রযুক্তির ব্যবহার যা সকলের চোখে পড়ে। আর অন্যটা হল আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি, সমাজে উচ্চস্থান লাভ, ক্ষমতায়ন - যা অনুভব করা যায়।

চিত্র ঃ ৭ জীবিকা নির্বাহের পরিকাঠামোর বিশ্লেষণ

জীবিকা নির্বাহ বিশ্লেষণের প্রধান উদ্দেশ্য হল -

- মহিলাদের জীবনের বাস্তবিক পরিস্থিতি এবং আইসিটি নির্ভর শিল্পোদ্যোগে তার জীবনে কি প্রভাব ফেলতে পারে বোঝা।
- মহিলারা কিভাবে নানা বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও সাফল্য লাভ করতে পারে এবং কিভাবে এই শিল্পোদ্যোগ তাদের ভূমিকাকে প্রভাবিত করে।
- কিভাবে এই ধরণের শিল্পোদ্যোগকে সহায়তা করা যেতে পারে।

লিঙ্গগত বিশ্লেষণ

লিঙ্গ বিশ্লেষণের প্রশ্ন তখনই আসে যখন শিল্পোদ্যোগটি মহিলা পরিচালিত হয়। লিঙ্গ শব্দের ব্যবহার পুরুষ ও মহিলার ক্ষেত্রে হলেও, পুরুষশাসিত সমাজে মহিলাদের স্থানকে বিশ্লেষণ করার জন্যই ব্যবহৃত হয়েছে। আইটি ক্ষেত্রে দেখা যায় পুরুষরাই প্রধানতঃ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত, পেশাদারি কাজ করেন আর মহিলারা করেন করণিকের কাজ।

এছাড়াও পুরুষ ও মহিলাদের আইসিটি ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিরাট ফারাক দেখা যায়। বহু দেশেই তথ্য ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত সুবিধা কম পায় মহিলারা তাই সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে বাধার সৃষ্টি করে। জীবিকার বিশ্লেষণের মতো লিঙ্গ বিশ্লেষণও কতকগুলি ফলাফলের উপর যুক্ত, যেমন মহিলাদের আয়, সমাজে স্থান ইত্যাদি.আবার লিঙ্গ বিশ্লেষণের মাধ্যমে নারী-পুরুষের সামাজিক স্থান পরিবর্তনের নির্দেশও পাওয়া যেতে পারে।

চিত্র ঃ ৮ আইসিটি নির্ভর শিল্পোদ্যোগের লিঙ্গগত বিশ্লেষণের প্রধান পর্যায়

আইসিটি নির্ভর শিল্পোদ্যোগ কি ধরণের সুযোগ সুবিধা দিতে পারে তা পরিচ্ছদ ২ এর উদাহরণ ও পরিচ্ছদ ৩ থেকে জানা গেছে। আর এই লিঙ্গগত বিশ্লেষণের মাধ্যমে সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আইসিটি-র শিল্পোদ্যোগী মহিলারা দৃঢ়তা লাভ করেছে, হয়েছে আত্মবিশ্বাসী। এমনকি সমাজের প্রান্তিক গোষ্ঠি থেকেও তাদের উন্নয়ন ঘটেছে।

চার) অন্য বিশ্লেষক ঃ

এই ধরণের মহিলা পরিচালিত শিল্পোদ্যোগের বিশ্লেষক হিসাবে আরও দুটি ক্ষেত্রকে নেওয়া যেতে পারে -

SWOT বিশ্লেষণ ঃ

এই বিশ্লেষণ থেকে সামগ্রিক ভাবে মহিলা পরিচালিত আইসিটি নির্ভর শিল্পোদ্যোগের সক্ষমতা-দুর্বলতা যেমন দেখতে পাওয়া যাবে তেমনি বাজারে সুযোগ সুবিধা বা ভয়ের জায়গাটাও স্পষ্ট হবে।

- S - Strength - শক্তি বলতে বোঝায় এই শিল্পোদ্যোগের দৃঢ়তা এবং সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে ওঠার ক্ষমতা।
- W - Weakness - দুর্বলতা হল সেটাই যেখানে সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে ওঠা যায়নি।
- O - Opportunities - সুযোগ সেটাই যেখানে ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা বা তার পরিবেশ থাকে।
- T - Threat - ভয় হল একটি বাহ্যিক বিষয়, যা শিল্পোদ্যোগের ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিকগুলো খুব সহজেই বিশ্লেষণ করতে পারে।

ছক. ৬ ঃ টেকনোশ্রী ডিজিটাল টেকনোলজির SWOT বিশ্লেষণ

শক্তি	দুর্বলতা
- দলগত কাজ ও দায়িত্ব বোধ। - সরকার এবং উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের স্বীকৃতি। - ইউনিটটির উপযুক্ত জায়গায় অবস্থান। - শিক্ষা, সাক্ষরতা, নারীর ক্ষমতায়ন প্রভৃতি বিষয়ে সহায়তাকারি নীতি। - কুদুম্বশ্রীর জন্য সংরক্ষিত বাজার। - সরকারি বিভিন্ন বিভাগের সঙ্গে প্রতিনিয়ত যোগাযোগ। - স্থানীয় আইটি সেক্টর থেকে স্বল্পমূল্যের প্রযুক্তি সহায়তা।	- অস্থায়ী অফিস। - নিষ্ক্রিয় সদস্যদের নিয়ে সমস্যা। - সদস্যদের চেয়ে বহিরাগত কর্মীদের কাজের গতি বেশী হওয়ায় তাদের বেশি আয়।
সুযোগ	**ভয়**
- সরকারি তথ্যকে কম্পিউটারে নথিভুক্ত করার নীতি নেওয়া। - পক্ষপাতমূলক খরিদ্দারি চুক্তি ও কুদুম্বশ্রী একমাত্র জোগানদার হিসেবে নিযুক্তিকরণ। - আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে আঞ্চলিক ক্ষেত্রে ই-গভর্মেন্টের দিকে পদক্ষেপ করা। - কমসংখ্যক প্রতিযোগী সংস্থা। - নতুন ক্ষেত্র যেমন হার্ডওয়্যার, প্রোগ্রামিং ইত্যাদিতে কি ধরণের সুযোগ আছে দেখা। - পরিকাঠামো ও জায়গার পরিমাণ বৃদ্ধির সুযোগ। - আঞ্চলিক আইসিটি পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য সরকারি সহায়তা।	- অনুপস্থিত সদস্যদের থেকে ভয়। - সরকারি সহায়তা বন্ধ হওয়ার সম্ভাবনা ও দীর্ঘকালীন ব্যবসায়িক কৌশলের অভাব। - অন্যান্য সরকারি আনুকূল্য প্রাপ্তইউনিটের সঙ্গে প্রতিযোগিতা। - ধারাবাহিকভাবে আসা সামাজিক বাধা।

SWOT হলো কোনো নতুন বা চালু শিল্পোদ্যোগকে বিশ্লেষণ করবার সহজ উপায়। যেখানে দুর্বলতা ও ভয়ের পাল্লা সক্ষমতা ও সুযোগের থেকে বেশী সেখানে প্রশ্ন উঠতেই পারে ওই ধরণের নতুন শিল্পোদ্যোগকে সহায়তা করা হবে কিনা।

এই বিশ্লেষণের মাধ্যমে আরো অনেক ক্ষেত্রেই কি ধরণের পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে তাও নির্ণয় করা যায়। শিল্পোদ্যোগে ভবিষ্যত-কৌশল নির্ধারণের ক্ষেত্রে সক্ষমতাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয় (ব্যবসা পরামর্শ পত্র ৮)। শিল্পোদ্যোগের দুর্বলতা কিভাবে দূর করা যায় তা যেমন নির্ধারণ করতে হবে তেমনি নতুন কি ধরণের কাজের সুযোগ আছে সে বিষয়ও গবেষণা করতে হবে। আর ভয়ের কারণগুলোকে গুরুত্বের ভিত্তিতে বিচার করে সেগুলোর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে।

টিঁকে থাকার সামর্থ্য বিশ্লেষণ ঃ

মহিলা পরিচালিত শিল্পোদ্যোগকে টিঁকে থাকার সামর্থ্যের দিক থেকে চারটি বিভাগে ভাগ করা যেতে পারে।

- *অর্থ ঃ* অর্থের যোগান স্থিতিশীল রাখার জন্যে দরকার যথেষ্ট মূলধন (যেমন যন্ত্রপাতি কেনা ও উন্নতিকরণের জন্য ঋণ), পুনরাবৃত মূলধন (যেমন বিল, সাধারণ খরচ, মাইনে ইত্যাদি)। কাজের সুবিধার জন্য স্বল্পকালীন ঋণ। এটা অবশ্যই প্রয়োজন যে শিল্পোদ্যোগটি যথেষ্ট পরিমাণ লাভ করে যাতে তাদের সমস্ত খরচ উঠে আসে এবং আগামীদিনে পুনরায় ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করতে পারে। (ব্যবসা পরামর্শপত্র ৭ এবং লিঙ্গ পরামর্শপত্র ৩)
- *কর্মী ঃ* ঠিকসময় উপযুক্ত মানের কাজ ক্রেতার হাতে তুলে দেওয়ার ক্ষেত্রে শিল্পোদ্যোগে প্রধান ভূমিকা পালন করে শিল্পোদ্যোগের কর্মীরা। তাই কর্মীদের দক্ষতা ও পরিচালন ক্ষমতা টিঁকিয়ে রাখা যেমন দরকার তেমনি খুবই প্রয়োজন কর্মীদের প্রেরণা দেওয়া, ভাল কাজের জন্য পুরস্কার দেওয়া ও সন্তোষজনক কাজের পরিবেশ বজায় রাখা। (ব্যবসায়িক পরামর্শপত্র ২)
- *প্রযুক্তি ঃ* আইসিটি ক্ষেত্রটিতে প্রযুক্তি প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল। সেইজন্য যেমন প্রযুক্তিগত উন্নয়নের প্রয়োজন তেমনই ওই প্রযুক্তি সংক্রান্ত প্রশিক্ষণও প্রয়োজন যাতে ক্রেতার পরিবর্তিত চাহিদা পূরণ করা যায়। অর্থাৎ নিয়মিত কর্মী প্রশিক্ষণের জন্য অর্থের যোগান ও নতুন প্রযুক্তির বিষয়ে সচেতনতা একটি জরুরি দিক প্রযুক্তিগত উন্নয়নের ক্ষেত্রে। (ব্যবসায়িক পরামর্শপত্র ৪)
- *বাজার ঃ* একজন বড় ক্রেতার ওপর শিল্পোদ্যোগ নির্ভরশীল হয়ে পড়লেও সেখানে কাজের নিশ্চয়তা পাওয়া যায় - এটি বাজারে টিঁকে থাকার একটি দিক। এর অন্য এবং ভালো ব্যবসায়িক কৌশলগত দিক হলো একাধিক ক্রেতার সঙ্গে কাজ করা যাদের চাহিদাও বিভিন্ন। তবে এর জন্য দরকার শিল্পোদ্যোগগুলির বিভিন্ন ধরণের পরিষেবা দেওয়ার ক্ষমতা যা ছোট উদ্যোগের পক্ষে কিছুটা কঠিন। (ব্যবসায়িক পরামর্শপত্র ১ ও ৬)

আর্থিক সহায়তাই হল ব্যবসায়িক সাফল্যের চাবিকাঠি। তাই বাজারে টিঁকে থাকার জন্যে দরকার কর্মদক্ষতা, নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার এবং নতুন নতুন ক্রেতা বা বাজার খুঁজে বের করা।

৪.গ. আইসিটি ভিত্তিক শিল্পোদ্যোগ সংক্রান্ত ব্যবসার উপযুক্ত পদ্ধতি

নিচে দেখানো পরামর্শ পত্রে উদ্যোগমূলক কার্যকলাপের বিভিন্ন ক্ষেত্রে উপযুক্ত পদ্ধতি সম্পর্কে পথনির্দেশ।

ব্যবসায়িক পরামর্শপত্র - ১ ঃ গ্রাহক অনুসন্ধান

মহিলাদের আইসিটি ভিত্তিক উদ্যোগে অনেক সময়ে নতুন গ্রাহক খুঁজে পেতে অসুবিধে বোধ করে। এর কারণ তাদের ক্ষুদ্র আয়তন ও বৃহত্তর বাজারে যোগাযোগের অভাব। এই ধরণের উদ্যোগের সম্ভাব্য ক্রেতাদের পাঁচটি প্রধান পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করা যায় ঃ

- সরকারি সংস্থা ও অন্যান্য বৃহৎ সরকারি ক্ষেত্রে সংগঠনের কাছ থেকে ঠিকা চুক্তি।
- বৃহৎ বেসরকারি সংগঠনের কাছ থেকে উপ-ঠিকা চুক্তি।
- এনজিওদের কাছ থেকে দাতা কেন্দ্রিক সমর্থন ও সহায়তার মাধ্যমে শনাক্ত করা বাজার ও ক্রেতা।
- স্থানীয়ভাবে অন্যান্য ছোটখাটো উদ্যোগ অথবা সংগঠন থেকে ব্যবসা ।
- ব্যক্তিবিশেষ ক্রেতা।

ক্রেতা অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ আবশ্যকতা হল মহিলাদের আইসিটি - ভিত্তিক উদ্যোগ যেসব বিশেষ উৎপাদন ও পরিষেবার ক্ষেত্রে বিশেষ উৎপাদন দিচ্ছেন সেইসব উৎপাদনের জন্য সর্বাধিক প্রাসঙ্গিক বাজার নেটওয়ার্কে প্রবেশ করা। এই কাজের মধ্যে আছে সরকারি সংস্থাতে প্রধান অফিসারদের সঙ্গে যোগাযোগ করা ও সম্পর্ক গড়ে তোলা। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানদের সঠিকরূপে বোঝানো যে ক্ষুদ্রায়তন আইসিটি পরিষেবা সরবরাহকারীদের নিয়ে কাজ করলে খরচ বাঁচানো যায় ও দক্ষতার বৃদ্ধি ঘটানো যায়। অথবা ওয়েব-এর মাধ্যমে (পরিচ্ছদ ৬) দাতা/এনজিও সমর্থন অনুসন্ধান করা। এটাও উপলব্ধি করা প্রয়োজন যে আইসিটি ক্ষেত্র একটি বিকাশকেন্দ্রিক ক্ষেত্র এবং এর ফলে কাজকর্ম বিস্তারের যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য সুযোগ সুবিধা দেবে কারণ অধিকাংশ দেশেই আইসিটি পরিষেবার চাহিদা সরবরাহের থেকে অনেক কম। তাই স্থানীয় ব্যবসায়িক সম্প্রদায়ের সঙ্গে উত্তম ও কার্যকর সংযোগ রেখে স্থানীয় অঞ্চলে খ্যাতি তৈরি করা অত্যন্ত জরুরি।

ক্রেতা অনুসন্ধানের জন্য, মহিলাদের আইসিটি ভিত্তিক উদ্যোগের উচিত আইসিটি ভিত্তিক সামগ্রী ও পরিষেবার জন্য তাদের স্থানীয় এলাকার বিকাশকেন্দ্রিক ক্ষেত্র শনাক্ত করা বাজার সংক্রান্ত সুযোগ চিনে নেওয়া। এর পরে তাদের সম্ভাব্য ক্রেতা ও ক্রেতা গোষ্ঠির সঙ্গে প্রাথমিকভাবে সংযোগ তৈরি করা।

বাজারে প্রবেশ করার জন্য তিন প্রস্থ দক্ষতার প্রয়োজন।

- **নির্দিষ্ট দক্ষতা ঃ** বাজার সংক্রান্ত সুযোগ-এ সাড়া দেওয়া (অর্থাৎ বৃহৎ সংগঠন থেকে টেন্ডারের জন্য প্রস্তাবে সাড়া দেওয়া)।
- **ব্যবসায়িক দক্ষতা ঃ** ক্রেতার প্রয়োজন ও আবশ্যকতা অনুসারে কার্যকরভাবে উদ্যোগমূলক সামগ্রী মানানসই করে তোলা।
- **ব্যক্তিগত ও সামাজিক দক্ষতা ঃ** সম্ভাব্য ক্রেতাদের সঙ্গে কার্যকরভাবে মত বিনিময় করা (অর্থাৎ আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলা, কার্যকর যোগাযোগ ও দক্ষতা সংক্রান্ত আলাপ আলোচনা)।

সংস্থা যেভাবে সহায়তা করতে পারে

- সুবিধার ওপর জোর দিয়ে (অর্থাৎ আরও দক্ষতা, কম খরচ, সময়ের মধ্যে ডেলিভারি, সুবিধাজনক স্থান, ছোট অর্ডার আরও ত্বরান্বিত করা) স্থানীয় মহিলা উদ্যোগকে তাঁদের আইসিটি আবশ্যকতা প্রদানের মূল্য বৃহৎ সংগঠনকে বিক্রি করা।
- বৃহৎ কোম্পানির কাছ থেকে উপঠিকাচুক্তি সুযোগ সুবিধা অথবা সরকারি দপ্তরের মাধ্যমে ঠিকা চুক্তি সংগ্রহ সম্পর্কে মহিলা উদ্যেগীদের তথ্য প্রদান।
- ক্ষুদ্র ও অতিক্ষুদ্র শিল্পোদ্যোগের কাজকর্ম সমর্থনের জন্য আন্তর্জাতিক দাতা সংগঠনের সঙ্গে সংযোগ বৃদ্ধি ঘটানো, যাতে আইসিটি ভিত্তিক পরিষেবার জন্য আন্তর্জাতিক বাজারে সংযোগ ঘটাতে পারে।
- সরকারি ঠিকা পাওয়ার জন্য সংগঠনগত সহায়তা ব্যবসায়িক সংগঠনের সমর্থন অথবা যৌথ ডাকের মাধ্যমে একত্রিত হয়ে কাজকর্মের সুবিধা বাড়ানো।
- ডেটাবেস ব্যবহারক্রমে অথবা ওয়েব ভিত্তিক যোগাযোগের মাধ্যমে সম্ভাব্য পরিষেবা প্রদানকারী ও ক্রেতাগোষ্ঠির মধ্যে সংযোগ সম্পর্কিত উৎসাহ প্রদান।
- বৃহৎ সংগঠনও ছোট সংগঠনের একসঙ্গে কাজ করার জন্য প্রশিক্ষণ শিবির বা ফোরাম তৈরি করা (ব্যবসায়িক সহযোগিতা বা পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে)।
- নতুন ব্যবসা সূচনার সহায়তা - ঠিকাচুক্তির ব্যবস্থা করা, প্রযুক্তি, দক্ষতা, জ্ঞান, আর্থিক সহায়তা, প্রশিক্ষণ, স্থানীয় নেটওয়ার্কিং ইত্যাদির সংস্পর্শে আসা। এই সব কাজকর্ম মাহিনা-ভিত্তিক এবং সংস্থার আর্থিক সংগতির ক্ষেত্রে সাহায্য করবে।
- আইসিটি সামগ্রী/পরিষেবা র ক্ষেত্রে স্থানীয়ভাবে ব্যবসায়িক নেটওয়ার্ক ও ব্যবসায়িক বিকাশের সুবিধা গড়ে তোলা।

ব্যবসায়িক পরামর্শপত্র ২ ঃ কর্মীদের কাজে ধরে রাখা

যে কোনো ব্যবসার ক্ষেত্রে অতিরিক্ত কর্মী বদল ক্ষতিকারক, বিশেষরূপে মহিলাদের আইসিটি-ভিত্তিক উদ্যোগের ক্ষেত্রে তা একেবারেই সত্যি। এখানে প্রধান কর্মীদের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার প্রায় বিকল্প নেই-ই বলা চলে। অনেক কর্মী নিজেরাই নানা কারণে কাজ ছেড়ে চলে যায়। অনেক সময়ে অনিবার্য কারণবশতঃ যেমন নিজেদের ভবিষ্যৎ আরও উজ্জ্বল করে তোলার জন্য, সন্তানের মা হওয়ার উদ্দেশ্যে ইত্যাদি। কিন্তু অনেকেই ছেড়ে যায় কাজ সম্পর্কে সন্তুষ্ট না হওয়ার জন্য অথবা তাঁদের সঙ্গে অন্যায় ব্যবহারের জন্য।

কর্মীদের কাজে ধরে রাখতে পারলে উদ্যোগের কাজকর্মে একটি ভালো প্রভাবের সৃষ্টি হবে। এতে কাজকর্মে আসবে ধারাবাহিকতা ও স্থায়িত্ব এবং উদ্যোগের পরিচালক বা কর্মীদের মধ্যে আসবে একটি অন্তরের টান। এর ফলে ভালো কাজ করে তাঁরা গর্ব অনুভব করবে। অবশ্য আইসিটি ভিত্তিক ক্ষুদ্র ও অতিক্ষুদ্র শিল্পোদ্যোগের জন্য কাজকর্মের ক্ষেত্রে হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটতে পারে। এই কারণে মালিকরা/পরিচালকরা কর্মী রাখা বা ছাড়ানো সম্পর্কে আর একটু নমনীয় দৃষ্টিভঙ্গি নিতে পারেন।

ক্লায়েন্ট উদ্যোগদের যা করতে হবে ঃ

- পরিবর্তনশীল বাজার-চাহিদার সঙ্গে মানানসই ভাবে কার্যকররূপে কর্মী সংক্রান্ত পরিকল্পনা গ্রহণ।
- চাহিদার হ্রাস-বৃদ্ধিতে সাড়া দেওয়ার উদ্দেশ্যে বিশেষ ধরণের কাজের জন্য প্রাপ্তব্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা সম্পর্কে সুনিশ্চিত করা।
- এমন সাংগঠনিক সংস্কৃতি গড়ে তোলা যা হবে লক্ষ্য কেন্দ্রিক ও কর্মীদের জন্য থাকবে যথেষ্ট আর্থিক পুরস্কার বা ইনসেনটিভ।
- আর্থিক বাদে অন্যান্য পুরষ্কার উপলব্ধি করা ও তার ব্যবহার যেমন সামর্থ্য ও দক্ষতার চূড়ান্ত সদ্ব্যবহার, নিরবিচ্ছিন্ন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা, কার্যকর ভাবে গোষ্ঠি বা দলগত কাজকর্মের ব্যবস্থা ও কাজ/জীবনের ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য নমনীয় কাজ সংক্রান্ত ব্যবস্থা।
- কর্মী ছাঁটাই/ চাকরিতে ছেদ ঘটানোর জন্য যথোপোযুক্ত ঠিকাচুক্তি/চাকরির শর্ত তৈরি করা।

সংস্থা যেভাবে সহায়তা করতে পারে ঃ

- কর্মীদের কাছ থেকে পরামর্শ নেওয়া, তারা কাজকর্মে সন্তুষ্ট কিনা এই সম্পর্কে নিরূপণ করা বা তাদের কি কি সমস্যা আছে তা জেনে নেওয়া, তাদের সঙ্গে সঠিকরূপে ব্যবহার করা ও সমর্থন প্রদানের ক্ষেত্রে উদ্যোগগুলিকে উৎসাহ প্রদান।
- ক্লায়েন্ট উদ্যোগে কর্মী ও কর্মী বহাল নিয়ন্ত্রণ ও বিশ্লেষণের ব্যবস্থা প্রদান এবং স্থানীয়ভাবে সুযোগ সুবিধা নিয়োগের ক্ষেত্রে পরামর্শ প্রদান করা।
- কর্মীদের রেকর্ড রাখা ও তাদের কাজের মূল্যায়ণের ক্ষেত্রে তাদের অংশগ্রহণে উৎসাহিত করা সম্পর্কে উদ্যোগগুলিকে উৎসাহ প্রদান।
- নিয়োগ সাক্ষাৎকার, প্রশিক্ষণ ও দলগত কাজকর্মের ক্ষেত্রে বর্তমানে সেরা বলে বিবেচিত ধারা অনুসরণের জন্য উদ্যোগগুলিকে উৎসাহ প্রদান।
- একটি আইসিটি উদ্যাগ ক্লাস্টারের মধ্যে সংঘবদ্ধ প্রশিক্ষণ -এর ব্যবস্থা যা ক্লাস্টারে সব উদ্যোগীদের সুবিধা দেবে। (এর ফলে উদ্যোগগুলি কার্যকরভাবে কর্মী ভাগ করে নিতে পারবে এবং চাহিদার ক্ষেত্রে হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটলেও তার সঙ্গে মোকাবিলা করতে পারবে।)
- ইন্টার্ন ও স্বেচ্ছাসেবীদের ঠিকভাবে কাজে লাগানো - তাদের আইসিটি তে কাজের প্রশিক্ষণ ও কাজ সংক্রান্ত অভিজ্ঞতার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। স্থানীয় আইসিটি ছাত্রছাত্রীরা আইসিটি ভিত্তিক উদ্যোগে কলেজ প্লেসমেন্টের কথা ভাবতে পারে তাদের পড়াশোনার অংশ হিসাবে।
- স্থানীয় প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপকের সঙ্গে অংশীদারিতে যাওয়া অথবা তাদের ব্যবসায়িক রূপরেখার অংশ হিসাবে আইসিটিতে প্রশিক্ষণের সুযোগ দেওয়ার জন্য আইসিটি-ভিত্তিক উদ্যোগকে উৎসাহিত করা, এর ফলে সংশ্লিষ্ট দক্ষতার অধিকারী কাজ সম্ভাব্য কর্মী তৈরী হবে।
- বিশেষরূপে নির্দিষ্ট আইসিটি দক্ষতার ব্যবস্থা করবে এইরূপ প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয়তা পরিকল্পনা ও সহযোগিতার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেওয়া। এই সব দক্ষতা অনেক উদ্যোগের কাজে লাগবে ঃ যেমন হার্ডওয়্যার রক্ষণাবেক্ষণ/নেটওয়ার্ক বা সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট ইত্যাদি।
- এছাড়াও উদ্যোগের ভেতরে নিরবিচ্ছিন্নভাবে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

সামগ্রিকভাবে দেখা যাচ্ছে যে, প্রধান কর্মীদের টিঁকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে একক কোনও পদক্ষেপের ভূমিকা নেই। উদ্যোগটিকে সামগ্রিকভাবে দেখতে হবে এবং সাংস্কৃতিক ও সাংগঠনিক কারণগুলি (যা কর্মীদের সিদ্ধান্তে প্রভাব বিস্তার করে) সঠিকরূপে নিরূপণ করতে হবে। একটি এমন অনুকূল পরিবেশের সৃষ্টি করতে হবে যা কর্মীদের অবদানের মূল্যায়ন করবে ও সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় তাদের অংশগ্রহণ করতে দেবে - কারণ আর্থিক পুরস্কার প্রদানের ক্ষেত্রে এগুলিও সমান গুরুত্বের দাবি রাখে।

ব্যবসায়িক পরামর্শপত্র ৩ঃ অর্থসংস্থান

আইসিটি ভিত্তিক উদ্যোগ স্থাপন ও বিকাশের জন্য অর্থ একান্তই আবশ্যিক। নতুন ব্যবসায়ে নামতে আগ্রহী কোন বর্তমান উদ্যোগের ক্ষেত্রেও বিনিয়োগ প্রয়োজন। যে কোনো উদ্যোগের ক্ষেত্রে আর্থিক প্রয়োজনীয়তার তিন গুণ ঃ

- *মূলধন বিনিয়োগের জন্য অর্থ*

  কাজ আরম্ভের খরচ বাবদ ঋণের আকারে (নতুন উদ্যোগের ক্ষেত্রে) অথবা অতিরিক্ত মূলধনী আবশ্যকতা (যথা আইসিটি যন্ত্রপাতি উন্নীতকরণের জন্য) (প্রতিষ্ঠিত উদ্যোগের ক্ষেত্রে যারা আরও অগ্রগতির জন্য নতুন ব্যবসা করতে ইচ্ছুক)।

- *ক্রমাগত মূলধন বিনিয়োগ*

  ব্যবসা চালু রাখার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ (অর্থাৎ মজুরী, বিল ইত্যাদি দেওয়ার উদ্দেশ্যে) ক্রেতাদের কাছ থেকে আগাম পেমেন্ট নেওয়া, ঠিকা সম্পাদন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পেমেন্ট পাওয়া ও কার্যকরভাবে ঋণ সংগ্রহ যা ব্যবসায় নগদ অর্থ সংস্থানের ধারা বজায় রাখবে।

- *স্বল্প-মেয়াদী ঋণ - অর্থ সংস্থানের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখার উদ্দেশ্যে*

  মাইক্রো ক্রেডিট বা ওভার ড্রাফ্‌ট্‌ সুবিধাদি ব্যবস্থার মাধ্যমে, ব্যবসায়িক চক্রে চরম ওঠা-পড়ার মোকাবিলা করার উদ্দেশ্যে।

  ছোটোখাটো উদ্যোগ চালনাকারী দরিদ্র মহিলাদের অর্থ সংস্থানের ব্যবস্থা করার জন্য মুখ্য পরিকল্পনা হল ঋণ। ঋণ আইসিটি ভিত্তিক উদ্যোগ বর্তমানে ব্যবহার করছে তার কিছু মিশ্রিত প্রমাণ পাওয়া যায়।

মহিলা পরিচালিত আইসিটি ভিত্তিক উদ্যোগের জন্য মাইক্রো-ক্রেডিটের তিনটি প্রধান উৎস আছে ঃ

- বন্ধু ও পরিবারবর্গ, ঋণদাতা বা ক্ষুদ্র ক্রেতার কাছ থেকে ব্যক্তিগত ঋণ (প্রদত্ত পরিষেবার জন্য অগ্রিম পেমেন্টের আকারে)
- সংস্থা থেকে পাওয়া ঋণ (যেমন ব্যাঙ্কের কাছ থেকে) যা নির্দিষ্ট ক্ষেত্রের জন্য উদ্দিষ্ট (এই ক্ষেত্রে আইটি সেক্টর) অথবা আউটসোর্সিং ব্যবস্থার মতো নানা কাজকর্মের মাধ্যমে ঋণ প্রদান (যেমন সরকারের মতো বৃহৎ ক্রেতার সঙ্গে যুক্ত আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ঋণের ব্যবস্থা)।
- সমবায়-এর মাধ্যমে বা স্ব-সহায়তার মাধ্যমে ঋণ অর্থাৎ জমা ও ঋণ প্রকল্পের উপর ভিত্তি করে মাইক্রো-ক্রেডিট, রিভলভিং ক্রেডিট, ক্রেডিট ইউনিয়ন ইত্যাদি। মহিলা উৎপাদনকারী গোষ্ঠির পক্ষে কার্যরত এনজিও কর্তৃক এগুলি ত্বরান্বিত করা হয়। অবশ্য আইসিটি-ভিত্তিক উদ্যোগগুলি অন্যান্য আকারেও আর্থিক সহায়তা পেয়ে থাকে - তারও যথেষ্ট প্রমাণ আছে ঃ
- সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত ঋণ সংক্রান্ত গ্যারান্টি দ্বারা সমর্থিত ব্যাঙ্কের কাছ থেকে অনুকূল ঋণের শর্ত।
- সরবরাহ সংক্রান্ত ঋণ - আইসিটি ইকুইপমেন্ট ও সফট্‌ওয়্যার সরবরাহকারীদের কাছ থেকে অনুকূল শর্ত।
- সরবরাহ শৃঙ্খলের মাধ্যমে বিনিয়োগ - প্রধান ক্রেতাদের কাছ থেকে আর্থিক সহায়তা যার বিলম্বিত/নমনীয় পেমেন্ট প্রকল্প বা সরাসরি ঋণের ব্যবস্থা।
- মূলধনী দফার সরাসরি ব্যবস্থা বা ইজারা (প্রযুক্তি/সফট্‌ওয়্যার প্রশিক্ষণ) - ঠিকাচুক্তি/আউটসোর্সিং ব্যবস্থার অংশ হিসেবে।
- ইকুইটি ফিনান্সিং - মূলধনের পরিবর্তে ব্যবসা বা মালিকানাধীন সম্পত্তির ব্যবসার অংশ বিক্রি।

চারটি প্রধান পদ্ধতিতে ক্লায়েন্টেদের আর্থিক প্রয়োজনীয়তায় সাড়া দিতে পারে সংস্থা ঃ

- আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং অন্যান্য আর্থিক উৎসের সঙ্গে ঠিকাচুক্তির সুবিধা করে দেওয়া।
- কার্যকরভাবে আর্থিক পরিকল্পনার ক্ষেত্রে উৎসাহ প্রদান (ব্যবসায়িক পরামর্শপত্র ৭)।
- মহিলাদের আইসিটি ভিত্তিক উদ্যোগ যাতে ঋণ প্রত্যার্পণকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেয় এই সম্পর্কে সুনিশ্চিত করা - এর ফলে উদ্যোগের ভালো ক্রেডিট রেটিং পাওয়া যাবে ও থাকবেও।
- বাণিজ্যিক ঋণের ক্ষেত্রে আর্থিক গ্যারান্টর হওয়া।

ব্যবসায়িক পরামর্শপত্র ৪ ঃ প্রযুক্তি

ভবিষ্যতে একটি আইসিটি ভিত্তিক উদ্যোগের স্থায়িত্ব নির্ভর করবে প্রযুক্তির উন্নতিকরণ বা বজায় ক্ষমতার উপর। সঠিক আইসিটি যন্ত্রপাতি ও সফট্ওয়্যার সংগ্রহ সম্পর্কে নির্ভুল সিদ্ধান্ত নেওয়া মহিলা উদ্যোগীদের একান্ত প্রয়োজন। বিনিয়োগ থেকে গড়ে ওঠা ব্যবসায়িক ও আর্থিক সুবিধাদি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারনাই হবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার মূল কথা।

প্রধান প্রধান শনাক্তযোগ্য সুবিধাদির মাধ্যমে উপলব্ধ হবে যে, নতুন আইসিটি শিল্পোদ্যোগ পারবে ঃ

- ব্যবসা বাড়াতে - নতুন ক্রেতা/ঠিকাচুক্তি আকর্ষণ করার মাধ্যমে।
- খরচা কমানো - প্রশাসন বা যোগাযোগের ক্ষেত্রে খরচ কমানোর মাধ্যমে।
- দক্ষতা বৃদ্ধি - কাজের ধরনে আরও নমনীয়তা প্রবর্তনের মাধ্যমে।
- ব্যবসায়িক উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে উৎসাহ দান - কেবল আইসিটি -এর মাধ্যমে সম্ভব নতুন পদ্ধতি প্রবর্তনের (অর্থাৎ রিমোট ওয়ার্কিং বা ইমেল মার্কেটিং)।
- প্রত্যাশিত সুবিধাদি ব্যয়িত খরচ সম্পূর্ণ উসুল করে দেবে।

আইসিটি ক্রয় ও ব্যবহারের সঙ্গে যুক্ত খরচ সম্পূর্ণরূপে বিবেচনা করতে হবে। এর মধ্যে আছে ক্রয়ের **প্রাথমিক খরচ** ও আইসিটি ব্যবস্থা চালনা ও পরিচালনার সঙ্গে যুক্ত চালু খরচ। এইগুলির সমন্বয়ে হয় **মোট খরচ বা ব্যয়**। (দেখুন পরবর্তী সারণি)

সংস্থার উচিত মহিলা ক্লায়েন্ট শিল্পোদ্যোগীদের নিম্নোক্ত সম্পর্কে উৎসাহ দেয়া ঃ

- কেনার আগে কম্পিউটার ব্যবহার শেখা ও কম্পিউটার সম্পর্কে পরিচিত হওয়া।
- আইসিটি সিস্টেমে ব্যয় সাশ্রয়ী বিনিয়োগ করা - যা শিল্পোদ্যোগ ও তার ক্রেতাদের ব্যবসায়িক প্রয়োজনীয়তা পূরণ করবে।
- এমন আইসিটি বেছে নেওয়া যা বর্তমান ব্যবস্থা বজায় রেখেই গড়ে তোলা যাবে ঐগুলির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে। (অবশ্য যদি পুরাতন ব্যবস্থা বজায় রাখতে হয়)
- এমন আইসিটি বেছে নেওয়া যা বর্তমান প্রয়োজন মেটাবে ও ভবিষ্যৎ চাহিদাও পূরণ করবে।
- সাধারণ ও কম দামের সলিউশন কেনা উচিত - ব্যয়বহুলভাবে তৈরী করা সফট্ওয়্যার প্যাকেজ নয়।
- উত্তম পরামর্শ ও সঠিক তথ্য চাওয়া - ব্যবসায়িক ব্যবহারকারীদের কাছ থেকে - কম্পিউটার পত্রপত্রিকা বা স্পেশালিস্ট ট্রেড প্রেসের মাধ্যমে বাজার সংক্রান্ত গবেষণা করে; অথবা পরিষেবা প্রদানকারীদের সঙ্গে কথা বলে।
- খরচ বা সুবিধা সম্পর্কে কম্পিউটার সেলস কর্মীদের কোনোরূপ দাবি সযত্নে শোনা।

প্রাথমিক খরচ	চলতি খরচ
হার্ডওয়্যার ক্রয় ঃ আপনার ব্যবসার ক্ষেত্রে কম্পিউটার হার্ডওয়্যার ক্রয় একটি বিশাল বিনিয়োগ। আপনি কম্পিউটার কেনার ছয় মাসের মধ্যে যদি একই খরচে আরও আধুনিকতম মডেল বাজারে এসে যায় তাহলে মন খারাপ করবেন না। **সফট্ওয়্যার ক্রয় ঃ** হয়ত আপনি এমন একটি কম্পিউটার কিনছেন যাতে হয়তো আপনার ব্যবসার জন্য প্রয়োজনীয় পরিচালনগত পদ্ধতি বা সফট্ওয়্যার পদ্ধতি নেই। সেক্ষেত্রে ক্রয় করা সফট্ওয়্যার-এর খরচ কম্পিউটারের খরচকেও ছাপিয়ে যাবে। **আনুষঙ্গিক ঃ** হয়ত আপনার একটি প্রিন্টার বা স্ক্যানারের প্রয়োজন হবে। এইসব খাতে খরচও ধরতে হবে। **পরামর্শ ও উপদেশ ঃ** প্রাথমিকভাবে কেনার সময়ে আপনার বিশেষজ্ঞের পরামর্শের প্রয়োজন হতে পারে। **হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার সংস্থাপন ঃ** সমস্ত প্রয়োজনীয় আন্তর্কাঠামো ও নেটওয়ার্ক সংক্রান্ত আবশ্যকতা তদুপরি নানারকম ঝুঁকি যেমন বৈদ্যুতিক সংকট, বন্যা ইত্যাদি -এর ক্ষেত্রে সুরক্ষার জন্য সামগ্রী ও অন্যান্য ঝুঁকি যেমন ভাইরাস আক্রমণ, স্প্যাম ইমেল ইত্যাদি প্রতিরোধের সামগ্রী। **কর্মী প্রশিক্ষণ ঃ** সিস্টেম চালু করার জন্য ও তাঁদের কাজে মনোনিবেশ করানোর জন্য। কম্পিউটার ট্রেনিং -এর জন্য আছে নানারকম বেসরকারি কম্পিউটার স্কুল ও সংস্থা। তাদের কাছে প্রশিক্ষণের খরচ জানুন ও তুলনামূলক বিচার করুন। এছাড়াও প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী ও ব্যবসার মালিকদের সঙ্গে কথা বলুন (যাঁরা আপনার আগে কোর্সে ভর্তি হয়েছিল)।	**সামগ্রী (কনজিউমেবল) ঃ** প্রিন্টার ইঙ্ক/টোনার খরচ সাপেক্ষ হতে পারে বিশেষ করে আপনি যদি প্রচুর পরিমাণে মুদ্রণ সংক্রান্ত কাজ করেন। **যোগাযোগ সংক্রান্ত খরচ ঃ** আপনার আইএসপি এবং মাসিক অ্যাকসেস চার্জ -এর সঙ্গে আপনার স্থানীয় ফোনের খরচ যোগ করতে হবে। আপনার শহর/গ্রামে যদি আইএসপি না থাকে তাহলে নিকটতম বড় শহর/টাউন থেকে সংযোগ ব্যবস্থা করতে হবে যা আরও খরচ সাপেক্ষ হবে। **কর্মী প্রশিক্ষণ ঃ** নতুন সফট্ওয়্যার, সিস্টেম ও উন্নতিকরণের জন্য চাই নিরবিচ্ছিন্ন কর্মী প্রশিক্ষণ। নিয়মানুগ প্রশিক্ষণ থেকে অন্য ব্যবসা ব্যবহারকারীর সাহায্য ও পরামর্শ আরও মূল্যবান হবে ও খরচও কম পড়বে। **সফট্ওয়্যার সমর্থন ঃ** বাইরে থেকে অতিরিক্ত সমর্থন প্রয়োজন হতে পারে উন্নতিকরণের জন্য বা সফটওয়্যার সমস্যা সমাধানের জন্য। **প্রশিক্ষণের সময় ঃ** প্রশিক্ষণ নিতে ম্যানেজার ও কর্মীরা অন্য কোথাও গেলে অনেক সময় নষ্ট হবে। **অন-লাইনে ব্যয়িত সময় ঃ** ডায়াল আপ-কানেকশন অনেক সময়সাপেক্ষ হবে। অন-লাইনে ডেটা আপলোডিং ও ডাউন লোডিং এর খরচের সঙ্গে এই খরচও যুক্ত হবে। **অন্যান্য খরচ ঃ** শেখার খরচ, ব্যয়িত সময় ও ব্যক্তিগত খরচ অন্যান্য ব্যবসায়িক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে ছাপিয়ে যেতে পারে।

ব্যবসায়িক পরামর্শপত্র ৫ ঃ পরিচালনগত কাজকর্ম

শিল্পোদ্যোগের বিনিয়োগকে উৎপাদনে রূপান্তর করাই হল পরিচালনগত কাজকর্ম। বিনিয়োগ বা ইনপুটে আছে ইতিমধ্যেই আলোচিত কর্মী ও দক্ষতা (ব্যবসায়িক পরামর্শপত্র ২);অর্থসংস্থান (ব্যবসায়িক পরামর্শপত্র ৩) এবং প্রযুক্তি (ব্যবসায়িক পরামর্শপত্র ৪)। আমরা অন্যান্য ইনপুটের কথাও বলতে পারি যেমন কারিগরি পরিকাঠামো (টেলিকমিউনিকেশন নেটওয়ার্কের সঙ্গে সংযোগ) অথবা সামাজিক পরিকাঠামো (ব্যবসায়িক নেটওয়ার্ক অথবা তথ্য সংক্রান্ত নিয়মাবলী, রীতি-নীতি বা আইন)। উৎপাদন হল শিল্পোদ্যোগের সামগ্রী বা পরিষেবা যা বাজারে ক্রেতাকে বিক্রি করা হয় (ব্যবসায়িক পরামর্শপত্র ১)। আইসিটি ভিত্তিক উদ্যোগ কত ভালো ভাবে বিনিয়োগকে উৎপাদনে রূপান্তরিত করবে তা দিয়ে মাপা হবে তার উদ্যোগগত দক্ষতা। কাজকর্মগত দক্ষতা অর্জনের জন্য আইসিটি ভিত্তিক উদ্যোগের তিনটি পরিচালনগত কাজকর্মের ক্ষেত্র অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঃ

১। *কর্মীদের কাজকর্ম পরিচালনা* ঃ কর্মীদের গতি ও কার্যক্ষমতা কাজকর্মের সব ক্ষেত্রই প্রভাবিত করবে। এইরকম গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলি হল ঃ

- পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে নেওয়া সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অর্জনযোগ্য কাজকর্মের লক্ষের প্রয়োজনীয়তা।
- সময় পরিচালনার পদ্ধতি যা সর্বাধিক কাজ করার ক্ষেত্রে সহায়ক হবে ও কর্মীদের ক্ষেত্রে কিছুটা নমনীয়ও হবে।
- কর্মীদের উপস্থিতি অনুপস্থিতির হিসাব রাখা প্রয়োজন।
- নমনীয় দক্ষতা যা একাধিক কাজে কর্মীদের নিয়োগ করতে সাহায্য করবে।

২। *পরিচালনগত আইসিটি উৎস* ঃ তথ্য, সিস্টেম ও নেটওয়ার্ক সংগ্রহ যা ভাইরাস আক্রমণ, ডাউন টাইম ইত্যাদি সাপেক্ষ নয়। যে সব গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র বিবেচনা করতে হবে ঃ

- নেটওয়ার্কের নিরাপত্তার উপর অত্যাধিক জোর দেওয়া - কম্পিউটার ভাইরাসের আক্রমণ থেকে সুরক্ষিত থাকার জন্য কিছু সাবধানতা অবলম্বন করা।
- তথ্যগত নিরাপত্তার গুরুত্ব সকল কর্মীকে বোঝানো।
- আইসিটি সামগ্রী ও পরিষেবার গুণমান পরিচালনা - আন্তর্জাতিক স্বীকৃত গুণমানের (অর্থাৎ আইএসও ৯০০১) ক্ষেত্রে সার্টিফিকেশন এবং আভ্যন্তরীন গুণমান পরিচালনার মাধ্যমে।
- কার্যকর সমর্থন ও তথ্য মজুত।
- বিদ্যুত সংক্রান্ত দুর্ঘটনা, অগ্নিকান্ড, বন্যা ইত্যাদির ঝুঁকির থেকে সুরক্ষার প্রয়োজন।
- জালিয়াতি থেকে সুরক্ষিত রাখার জন্য কার্যকরভাবে নথিপত্র তৈরী করা ও পাসওয়ার্ড ইত্যাদির মাধ্যমে ব্যক্তি বিশেষের সিস্টেমের নাগাল পাওয়ার উপর নিয়ন্ত্রণ।
- গুণমানের ক্ষেত্রে ক্রেতাদের প্রয়োজনীয়তায় সাড়া দেওয়া অত্যন্ত দরকার।
- পরিচালনগত পদ্ধতিতে কার্যকর গুণমানগত নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ ও পরিচালনগত প্রক্রিয়া/চূড়ান্ত উৎপাদন/পরিষেবার ক্ষেত্রেও তাই।
- আইসিটি সামগ্রী ও পরিষেবার ডেলিভারির ক্ষেত্রে যেখানে সেইসব ক্ষেত্রে স্বীকৃত গুণগতমান অনুসারে চলা। সমর্থনের প্রয়োজন হতে পারে এই ধরনের মহিলাদের আইসিটি ভিত্তিক শিল্পোদ্যোগী-র ক্ষেত্রে কাজকর্ম পরিচালনা, আইসিটি উৎস পরিচালনা ও গুণমানগত পরিচালনা সংক্রান্ত কাজকর্মের ক্ষেত্র। এজেন্সিরা নিজেরা হয়ত বিশেষজ্ঞের পরামর্শ দিতে পারবে না। তবে তথ্য প্রদানের ব্যবস্থা করা, জ্ঞান ও পরামর্শ দিতে পারেন এইরূপ বিশেষজ্ঞ ব্যবস্থাপকের সঙ্গে মহিলা শিল্পোদ্যোগীদের সংযোগ স্থাপন করিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে সংস্থা সক্রিয় ভূমিকা নিতে পারে। ওয়েব ভিত্তিক পরিষেবার বিশাল সম্ভার পাওয়া যায় (দেখুন পরিচ্ছদ ৬) এবং সহায়তা প্রদানের জন্য স্থানীয় পরামর্শদাতাদের সাহায্যও নেওয়া যেতে পারে।

ব্যবসায়িক পরামর্শপত্র ৬ঃ বিক্রি ও বিপণন

সফল আইসিটি শিল্পোদ্যোগুলি হঠাৎই সাফল্য লাভ করে না। তারা অনেক সময় অতিবাহিত করেছে ক্রেতাদের চিনে নিতে; জানার চেষ্টা করেছে তারা ঠিক কি কিনতে চায়, কেন কিনতে চায় কতটা কিনতে চায় এবং তার জন্য তারা কতটা দাম দিতে প্রস্তুত ? এছাড়াও প্রতিযোগীদের উপর তারা সর্বদাই রেখেছে কড়া নজর, তাদের শক্তি ও দুর্বলতা চিনে নিয়েছে এবং আগাম পরিকল্পনাও গ্রহণ করেছে নানারকম ভবিষ্যৎবাণীমূলক প্রযুক্তি ও বিক্রয়ের পরিকল্পনার মাধ্যমে।

অধিকাংশ আইসিটি শিল্পোদ্যোগীরাই আয়তনে ছোট ও নতুন বা চলতি বিক্রির জন্য তাঁদের নতুন বা বর্তমান ক্রেতাদের সঙ্গে সরাসরিই যোগাযোগ করে নিতে হবে। সংস্থাদের এই ক্ষেত্রেই বেশি জোর দিতে হবে - তাদের গড়ে তুলতে হবে এমন সামর্থ যা আরও সুন্দর করবে পারস্পরিক সম্পর্ক গড়ে তোলার দক্ষতা - বিক্রয় ও বিপণনের জন্য যা সর্বাগ্রে প্রয়োজন। তাই সংস্থাদের সম্পর্কে উৎসাহদান করতে হবে ঃ-

- কার্যকরভাবে বাজার সংক্রান্ত গবেষণা - বর্তমান ও সম্ভাব্য নতুন ক্রেতা, তাদের সংগঠন, যেসব মার্কেটের মধ্যে তারা কাজকর্ম করে থাকে, বা যেসব কাজ তারা হাতে নিয়ে থাকে সেই সম্পর্কে।
- সরকারি/বেসরকারি ঠিকা চুক্তিকরণের শনাক্ত করা - টেন্ডার দেওয়া যায় কিনা, টেন্ডার আবশ্যকতায় সাড়া দেওয়া, কিভাবে টেন্ডার দেওয়া হবে, টেন্ডার দাখিল ইত্যাদি।
- সঠিক মানুষকে উদ্দেশ্য করা - যে ব্যাক্তি ব্যবসা প্রদানের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা রাখে।
- সঠিক মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা - ঠিক সময়, যোগাযোগ পদ্ধতি ও ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি বেছে নেওয়া।
- সঠিকভাবে বিক্রয়ের কাজ করা - ক্রেতাদের সামগ্রী সম্পর্কে সুবিধাদির জোর দেওয়া এবং যেসব পরিষেবা শিল্পোদ্যোগ দেবে সেগুলিকে ক্রেতার সামনে গুরুত্বপূর্ণ করে তোলা - বৈশিষ্ট্যের রূপরেখা দেওয়ার প্রয়োজন নেই।
- বিক্রয় কর্মী ও বিপণন সংক্রান্ত মধ্যস্থতাকারীদের মাধ্যমে কাজ করা - এর ফলে বাজারে প্রবেশ আরও সহজ হয়, খরচও অনেক কমে যায় তবে একটা অসুবিধে আছে, তৃতীয় পক্ষের কাছে অনেকটা ক্ষমতা চলে যায়।

আইসিটি উৎপাদন ও পরিষেবার সহায়তার ক্ষেত্রে খুবই উপযোগী। ইন্টারনেট থেকে সামগ্রী ও পরিষেবা বিপণন করা যায় ও সেইসঙ্গে একটি আইসিটি ভিত্তিক শিল্পোদ্যোগের রূপরেখা তৈরির ক্ষেত্রেও এর প্রয়োজন অপরিসীম। অন্যান্য মাধ্যম যথা টেলিফোন (হেল্পলাইন হিসেবে), রেডিও এবং সংবাদপত্র / পত্রপত্রিকা ছাড়াও ইন্টারনেটেরও প্রয়োজন আছে। ওয়েবসাইট থেকে হয়ত বিপণন সমস্যার সমাধান পাওয়া যাবে না তবে ওয়েবসাইট থাকার প্রয়োজন প্রচারের উদ্দেশ্যে কারণ প্রতিযোগীরাও একই কারণে ওয়েবসাইট ব্যবহার করবে। একটি ওয়েবসাইট থেকে বিক্রি ও বিনিয়োগের জন্য নানারকম সহায়তা পাওয়া যায় নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে ঃ

- ব্র্যান্ডিং ঃ ক্রেতারা সাধারণতঃ পুরনো ও বিশ্বস্ত সরবরাহকারীদের ওপর ভরসা করে থাকে নতুন অপরিচিত ব্র্যান্ড ব্যবহার করার ঝুঁকি নেয় না। একটি শিল্পোদ্যোগের ওয়েবসাইটে এমনভাবে ব্র্যান্ডের প্রচার করতে হবে যাতে তা ক্রেতাদের ওয়েবসাইটে দেখার অভিজ্ঞতার সঙ্গে একেবারে মিশে যায়। ব্র্যান্ড - ধরা যাক (অ্যামজন.কম) সহজে ব্যবহারযোগ্য ও ওয়েবসাইটের সঙ্গে যুক্ত থাকা উচিত - এমন ওয়েবসাইট যা দেবে প্রচুর তথ্য ও পরিষেবা এবং থাকবে বিশ্বস্ততার খ্যাতি, হবে দৃশ্যনন্দন।

  পার্সোনালাইজেশন ঃ ক্রেতা সংক্রান্ত তথ্যের (নাম, ঠিকানা ও রেজিস্ট্রেশনের বিবরণ) সাহায্যে ক্রেতাদের পছন্দ সম্পর্কে জানা যায় ও এমনভাবে ওয়েবসাইট তৈরি করা যায় যা ব্যক্তিগত রুচির সঙ্গে খাপ খাইয়ে যায়, যেমন একটি শিল্পোদ্যোগের সাইট দিতে পারে এমন কিছু সামগ্রীর সন্ধান যা বিশেষ ক্রেতার পছন্দের হতে পারে - এর ভিত্তি কোনো ব্যক্তি কি কি কিনে থাকে ও কি কি ওয়েব পেজ দেখে।
- ই-মেল মার্কেটিং - মহিলাদের আইসিটি ভিত্তিক শিল্পোদ্যোগ ই-মেলের মাধ্যমে স্বল্প ব্যয়ই বিপণন করতে পারে। সমস্ত ই-মেলের সঙ্গে সিগনেচার ফাইল থাকা উচিত। লেটারহেড পেপার বা বিজনেস কার্ডের মতো। ই-মেলে এগুলি সহজেই করা যায়।
- প্রশংসাপত্র - সন্তুষ্ট ক্রেতারা শিল্পোদ্যোগের সামগ্রী বা পরিষেবা সম্পর্কে প্রকৃত প্রশংসা করে থাকে। কার্যকরভাবে প্রশংসাপত্র সত্যিই বিশ্বাসযোগ্যতা বাড়ায় এবং ক্রেতারা আশ্বস্ত হন কেনার সময়। কার্যকর প্রশংসাপত্র হবে প্রকৃত, মন থেকে দেওয়া ও তাতে থাকবে লেখকের নাম, ঠিকানা ও তা দেওয়া হবে তার অনুমতি নিয়ে।

ব্যবসায়িক পরামর্শপত্র ৭ ঃ আর্থিক পরিকল্পনা

যেকোনো মহিলার আইসিটি-ভিত্তিক উদ্যোগের জন্য অর্থসংস্থান একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয় (ব্যবসায়িক পরামর্শপত্র - ৩)। আভ্যন্তরিণ অর্থের পরিচালনায় ত্রুটি থাকার জন্য ব্যবসায়ে বিপদ ঘনিয়ে আসে। বেশিরভাগ শিল্পোদ্যোগের ক্ষেত্রে "জমা", "ঋণ" ও "ক্যাশ ফ্লো" হল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক বিষয় যেগুলি অন্যান্য বিষয় যেমন রেকর্ড রাখা, নিরাপত্তা, জালিয়াতি ইত্যাদি সঙ্গে কোনো না কোনো ভাবে যুক্ত - শিল্পোদ্যোগের কি যথেষ্ট অর্থ আছে যা দিয়ে মাসিক খরচের যোগান দিতে পারে? - এই সহজ প্রশ্নের সঙ্গে বিষয়গুলি যুক্ত।

মহিলাদের আইসিটি ভিত্তিক উদ্যোগ আভ্যন্তরিণ আর্থিক পরিচালনার অনেক সমস্যাই কমিয়ে দিতে পারে নানাভাবে যেমন,

- শিল্পোদ্যোগের মাধ্যমে কার্যকরভাবে আর্থিক পরিচালনা পদ্ধতি নিযুক্ত করা ও নগদ অর্থের উপর নিয়ন্ত্রণ।
- পাওনা ও পাওনাদারদের কার্যকরপদ্ধতিতে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য নির্দিষ্ট পদ্ধতি অবলম্বন (যেসব ব্যক্তি শিল্পোদ্যোগের কাছে টাকা পায়)।
- ঋণ ও ঋণগ্রহীতাদের নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কার্যকরপদ্ধতি অবলম্বন (যাদের কাছে শিল্পোদ্যোগ টাকা পায়)।
- আইসিটি-ভিত্তিক সামগ্রী ও পরিষেবার ক্ষেত্রে কার্যকরভাবে দরের কাঠামো নিয়োগ। প্রদত্ত পরিষেবার জন্য চার্জ করা খরচ এবং এইগুলি প্রতিযোগিতামূলক হওয়া চাই তবে সমস্ত ব্যয়িত নির্দিষ্ট ও পরিবর্তনশীল খরচ চালিয়ে যাওয়া চাই যাতে ব্যবসা লাভে চলে।

ক্রেতাদের ঋণ দেওয়ার ক্ষেত্রে শিল্পোদ্যোগীদের কিছু প্রাথমিক পরামর্শ -

- সম্ভব হলে ঋণ দেওয়া এড়িয়ে যান। সামনাসামনি পেমেন্ট নেওয়ার উপর জোর দিন বা সম্পূর্ণ পরিষেবার পূর্বে মোট পেমেন্ট নিয়ে নিন।
- যেখানে ব্যবসা পাওয়ার জন্য ঋণ প্রয়োজন সেক্ষেত্রে পরিষেবার পরিবর্তে আংশিক পেমেন্ট বা ডিপোজিট চেয়ে নিন।
- নতুন ক্রেতাদের ঋণ দেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে না বিশেষ করে যাদের কোনো ব্যবসায়িক রেফারেন্স নেই বা আগে ঋণ পরিশোধের প্রমাণ নেই (অর্থাৎ ক্রেডিট রেটিং নেই)।
- ছোট পরিমাণের ঋণ দেবেন নতুন ক্রেতাদের। হিসাব নিকেষের প্রামাণিত ট্র্যাক রেকর্ডের অধিকারী পুরোনো ক্রেতাদের বড় পরিমাণ ঋণ দিতে পারেন।

বড়মাপের ক্রেতাদের নিয়ে কাজকর্ম

- সরকার অথবা অন্য বৃহৎ সংগঠনের সঙ্গে কাজ করলে বিভিন্ন ধরণের বিষয় উঠে আসে। এখানে ঋণ দেওয়া বা ক্রেডিটে কাজ করা অনিবার্য। কাজের জন্য প্রাপ্ত অর্থ পেতে অনেকদিন সময় চলে যায় ৩০-৬০ দিন বা তার বেশি। তাই টাকা পেতে দেরি হওয়ার সময়টাও শিল্পোদ্যোগের সামগ্রিক আর্থিক পরিকল্পনার মধ্যে অবশ্যই ধরে নিতে হবে।
- টেন্ডারিং প্রক্রিয়ায় আরও অনেক কারণে বিলম্ব ঘটে (হয়ত ৩০-৬০ দিন বা তার বেশি)। সেক্ষেত্রে প্রদত্ত দরের মূল্যও কমে যেতে থাকবে কারণ জিনিষ পত্রের দাম দ্রুত বাড়তে পারে। এইসব ঝুঁকিগুলো দর দেওয়ার সময় (সরকারি বা বেসরকারি ক্ষেত্রের ঠিকার) জন্য ধরে নিতে হবে।

নগদ অর্থ লেনদেন সংক্রান্ত কাজকর্মের জন্য সাধারণ পরামর্শ ঃ

- ঋণ গ্রহীতারা সমস্যা কিন্তু মুদ্রার দুটো দিক আছে। শিল্পোদ্যোগগুলি সরবরাহকারীদের দেওয়া ঋণের সুবিধা নিতে পারে, এর ফলে নগদ অর্থ বেশিদিন শিল্পোদ্যোগে রাখা যায়।
- নগদ অর্থের ঘাটতি হলে ব্যাঙ্ক ওভার ড্রাফ্টের ব্যবস্থা করতে পারে বা মাইক্রো ক্রেডিটের সাহায্য নিতে পারে অথবা ঝুঁকি বাড়িয়ে নগদ অর্থের অন্যসূত্র খুঁজতে পারেন - যেমন আর একটা শিল্পোদ্যোগ চালাতে পারে বা অন্যকোনো নগদ অর্থ প্রস্তুতের কাজকর্ম করতে পারে।
- কার্যকর আর্থিক রেকর্ড রাখার ব্যবস্থা করা (ছোট শিল্পোদ্যোগে রেকর্ড রাখার জন্য আর্থিক রেকর্ড সংক্রান্ত আরও তথ্যের জন্য পরিচ্ছদ ৬)।
- ব্যক্তিগত/গৃহস্থালি খরচ ও ব্যবসায়িক খরচাপাতি পৃথক করে রাখা।

ব্যবসায়িক পরামর্শপত্র ৮ ঃ ব্যবসায়িক পরিকল্পনা পছন্দ করা

ব্যবসায়িক পরিকল্পনা পছন্দ মত বেছে নেওয়া উচিত যার ফলে আইসিটি ভিত্তিক মহিলাদের উদ্যোগের সাফল্য আসে তাড়াতাড়ি। বেশিরভাগ উদ্যোগের ক্ষেত্রে তাদের মূল লক্ষ্যই হল বিক্রি বা লাভ। লক্ষ্য অর্জনের জন্য চাই নির্দিষ্ট কাজকর্ম। বেশিরভাগ আইসিটি ভিত্তিক উদ্যোগ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে সামগ্রী বিক্রি করছে যার ফলে তাদের নির্দিষ্ট পরিষেবা ও তুলনামূলক কম মূল্যের সামগ্রী রাখতে হয়। আইসিটি ভিত্তিক উদ্যোগের কম ব্যয়ের ব্যবসায়িক পরিকল্পনা আছে কিনা তা বোঝা যায় তাদের সামগ্রী বা পরিষেবা অন্যান্য উদ্যোগের সামগ্রী বা পরিষেবার সঙ্গে তুলনা করলে।

আর একটা পদ্ধতিতে বোঝার উপায় আছে তা হল বাজারের কোন অংশে বা ক্ষেত্রে আইসিটি ভিত্তিক শিল্পোদ্যোগের প্রভাব পড়ছে। বাজার সৃষ্টিকারি ও বাজার অনুসরণকারীদের মধ্যে পার্থক্য এই যে বেশিরভাগ আইসিটি ভিত্তিক ছোটখাটো উদ্যোগই বাজার অনুসরণ করে থাকে এবং উন্নত বাজারে প্রবেশের চেষ্টা করে (আইসিটি প্রশিক্ষণ, ডেটা এন্ট্রি, পিসি অ্যাসেম্বল করা ইত্যাদির জন্য)। এর জন্য কম খরচের পদ্ধতি, অবলম্বন করা হয়। বাজার সৃষ্টি করে যারা তারা অপরদিকে আইসিটি নতুন প্রয়োগের সূচনা করে নতুন সামগ্রী ও পরিষেবার আকারে। (অগ্রসরমান প্রযুক্তির উপর ভিত্তি করে যেমন ই-কমার্স বা ওপেন সোর্স সফ্‌টওয়্যার)। এই সব শিল্পোদ্যোগ উদ্ভাবনমূলক কাজ করে এবং বাজারে এগিয়ে থাকে - তথ্য প্রক্রিয়াকরণ ও যোগাযোগের জন্য নতুন দাবি মেটানোর উদ্দেশ্যে নতুন আইসিটি ভিত্তিক সমাধানের ব্যবস্থা করতে।

শিল্পোদ্যোগের বৈশিষ্ট ও যে বাজারের মধ্যে শিল্পোদ্যোগ কাজ করছে তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সমন্বয় তৈরি হয় পছন্দের পরিকল্পনা।

- যে উৎপাদন বা পরিষেবা শিল্পোদ্যোগ দিচ্ছে তার ধরণের উপর নির্ভর করে পরিকল্পনাগত পছন্দ। সাধারণভাবে বলতে গেলে ছোট শিল্পোদ্যোগগুলো সামগ্রী ও পরিষেবার ক্ষেত্রে যথেষ্ট এগিয়ে থাকতে পারে, কারণ তাদের আইসিটি সামগ্রী 'শ্রম কেন্দ্রিক' (অর্থাৎ প্রচুর মানুষের শ্রম প্রয়োজন যা স্বয়ংক্রিয় ভাবে করা সম্ভব নয়)। এই পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত ডেটা এন্ট্রি ও কাস্টম সফ্‌টএয়্যার তৈরি।
- যে বাজারে শিল্পোদ্যোগ কাজ করছে তার ধরণ ও অবস্থানের উপর নির্ভর করে পছন্দসই পরিকল্পনা। কিছু কিছু বাজারে ছোটখাটো উদ্যোগ বেশি সুবিধা পায়। হয়ত ছোটখাটো শিল্পেদ্যোগের জন্যই বাজার সংরক্ষিত। অপরদিকে শহরটিও ছোট হতে পারে ও অন্যান্য সংস্থাকে আকৃষ্ট করার ক্ষেত্রে বেশি দূর হতে পারে।
- শিল্পোদ্যোগের মহিলারা যদি নিজেদের মধ্যে খরচ কমাতে চান সেক্ষেত্রে সেইরকম পরিকল্পনা বেছে নিতে পারেন যেমন ঃ কর্মীদের মজুরি কমানো, কাজের সময় বাড়ানো - বড় সংস্থার তুলনায়, অথবা অন্যান্য বড় সংস্থার লাইসেন্স বা কর দিতে হয় যা এদের দিতে লাগবে না অথবা কম দামের প্রযুক্তি বা মালপত্র ব্যবহার করে। বড় সংস্থার তুলনায় ছোট আইসিটি ভিত্তিক সংস্থা অনেক কম মাইনে দেয়। বড় সংস্থায় একজন ট্রেনির জন্য একটা কম্পিউটার থাকে, এখানে দুজনের জন্য একটি।
- এছাড়াও কার্যকর বিপণন ও ক্রেতাদের একনিষ্ঠতার ওপরেও নির্ভর করে পরিকল্পনা বেছে নেওয়া। ক্রেতাদের খুব ভালো চেনা পরিচিতি থাকলে শিল্পোদ্যোগকেএকটু খরচ বেশি করেই পরিষেবা দিতে আগ্রহী হতে পারে, কারণ ক্রেতা তাদের প্রতি একনিষ্ঠ বা মনে করে এদের পরিষেবা তার ক্ষেত্রে অধিক মানানসই। হয়ত বড় ব্যবস্থাপকের থেকে সময় বা ডেলিভারির দিক থেকে বেশি তৎপর। যদি উন্নয়নশীল দেশে আইসিটি ভিত্তিক শিল্পোদ্যাগ খরচে না পোষাতে পারে তাহলে তাকে অন্য ধরনের বা ভিন্ন রকম কিছু করতে হবে অন্য শিল্পোদ্যোগীর তুলনায়, - নতুন সামগ্রী বা পরিষেবা প্রস্তুত করতে হবে। অবশ্য ছোট শিল্পোদ্যোগের ক্ষেত্রে এটা মুশিকল কারণ এরা স্বাভাবিক ভাবে অনুসরণই করে থাকে। এদের টিঁকে থাকতে হলে বাজারের বিশেষ অংশ বেছে নিতে হবে।

সারণি ৭-তে আছে নানাধরণের পরিকল্পনার কথা যা মহিলাদের আইসিটি ভিত্তিক শিল্পোদ্যোগের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এছাড়াও আছে নির্দিষ্ট প্রয়োজনীয় আবশ্যকতা ও কাজকর্ম।

সারণী-৭ মহিলাদের আইসিটি-ভিত্তিক শিল্পোদ্যোগের জন্য পরিকল্পনাগত বিভিন্ন দিক

পরিকল্পনা	নির্দিষ্ট চালনাগত আবশ্যকতা	নির্দিষ্ট পদক্ষেপ	উদাহরণ
১। বর্তমান ক্রেতাদের কাছে বিক্রি-বাট্টা বাড়ানো।	অর্ডারের পুনরাবৃত্তির ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদান। ক্রেতাদের আস্থা বাড়ানো, সামগ্রী বা পরিষেবার সম্ভার বৃদ্ধি।	বর্ধিত বিজ্ঞাপন ও প্রচার। উন্নততর যোগাযোগ উন্নততর ক্রেতা পরিষেবা। সামগ্রী পরিষেবার ক্ষেত্রে বৃদ্ধি।	পিসি প্রস্তুত ও বিক্রয়কারী শিল্পোদ্যোগ, নেটওয়ার্কিংও বিক্রি ও সংস্থাপন করতে পারেন, উক্ত ক্রেতাদের সফটওয়্যার ও ট্রেনিং দিতে পারেন।
২। বর্তমান বা নতুন বাজারে নতুন ক্রেতাদের চিহ্নিত করে বিক্রিবাট্টা বাড়ানো।	ঘরোয়া বাজার বৃদ্ধি। রপ্তানির বাজার খুঁজে নেওয়া। বিপণন দক্ষতা বাড়ানো।	উন্নততর বাজার সংক্রান্ত তথ্য। ব্যবসায়িক প্রদর্শনে উপস্থিত থাকা। পরিধি বাড়িয়ে উন্নত ভাবে ব্যবসায়িক সংযোগ বৃদ্ধি।	একজন ইন্টারনেট পরিষেবা ব্যবস্থাপক তার ভৌগোলিক সীমানা বাড়াতে পারেন কাছাকাছি শহরের ক্রেতাদের আকর্ষণ করে।
৩। সামগ্রী ও পরিষেবার বহুমুখীকরণের মাধ্যমে বিক্রি বাট্টা বৃদ্ধি।	নতুন সামগ্রী বা পরিষেবার উন্নয়ন।	বাজার গবেষণা, পরামর্শদাতা এবং/অথবা প্রযুক্তি-সহায়ককে ব্যবহার।	একটি টেলিসেন্টারও প্রশিক্ষণমূলক ভূমিকা নিতে পারেন বা সফটওয়্যার সমাধান বিক্রি করতে পারেন।
৪। বর্ধিত অভ্যন্তরীণ দক্ষতার মাধ্যমে লাভ বৃদ্ধি।	নির্দিষ্ট খরচ নিয়ন্ত্রণ, হ্রস্বতর সময়, অধিকতর নমনীয়তা, বর্ধিত সামর্থগুণমান নিয়ন্ত্রণ।	মানের সঙ্গে সামঞ্জস্য। কর্মীদের অংশগ্রহণ, প্রশিক্ষণ ও দক্ষতার উন্নয়ন।	একটি ডেটাএন্ট্রি শিল্পোদ্যোগের ২৪ ঘন্টার শিফট ও নমনীয় কাজের সময়ের প্রবর্তন।
৫। বিনিয়োগের খরচ কমানোর মাধ্যমে লাভ বৃদ্ধি।	বহিস্থ সরবরাহ শৃঙ্খল সংক্রান্ত দক্ষতার উন্নতি সাধন।	উন্নততর ক্রয়, কর্মী/সঙ্গতি পরিকল্পনা, প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়ন।	একটি মাইক্রো-শিল্পোদ্যোগ উন্নয়ন সফটওয়্যার উন্মুক্ত উৎসে রূপান্তরিত হতে পারে।

৪.ঘ. মহিলা আইসিটি ভিত্তিক উদ্যোগের জন্য অন্যান্য উপযুক্ত পদ্ধতি

৪(গ) -তে ব্যবসা কেন্দ্রিক পরামর্শ দেওয়া আছে এতে স্বীকার করা হয়েছে যে মহিলাদের জীবিকার ক্ষেত্রে আইসিটি ক্ষেত্রের ব্যবসার একটি ইতিবাচক ভূমিকা আছে। এছাড়া অবশ্য আইসিটি ভিত্তিক শিল্পোদ্যোগজনিত অগ্রসরমান দেশের দরিদ্র সম্প্রদায়ের মহিলারা যেসব অবস্থার সম্মুখীন হয় সেইগুলো নিয়ে আলোচনা করা উচিত। এই পরিচ্ছদের পরামর্শ পত্রগুলোতে এই আলোচনা করা হয়েছে। বিশেষ করে লিঙ্গজনিত বিষয়গুলো আলোচনা করা হয়েছে যেগুলো ব্যবসার ক্ষেত্রে আমরা মাঝে মাঝেই ভুলে যাই।

লিঙ্গ বিষয়ক পরামর্শপত্র ১ ঃ লিঙ্গ সচেতনতা

মহিলাদের আইসিটি ভিত্তিক উদ্যোগ পরিচালনা বা সমর্থনের জন্য লিঙ্গ-নির্দিষ্ট বিষয় ও কারণগুলি বিবেচনা খুব জরুরি কারণ এইসব ক্ষেত্রে মহিলারা সংখ্যালঘু। যদিও এইসব শিল্পোদ্যোগীদের যেসব সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় তা পুরুষ ও মহিলাদের ক্ষেত্রে একই, আবার অনেক সমস্যা হয়তো শুধুই মহিলাদের। এইসব বিষয় এই পুস্তিকার অন্যত্র আলোচিত হয়েছে তবুও সংক্ষেপে এখানে আলোচিত হয়েছে ঃ-

- প্রযুক্তির ধরণে "নন জেন্ডার নিউট্রাল"; অন্য কথায় বলতে গেলে আইসিটি-এর প্রভাব মহিলা ও পুরুষদের জীবনে ভিন্ন ভিন্ন।
- আইসিটি-এর সঙ্গে জড়িত হওয়ার অর্থ শুধু অংশগ্রহণ করা নয়, নিয়ন্ত্রণ করাও।
- আইসিটি-এর সঙ্গে জড়িত হওয়ার ক্ষেত্রে লিঙ্গ বৈষম্য সারা বিশ্বেই একক অর্থাৎ সর্বত্রই মহিলারা সংখ্যায় কম, এবং
- লিঙ্গ সম্পর্কিত বিষয়াদি আশেপাশের পরিবেশের সঙ্গে জড়িত।

আইসিটিতে মহিলাদের উপর প্রভাব বিস্তার সম্পর্কে শিল্পোদ্যোগী ও সংস্থার সতর্ক থাকা খুবই জরুরি। অবশ্যই বিবেচ্য কতকগুলি বিষয় হল ঃ

- মহিলারা নানারকম ভুমিকা পালন করে থাকে ও ভূমিকাগুলি পরস্পরকে প্রভাবিত করতে পারে ঃ

এইসব ভূমিকাগুলি নানা ক্ষেত্রে যেমন পরিবার, ব্যবসা/আয়, ও সমাজে এবং এর প্রভাব মহিলাদের পেশা বেছে নেওয়ার সিদ্ধান্ত প্রভাবিত করতে পারে। সে এমন কাজ বেছে নেয় যা তাকে নানা ভূমিকাই সুষ্ঠুভাবে পালন করতে সাহায্য করে। এছাড়াও বোঝার চেষ্টা করতে হবে যে, মহিলারা কতখানি যুক্ত আইসিটি-ভিত্তিক উদ্যোগের সঙ্গে। শুধু অংশগ্রহণ করাই শেষ কথা নয়। আইসিটি-তে প্রকৃতরূপে নিযুক্ত মহিলাদের সঠিকভাবে মূল্যায়ন করতে হলে অনেক ক্ষেত্র নিয়ে ভাবতে হবে যেমন ঃ

- আইসিটি ব্যবহারকারী হিসেবে অংশগ্রহণকারী কিনা,
- আইসিটি নিয়োগে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী ও নিয়ন্ত্রণকারী হিসেবে অংশগ্রহণকারী কিনা,
- হার্ডওয়্যার ও সফ্টওয়্যার কম্পোনেন্ট ডিজাইন করা ও ব্যবহার করার ক্ষেত্রে জড়িত কিনা,
- প্রশিক্ষণ ও শিক্ষামূলক কর্মসূচিতে আগ্রহী ও অংশগ্রহণে ইচ্ছুক কিনা,
- আইসিটি পেশার সমস্ত স্তরে আইসিটি কর্মসংস্কৃতিতে সাফল্যের সঙ্গে অংশগ্রহণ করছেন কিনা। মহিলাদের বাস্তব প্রয়োজন ও কারণকৌশলগত চাহিদা কতটা পূরণ করা হয়েছে তা বোঝা। বর্তমান ক্ষমতা সংক্রান্ত পরিকাঠামোর মধ্যে মহিলাদের সমাজ স্বীকৃত ভূমিকার গন্ডির মধ্যে বেঁচে থাকার প্রয়োজন সম্পর্কে মূল্যায়ন করলেই হবে না, সমাজে সাধারণভাবে তাদের ক্ষমতাদান এবং প্রয়োজনে বর্তমান ক্ষমতার পরিকাঠামোকে চ্যালেঞ্জ করতে হবে।

মহিলা শিল্পোদ্যোগীরা যা করতে পারে ঃ

নিজেদের শিল্পোদ্যোগের মধ্যে লিঙ্গ সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে মহিলারা কিছু পদক্ষেপ নিতে পারেন।

- *মহিলাদের সমস্যা নির্ণয়* - শিল্পোদ্যোগের সক্রিয় মহিলারা কিছু কিছু সংস্কৃতিক ও সামাজিক বাধার জন্য সংকুচিত হয়ে থাকে বা তাদের ভূমিকা নানাভাবে প্রভাবিত হয়। অনেক সময় মহিলাদের পক্ষে খুব দূরে গিয়ে কাজ করা কঠিন হয়ে পড়ে। তাই তাদের কাজের ক্ষেত্রে কিছু নমনীয় পদ্ধতি অবলম্বন করা উচিত।
- *সামর্থ্য তৈরি* - মহিলাদের চাই আরও উন্নত আইসিটি প্রশিক্ষণ এবং শিল্পোদ্যোগগত দক্ষতার প্রশিক্ষণ। আরও যথপোযুক্ত প্রশিক্ষণ তৈরি করতে হবে তাদের প্রয়োজন অনুসারে এবং জীবনভোর শিক্ষালাভে উৎসাহিত করতে হবে। জ্ঞান ভাগ করে নেওয়ার জন্য তাদের একত্র করতে হবে।
- *দক্ষতা তৈরি* - মহিলাদের জ্ঞান, দক্ষতা, আত্মবিশ্বাস ইত্যাদি সবই প্রয়োজন সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য। সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী সংস্থা ও দায়িত্বের ক্ষেত্রে এদের নিযুক্ত করতে হবে।

- অন্যান্য মহিলাদের গুরুত্ব দিতে হবে - সাধারণভাবে স্বনিযুক্ত, কমবয়সী ও অনভিজ্ঞ মহিলাদের গুরুত্ব দেওয়া হয় না। ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ও আত্মবিশ্বাস বাড়ানোর উদ্দেশ্যে সংযোগ ব্যবস্থা দৃঢ় করা।
- ভূমিকায় সামঞ্জস্য আনা - অধিকাংশ সমাজেই মহিলাদের পরিবার, শিশুপালন ও ঘরোয়া কাজকর্মের দায়িত্ব নিতে হয়, মহিলাদের এতকিছু একসঙ্গে করতে হয় তাই তাদের সমস্যার কথা ভাবতে হবে। কাজের সময়সীমা ইত্যাদি এইসবে তাদের উপযুক্ত করতে হবে।

সংস্থা যা করতে পারে

বিভিন্নভাবে সংস্থারা মহিলাদের আইসিটি -ভিত্তিক উদ্যোগে ক্রেতাদের লিঙ্গ সংক্রান্ত প্রয়োজনে সাড়া দিতে পারে

- মহিলা শিল্পোদ্যোগীদের সামাজিক দায়িত্ব সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হয়ে তাদের কর্মসূচী প্রশিক্ষণের সময় সূচিতে আরও নমনীয়তা আনতে পারে।
- মহিলাদের জন্য নির্দিষ্ট প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর ব্যবস্থা করতে পারে।
- প্রশিক্ষণ ব্যবস্থায় লিঙ্গ নির্দিষ্ট বিষয়বস্তু অন্তর্ভূক্ত করতে পারে।
- মহিলা শিল্পোদ্যোগীর জন্য প্রশিক্ষণ মডিউলে আইসিটি লিঙ্গ সম্পর্কিত বিষয় সম্পর্কে আলোচনা অন্তর্ভূক্ত করতে পারে।
- যেসব বাধার সম্মুখীন হতে হয় সেই সম্পর্কে নীতি নির্ধারকদের সচেতন করতে পারে।
- প্রযুক্তি সম্পর্কে মহিলাদের জ্ঞান অর্জন করতে ও এই সম্পর্কে মনন তৈরি করতে উৎসাহিত করতে হবে। এতে তারা শিক্ষালাভ খুব সহজ মনে করবে না ও সম্ভাব্য অসুবিধা সম্পর্কে সচেতন হবে।
- মহিলাদের কাছে প্রযুক্তি সম্পর্কে কথা বলা ঃ তাদের সঙ্গে যুক্ত সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলির ক্ষেত্রে প্রযুক্তি ববহারের কথা বলতে হবে।
- ঋণ প্রদত্তকারী/অর্থসংস্থানকারী উৎসগুলির সঙ্গে যোগাযোগ করে দিতে হবে।
- মহিলাদের অন্যন্য পরিষেবার ক্ষেত্রে যোগাযোগ করার ব্যাপারে সহায়তা করতে হবে।
- মহিলা শিল্পোদ্যোগীদের নেটওয়ার্ক তৈরি করার সুযোগ দিতে হবে।

লিঙ্গ বিষয়ক পরামর্শপত্র ২ঃ কাজ, গৃহস্থালি ও সমাজ

যখন শিল্পোদ্যোগ সংস্থা মহিলাদের আইসিটি-ভিত্তিক শিল্পোদ্যোগকে সমর্থন করবে তখন তাঁদের অবশ্য লিঙ্গজনিত সমস্যাগুলো বিবেচনা করতে হবে। লিঙ্গ বৈষম্যের মূল কথা মহিলা ও পুরুষদের চেহারাগত, আচরণগত ও কর্মগত পার্থক্য। সব সমাজের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই এই বৈষম্য প্রভাব ফেলে। পরিকল্পনার দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে লিঙ্গ বৈষম্য বিচার করলে ও লিঙ্গ ভিত্তিক প্রয়োজনের কথা বিচার করলে আরও ভালো হয় কারণ একটি সমাজে মহিলাদের অবস্থান ও ক্ষমতাপ্রাপ্তি এবং বাস্তবিক লিঙ্গগত প্রয়োজন বুঝিয়ে দেয় মহিলাদের নির্দিষ্ট বাস্তবিক চাহিদা কি কি হতে পারে যেমন ঋণ, প্রযুক্তি, শিক্ষাগত লাভ ইত্যাদি। একটি সহায়ক সংস্থা যথেষ্ট সাহায্য করতে পারে তবে মহিলা ও পুরুষদের পার্থক্য সম্পর্কে হয়তো সমাধান আনতে পারবে না।

মহিলাদের পক্ষে আরও ভালো হবে যদি তারা 'ত্রৈমাত্রিক' ভূমিকা পালন করছে - এই দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিচার করে। প্রথম ভূমিকা হল তাদের কাজের স্থানে, দ্বিতীয় তাদের পরিবার ও ঘর সংসারে এবং তৃতীয় তাদের সামাজিক ভূমিকা। এই প্রতিটি ভূমিকাই আমরা আর একটু বিশদভাবে আলোচনা করতে পারি।

কাজের স্থান ঃ কাজের ক্ষেত্রে মহিলা শিল্পোদ্যোগীদের আইসিটি শিল্পোদ্যোগের ক্ষেত্রে এমন কিছু সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় যা একেবারেই আভ্যন্তরীণ দিকগুলি প্রযুক্তি, ঋণ, কর্মী/দক্ষতা, পরিকাঠামো, বিপণন ও ব্যবসায়িক পরিকল্পনা সংক্রান্ত। অবশ্য মহিলাদের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কিছু বাধা এমন হতে পারে যা সামাজিক নিয়ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

- দেরি পর্যন্ত কাজ করা বা রাতে কাজ করতে না পারা।
- দূরের জায়গায় একা ঘোরাফেরা অথবা রাতে ভ্রমণ করা।
- কাজের জন্য বেশি সময় না দিতে পারা বিশেষ করে যারা গৃহস্থালি দায়িত্ব পালন করা।

তাই, সাধারণভাবে মহিলারা দেরিতে কাজ করার অসুবিধার জন্য বা তত্ত্বাবধানমূলক কাজের জন্য পুরুষ বা পরিবারের সদস্যদের উপর নির্ভরশীল। কাজের ক্ষেত্রে এদের সাহায্য তাদের প্রয়োজন হয়। বিশেষতঃ কম বয়সী মহিলাদের ক্ষেত্রে এটা একটু অসুবিধেজনক।

ঘর সংসার ঃ ঘর সংসারের ক্ষেত্রে মেয়েদের ক্ষমতা বা ক্ষমতাহীনতার বিষয় উঠে আসে। মেয়েদের ঘরগৃহস্থালি বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সামর্থ্য সীমিত।

- ঘর সংসারের খরচ নির্বাহ করার ক্ষেত্রে চাপ সৃষ্টি।
- বিয়ের পরে বা সন্তানের মা হবার পরে কাজ ছেড়ে দেওয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি বা এই চাপ ঘরের লোকদের কাছ থেকেও আসে যারা ঘরের কাজে তাদের কাছে বেশি সহায়তা চায়।

সমাজ ঃ সমাজে ধর্ম, সংস্কৃতি বা অবস্থান কর্তৃক সৃষ্ট সমাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে সামাজিক নিয়মাবলী। এই সব সামাজিক নিয়ম অনেকাংশে মেয়েদের নানা ব্যাপারে নিয়ন্ত্রিত করে - তারা কাজ করবে কিনা, বা কি ধরণের কাজ তারা করবে বা তাদের পছন্দসই কাজ করার ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করা। একটি আইসিটি ভিত্তিক শিল্পোদ্যোগে স্ব-নিযুক্ত হওয়া, উপযুক্ত কাজ হিসেবে ধরা হয় না কারণ আয়ের সুনিশ্চয়তা নেই, নানাধরণের ক্রেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে হয়, সামাজিক নিয়ন্ত্রণ রাখা যায় না ইত্যাদি।

সহায়তা নানাভাবেই করা যায় ঃ

- স্বনিযুক্তি হওয়ার গুরুত্ব প্রচার বিশেষ করে কমবয়সী বেকার মহিলাদের ক্ষেত্রে।
- আইসিটি-ভিত্তিক শিল্পোদ্যোগের মধ্যে নমনীয়তার প্রয়োজনে তথ্যের ব্যবস্থা যার ফলে রাতের দিকে বা অনেক দেরিতে কাজ করতে হতে পারে।
- মহিলা শিল্পোদ্যোগীদের সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে সামাজিক সংযোগ ও গৃহস্থালী সংযোগ -এর সুবিধা প্রধান এবং তাঁদের সমাজে আদর্শ মহিলা হিসেবে চিহ্নিতকরণ।
- যেসব ক্ষেত্র স্ত্রী-পুরুষের ভিন্নতা ও সামাজিক বাধা নিয়ে কাজকর্ম করে তাদের সংযোগ ব্যবস্থা বৃদ্ধি।
- রাত পর্যন্ত কাজ করা এবং যাতায়াত সম্ভব করে তোলার জন্য আভ্যন্তরীণ সুবিধা প্রদান অর্থাৎ নিরাপত্তা, পরিবহন।
- কর্মরত মহিলাদের ঘরসংসারের কাজে উৎসাহ প্রদান এবং যেসব সামাজিক চাপে তারা আছে সেগুলো শনাক্ত করা।
- বিশেষ প্রয়োজন অর্থাৎ শিশুপালন, বয়স্কদের যত্ন ও চিহ্নিত করা ও পরিবার অনুকূল রীতিনীতি অবলম্বন করা, মহিলাদের ক্ষেত্রে স্পর্শকাতর বিষয়ে পদক্ষেপ নেওয়া অর্থাৎ গর্ভবতী থাকাকালীন সবেতন ছুটির ব্যবস্থা করা ইত্যাদি।

লিঙ্গ বিষয়ক পরামর্শপত্র ৩ ঃ আর্থিকগতভাবে চাপ বা প্রতারণা সংক্রান্ত ঘটনা হ্রাস করা

আইসিটি-ভিত্তিক ক্ষুদ্র/অতি ক্ষুদ্র উদ্যোগে প্রবেশ করে দরিদ্র মহিলারা নিজের ও পরিবারের জন্য জীবিকা নির্বাহের চেষ্টা করে থাকে। অবশ্য তাদেরকেও অর্থনৈতিক দিক থেকে প্রতারিত হতে বা চাপ নিতে হয় এবং তার যথেষ্ট সুযোগও আছে। দরিদ্র মহিলাদের জন্য অর্থনৈতিক চাপ যেভাবে সৃষ্টি হয় -

- একটি উপার্জন উৎসের উপর সকলের নির্ভরশীলতা।
- চাহিদা কমে গেলে উপার্জনের পথ বন্ধ হয়ে যাবার সম্ভাবনা।
- শিল্পোদ্যোগ ব্যবসা করতে না পারলে তাদের জীবিকার্জন সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা।
- কম পারিশ্রমিকে দীর্ঘসময়ের জন্য কাজ করা।
- অসুস্থতার দরুণ কাজ করতে সম্ভবপর না হওয়া।
- সময় ও শক্তির অপচয় যা অন্য আরও স্থায়ী উপার্জনের ক্ষেত্রে সম্ভব হলে সরাসরি ব্যবহার করা যায়।

আইসিটি-ভিত্তিক কাজের ক্ষেত্রে এগুলো প্রযোজ্য কারণ আইসিটি বাজার যথেষ্টই পরিবর্তনশীল। আইসিটি-ভিত্তিক উদ্যোগে কাজ করার ঝুঁকি মহিলারা ব্যক্তিগতভাবে বা সংঘবদ্ধভাবে কমাতে পারে। এককভাবে মহিলারা যেসব পদক্ষেপ অবলম্বন করতে পারে -

- একাধিক শিল্পোদ্যোগের জন্য কাজ করতে পারে। তাদের এমন অবস্থায় থাকা উচিত যা তাদের একাধিক শিল্পোদ্যোগের মধ্যে যাতায়াত করতে সাহায্য করবে ও কাজ আসা মাত্রই হাতে কাজ পেয়ে যাবে।
- নির্দিষ্ট কিছু ক্ষেত্রে দক্ষতা বাড়ানো যথা স্থানীয়ভাবে জনপ্রিয় এমন কোন সফ্টওয়্যার প্রয়োগ বা আইটি পরিষেবার প্রশিক্ষণ নেওয়া। তাদের দক্ষতার চাহিদা থাকলে তারা এক জায়গায় কাজ গেলেও আর এক জায়গায় তা সহজেই পেয়ে যাবে।
- উপার্জনের পথ বহুমুখী করে তোলা অর্থাৎ উপায় করার অন্যান্য পথ খোলা রাখা, তার জন্য সময় ও শক্তি ব্যয় করা ও আইসিটি-ভিত্তিক শিল্পোদ্যোগ সংক্রান্ত কাজকর্মের উপরই শুধু নির্ভরশীল না থাকা।

একসঙ্গে যেসব পদক্ষেপ হাতে নেওয়া যায় ঃ

- কোন মহিলা গোষ্ঠির অংশিদার বা সদস্যা হওয়া যারা স্থানীয় ভাবে তাদের পরিষেবা বিক্রি করতে পারে। তারা নিজেরাই সংগঠিত হতে পারে বা কোন স্থানীয় শিল্পোদ্যোগের সমর্থনে কাজ করতে পারে বা সমবায় উদ্যোগ গড়ে তুলতে পারে। (পরিচ্ছদ ২-তে আদর্শ ভারতীয় শিল্পোদ্যোগ বর্ণিত আছে)
- দরিদ্র মহিলাদের জন্য ক্ষুদ্র আর্থিক সহায়তামূলক কাজকর্মের অংশীদার হওয়া, দরিদ্রদের জন্য অর্থ সাশ্রয়, ঋণ পাওয়া ও নানারকম বিমা করার সুযোগের ব্যবস্থা করার জন্য এই প্রচেষ্টা। এই ধরণের ঋণ বা আর্থিক সহায়তা যেসব মহিলারা সদস্য তাদের দলগত আর্থিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে দেয়।

যদি মহিলারা আইসিটি ভিত্তিক শিল্পোদ্যোগে আরও জড়িয়ে পড়ে তাহলে এই ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের ঝুঁকি কমানোর পদক্ষেপ নেওয়া সমীচিন। এই ক্ষেত্র প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল, প্রতিযোগিতা ভিত্তিক ও মহিলাদের অনেকটা সময় নিয়ে নেয়। সংস্থাগুলি এই ক্ষেত্রে কর্মরত মহিলাদের দলগতভাবে সহায়তা করার জন্য কিছু পদক্ষেপ অবলম্বন করতে পারে।

- সংস্থাগুলি স্থানীয়ভাবে কর্ম সংস্থানের ধারার সমিক্ষা করতে পারে এবং মহিলা কর্মীদের বিশেষ প্রয়োজন ও নানারকম চাপ সংশ্লিষ্ট তথ্য সংগ্রহ করে তা স্থানীয়ভাবে প্রাপ্যতাযোগ্য করে তুলতে পারে।
- সংস্থাগুলি মহিলাদের একত্রে আনতে পারে আইসিটি ভিত্তিক কর্মীদের সংগঠন বা শিল্পোদ্যোগ তৈরি করার জন্য। প্রথমটির ক্ষেত্রে প্রয়োজন সংঘবদ্ধ মহিলা কর্মী এবং দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে প্রয়োজন মহিলা শিল্পোদ্যোগী যারা অন্যদের পরিষেবা দিতে আগ্রহী। এরা মহিলাদের আইসিটি-ভিত্তিক শিল্পোদ্যোগীদের ব্যবসায়িক সংগঠনের মতোই কাজ করবে।
- সংস্থাগুলি বৃহৎ বেসরকারি ক্ষেত্রের ক্রেতাদের ও সরকারি দপ্তরকে চাপ দিতে পারে আইসিটি-ভিত্তিক শিল্পোদ্যোগে দরিদ্র মহিলাদের জন্য কাজের সুযোগ করে দেওয়া। এটা করা যাবে বিভিন্নভাবে কাজ করার জন্য অনুকূল পরিবেশ তৈরি করার মাধ্যমে (যেমন নমনীয় কাজের সময় ও আংশিক সময়ের জন্য কাজের সুযোগ তৈরি করা)। আইসিটি-ভিত্তিক শিল্পোদ্যোগে দেওয়া ঠিকাচুক্তির মধ্যে এইসব আবশ্যকতা লিখে দিতে হবে।

লিঙ্গ বিষয়ক পরামর্শপত্র ৪ ঃ মহিলাদের জন্য প্রযুক্তিগত দক্ষতা

আইসিটি-ভিত্তিক শিল্পোদ্যোগের কাজের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জনের উদ্দেশ্যে মহিলাদের বিশেষ কিছু চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হয়। এগুলোর মধ্যে আছে ঃ

- বিশ্বব্যাপী শ্রমবিভাজন ঃ উন্নয়নশীল দেশে মহিলাদের নিরবিচ্ছিন্নভাবে এমন কাজ দেওয়া হয় যার জন্য প্রয়োজন ন্যূনতম স্তরের দক্ষতা ও সর্বনিম্ন পারিশ্রমিক। আইটি ক্ষেত্রেও এই কথাই সত্যি।
- আইসিটি ভিত্তিক দক্ষতা অবশ্য আইসিটি ভিত্তিক উদ্যোগের ক্ষেত্রেই গুরুত্বপূর্ণ। ওয়ার্ড প্রসেসিং-এর মতো কিছু মৌলিক দক্ষতা কিছু কিছু শিল্পোদ্যোগের ক্ষেত্রে যথেষ্ট - যেগুলি মহিলা পরিচালিত। তবে অন্যান্য শিল্পোদ্যোগের ক্ষেত্রে প্রয়োজন আরও উচ্চস্তরের দক্ষতা ও জ্ঞান। যেমন ডেটাবেস ও ই-কমার্স প্রয়োগ - খুব কম মহিলারই এই দক্ষতা আছে।
- মহিলারা যদি আরও উঁচু স্তরের দক্ষতা অর্জন করতে চান তাহলে (যেমন আইসিটি ভিত্তিক শিল্পোদ্যোগের ক্ষেত্রে প্রয়োজন) তাদের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতার যথেষ্ট প্রয়োজন, তবুও শিক্ষাব্যবস্থার সব স্তরেই পৃথিবী ব্যাপী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে মহিলাদের থেকে পুরুষদের অংশগ্রহণ অনেক কম।
- মহিলাদের সামর্থ্য বৃদ্ধির জন্য প্রচুর সময় ও নিরবিচ্ছিন্ন পরিকল্পনা অবলম্বন করতে হবে কারণ প্রযুক্তির দ্রুত পরিবর্তন ঘটে এবং দক্ষতা অতি দ্রুতই পুরনো হয়ে যায়।
- মহিলাদের সত্যিই যদি আইসিটি-ভিত্তিক শিল্পোদ্যোগে আরও উন্নত কিছু করে দেখাতে হয় তাহলে আইসিটি সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীদের ও পরিকল্পনাকারীদের সমর্থন ও সহায়তা তাঁদের প্রয়োজন। তবুও বিকাশশীল দেশে আইসিটির দ্বায়িত্বে যারা আছে , সেইসব ভারপ্রাপ্তদের মধ্যে মহিলাদের সংখ্যা নিতান্তই কম। ২০০১ সালে এই পরিসংখ্যান ছিল মাত্র ৫%।
- কম্পিউটার বিশ্বের প্রতিচ্ছবি ও কর্মসংস্কৃতি এবং মহিলাদের অবস্থান হয়ত আইসিটি তে কাজ বেছে নেওয়ার ক্ষেত্রে মহিলাদের বাধার সৃষ্টি করছে।

এইসব চিন্তাভাবনা করলে বোঝা যাবে আইসিটি ভিত্তির শিল্পোদ্যোগের মহিলাদের উপর কি প্রভাব পড়ছে। নিম্নোক্ত কিছু কাজকর্ম মহিলাদের এইসব বাধা অতিক্রম করতে সাহায্য করবে এবং তাদের যথোপযুক্ত দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা অর্জনেও সহায়তা করবে।

শিল্পোদ্যোগগুলি কি করতে পারে

- সামর্থ্য তৈরি ঃ উন্নত আইসিটি প্রশিক্ষণ তৈরি করা ও শিল্পোদ্যোগ সংক্রান্ত দক্ষতা গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজনিয় প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা। কাজের স্থানেই দক্ষতা গড়ে তোলার ব্যবস্থা করতে হবে। আইসিটি -তে দক্ষতা ও অন্যান্য বিষয় ভাগ করে নেওয়ার জন্য অনলাইন নেটওয়ার্ক ও বাস্তব জগতের সঙ্গে সম্যক পরিচয়। আইসিটি দক্ষতা বাড়ানোর জন্য মহিলা কেন্দ্রিক প্রশিক্ষণ প্রকল্প বা স্কলারশিপের খোঁজ খবর করা উচিত।
- দায়িত্ব গড়ে তোলা ঃ শিল্পোদ্যোগের মধ্যে উত্তমস্তরের দায়িত্ব গড়ে তোলার অর্থ জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি। দায়িত্ব গড়ে তোলার পথ খুঁজে নেওয়া অনেক সাহায্য করবে অর্থাৎ পৃষ্ঠপোষকতা, বাইরের সংস্থার কাছ থেকে সহায়তা পাওয়া, কর্মীদের অন্য উদ্যোগে স্বল্প সময়ের জন্য কাজ করতে দেওয়া, অন্য আইসিটি ভিত্তিক শিল্পোদ্যোগের সঙ্গে কাজকর্ম করা ইত্যাদি।
- চ্যালেঞ্জের ধরন ঃ আইসিটি দক্ষতা বাড়াতে চান এইরূপ মহিলাদের উৎসাহ ও সহায়তা প্রদান করা এবং যারা মনে করেন উন্নতমানের আইসিটি কাজকর্ম কেবল পুরুষরাই করতে পারে তাদের চ্যালেঞ্জ বা মোকাবিলা করা।

সংস্থারা কি করতে পারে

সংস্থারা বিভিন্নভাবে মহিলা ক্রেতাদের প্রয়োজনে সাড়া দিতে পারে যেমন ঃ

- মহিলাদের জন্য প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণ মূলক কর্মসূচীর ব্যবস্থা করা যায় উচ্চস্তরের আইসিটি দক্ষতা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা ও তাদের কাছে তা পৌঁছে দেওয়া।
- প্রশিক্ষণের মধ্যে মহিলাদের জন্য নির্দিষ্ট কিছু বিষয় অন্তর্ভূক্ত করা যা আইসিটি দক্ষতা প্রাপ্যতার ক্ষেত্রে মহিলাদের উৎসাহ দেবে, অনুপ্রেরণা দেবে। এর মধ্যে থাকবে উচ্চস্তরের দক্ষতা এবং যেসব বাধার সম্মুখীন হয় তারা তার স্বীকৃতি।
- বাইরে থেকে অর্থসংস্থান করা ও সমর্থন আর্থিক পাওয়া - যেমন সরকার বা কোনো দাতার কাছ থেকে - এমন কিছু প্রকল্পের জন্য যা বিশেষভাবে মহিলাদের দক্ষতা বাড়াতে সাহায্য করবে।
- আইসিটি অভিজ্ঞতা ও বিশেষজ্ঞতার জন্য মহিলাদের জন্য দক্ষতা/জ্ঞানের ফোরামের সৃষ্টি করা।

অন্যান্য প্রচেষ্টা গড়ে তোলা - পৃষ্ঠপোষকতা, আংশিক সময়ের জন্য করা - এর ফলে মহিলারা আইসিটি-ভিত্তিক উদ্যোগে আইসিটি দক্ষতা আরও ভালোভাবে প্রয়োগ করতে পারবে।

৫. আইসিটি-ভিত্তিক শিল্পোদ্যোগে মহিলাদের সমর্থন ও মূল্যায়ন ঃ সংস্থার দৃষ্টিভঙ্গী

এই পরিচ্ছেদ আপনার উদ্দেশ্যে - আপনিই সমর্থনকারি সংস্থা - আপনি আইসিটি-ভিত্তিক শিল্পোদ্যোগে মহিলাদের আরও উন্নত করার জন্য উৎসাহ প্রদানের পথ নির্দেশ দিয়ে থাকেন। বিভিন্ন ধরনের সংস্থার উদাহরণ ব্যবহার করে বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে কি ধরণের সমর্থন উপকারে আসবে এবং তা কিভাবে তা প্রদান করা যেতে পারে।

৫ ক. সহায়তা প্রদানকারি সংস্থা কি?

পরিচ্ছদ ২ তে আমরা দেখেছি মহিলাদের বিভিন্ন ধরণের আইসিটি ভিত্তিক শিল্পোদ্যোগ আছে, আছে বিভিন্ন ধরণের সহায়তা প্রদানকারি সংস্থাও। তাদের আকার, আকৃতি, খরিদ্দারের ধরণ, সামাজিক-অর্থনৈতিক লক্ষ্য, অর্থসংস্থানের উৎস নীতি, প্রভাবের ক্ষমতা ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। সহায়তা প্রদানকারি সংস্থা বিভিন্ন ধরণের হতে পারে, যেমন ঃ-

- আন্তর্জাতিক এনজিও
- জাতীয়/স্থানীয় এনজিও
- সমবায়িকা
- ব্যাঙ্ক
- সরকারি সংস্থা
- ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান/বেসরকারি ক্ষেত্র।

দুটি সংস্থার রূপরেখা দেওয়া হল ঃ

- বিজি ইনকিউবেটর ঃ ঘানাতে একটি বেসরকারি ক্ষেত্রের মধ্যে স্বল্পমেয়াদী অনুদান নির্ভর সংস্থার যাদের লক্ষ্য আইসিটি নিয়োগ ও শিল্পোদ্যোগ সংক্রান্ত দক্ষতার মাধ্যমে স্থায়ী শিল্পোদ্যোগ গড়ে তোলা।
- কুদুম্বশ্রী ঃ ভারতের কেরালাতে রাজ্য স্তরে দারিদ্র্য দূরীকরণ মিশন - এদের উদ্দেশ্য দশ বছর মেয়াদ ধরে দরিদ্র মহিলাদের ক্ষমতাদানের মাধ্যমে শিল্পোদ্যোগ সমর্থন প্রদান। এই সব উদাহরণের মাধ্যমে সাহায্যকারী সংস্থা কি কি ধরনের হতে পারে তা বোঝা যাবে। সহায়তা প্রদানকারী সংস্থা হলে আপনাদের ভাবতে হবে আপনি কি কি ক্ষেত্রে সহায়তা দিতে পারেন - আর্থিক, প্রযুক্তিগত, ব্যবসায়িক প্রশিক্ষণ, জ্ঞান ও পরিকাঠামোগত ইত্যাদি।

  এর মধ্যে কিছু কিছু জায়গায় এই সহায়তাগুলি প্রদান করে বেসরকারি সংগঠন এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে দাতা সংগঠন ও সংস্থা। সহায়ক সংস্থাগুলি শিল্পদ্যোগের ক্ষেত্রেও প্রাসঙ্গিক বাজারের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের কাজ করে - যেমন কুদুম্বশ্রী মহিলাদের আইসিটি-ভিত্তিক শিল্পোদ্যোগের ক্ষেত্রে সরকারি কাজের ঠিকা এনে দেয়।

সবশেষে বলা যায় যে গবেষণায় দেখা গেছে সংস্থাগুলো সেইসব শিল্পোদোগের সঙ্গেই ভালোভাবে কাজ করে যারা অনেকটা 'তাদেরই মতন'। বেসরকারি ক্ষেত্রের সংস্থা বেসরকারি ব্যবসায়িক উদ্যোগের ক্ষেত্রে সেরা, এনজিও সমাজ ভিত্তিক শিল্পোদ্যোগের ক্ষেত্রে সেরা। হয়ত এই কারণে যে সংস্থা হিসেবে তাদের কিছু মূল্যবোধ বা নিয়ম রীতিনীতি অনেকটাই এক তবে আপনার প্রভাব একটি শিল্পোদ্যোগের ওপর কতটা পড়ছে এবং কি ধরণের শিল্পোদ্যোগ এর সঙ্গে কাজ করা আপনার পক্ষে শ্রেয় তা বিবেচনা করাও জরুরি।

সংস্থার রূপরেখা ১ ঃ কুদুম্বশ্রী (ভারতবর্ষ)

১০ বছরের মধ্যে দারিদ্র সম্পূর্ণরূপে দূর করার উদ্দেশ্যে ভারত সরকারের সহায়তায় ১৯৯৮ সালে কেরালার রাজ্য সরকার কুদুম্বশ্রী প্রকল্প শুরু করে। কুদুম্বশ্রী প্রকল্পের উদ্দেশ্য হল ঃ

১) দারিদ্র মহিলাদের ক্ষমতা, সামর্থ্য ও আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করা।

২) দারিদ্র পরিবারগুলির মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করা যাতে তারা সমাজভিত্তিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে পারে।

৩) ক্ষুদ্র শিল্পোদ্যোগ গড়ে তোলার জন্য যে সব মহিলাদের মধ্যে কোন একটি বিষয়ে দক্ষতা আছে (যেমন আইটি) যাতে তাদের উন্নতি ও ক্ষমতায়ন হয়।

শিক্ষা ও দক্ষতা এখানকার মানুষের মধ্যে আগে থেকেই থাকার ফলে কুদুম্বশ্রীর ভূমিকা সহায়তাদানকারির ১৯৯৯ সাল থেকে বিভিন্ন সরকারি কাজের ডিজিটাইজেশন, স্কুলে কম্পিউটার প্রশিক্ষণের প্রচলনের ফলে আইসিটি কেন্দ্রিক শিল্পোদ্যোগের সুযোগ তৈরি হয়েছে। বর্তমানে ২৩৪টি মহিলা পরিচালিত আইটি উদ্যোগ ডাটা এন্ট্রি, হার্ডওয়্যার এ্যাসেম্বলিং ও আইটি প্রশিক্ষণের কাজে যুক্ত রয়েছে।

প্রতিষ্ঠানটি যে সব সাহায্য দেয় ঃ

- গোষ্ঠি নির্বাচন ঃ সাক্ষাৎকার ও দক্ষতা পরীক্ষার মাধ্যমে শিল্পোদ্যোগ গড়ে তোলার ইচ্ছার মূল্যায়ন করে স্বনির্ভর গোষ্ঠি থেকে মহিলা নির্বাচন করা হয়।
- আইসিটি শিল্পোদ্যোগ পরিচালনার জন্য প্রাথমিক সামর্থ্য বৃদ্ধি ঃ উদাহরণ হিসাবে বলা যায় হিসাবপত্র করা, সংঘবদ্ধভাবে কিভাবে কাজ করতে হয় তার প্রশিক্ষণ, কর্মী ও শিল্পোদ্যোগের পরিচালন, সাধারণ আইটি প্রশিক্ষণ এবং শিল্পোদ্যোগটির জন্য নির্দিষ্ট আইটি প্রশিক্ষণ।
- ঋণ গ্রহণের সুযোগ করে দেওয়া ঃ (ব্যাঙ্কের ঋণ যা জামানত ছাড়া অসম্ভব) সরকারি ক্ষুদ্র ঋণের অংশ।
- কড়া মূল্যায়ণ ও সতর্ক দৃষ্টি রাখা।
- সরকারি দপ্তর থেকে কাজ জোগাড় করার ক্ষেত্রে মধ্যস্থতা করা ও গুণমানের দিকে বিশেষ নজর রাখা।

সাহায্যগুলি দেওয়ার পদ্ধতি ঃ

- প্রাথমিক ভাবে কিছু সহায়তা দান করা হয় যার জন্য কোনও আর্থিক সাহায্য নেওয়া হয়নি।
- অন্যান্য সমস্ত খরচই আইটি ইউনিটগুলি থেকে নেওয়া হয়।
- কুদুম্বশ্রীর সহায়তা ৪-৫ বছরে ক্রমে কমতে শুরু করেছে, আর ইউনিটগুলি নিজেদের বিক্রয় ও বিপণনের কাজও নিজেরা করছে।

নজরদারি ও মূল্যায়ণ ঃ

- শিল্পোদ্যোগটার কাজকর্মের ওপর কড়া নজরদারি ও মূল্যায়ণ করা হয়। (যেমন - টাকা-পয়সার লেনদেন, ঋণ পরিশোধ, কাজ সময়মত শেষ করতে পারছে কিনা ইত্যাদি) বার্ষিক রিপোর্ট তৈরি করা হয় এবং বৎসরান্তে অডিট করা হয় আর্থিক স্বচ্ছতা বজায় রাখার জন্য।
- ওয়েব ও ই-মেল ব্যবহার করে যোগাযোগ করা হয়, যার ফলে স্বচ্ছতা যেমন বজায় থাকে তেমনই সাফল্যের মাপকাঠি অনুযায়ী প্রচারও পায়।

সমস্যা ঃ

- নজরদারির কাজ কুদুম্বশ্রীর আঞ্চলিক কর্মীরাই করে থাকেন।
- অধিকাংশ কাজের জন্যই কুদুম্বশ্রীর ওপর নির্ভর করে থাকা (ব্যবসা পরামর্শ পত্র ১ দেখুন)।
- কর্মীদের ধরে রাখা ঃ নতুন চাকরি, বিয়ে, বাচ্চার দেখাশুনা এইসব কারণে মহিলারা কাজ করা বন্ধ করে দেন (ব্যবসা পরামর্শপত্র ২)।
- পরিবর্তনশীল প্রযুক্তি ঃ নতুন দক্ষতার যেমন প্রয়োজন, তেমনই প্রয়োজন নতুন হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার কেনা।
- সরকারি দপ্তর থেকে টাকা পেতে দেরি বা কোন কোন ক্ষেত্রে না পাওয়া।

উপযুক্ত পদ্ধতি ও শিক্ষালাভ ঃ

- বিভিন্ন ইউনিটের মধ্যে তথ্যের আদান-প্রদান, পরস্পরের সমস্যার সমাধান, বিভিন্ন ইউনিটে যাওয়া ও লৌকিকতাবর্জিত মেলামেশা।
- কড়া নজরদারি ব্যবস্থা ও মূল্যায়নের ফলে সহজে মহিলাদের কাজের তুলনা করা যায় এবং সমস্যাগুলিও সহজে বোঝা যায়।

যোগাযোগ ঃ spem@asianetindia.com

ওয়েব ঃ www.kudumbashree.com

সংস্থার রূপরেখা ২ ঃ বিজি ইনকিউবেটর (ঘানা)

বিজি ইনকিউবেটর স্থাপনা হয় ২০০৪ সালের অক্টোবর মাসে, ঘানার আক্রা'তে। এরা আফ্রিকার সবচেয়ে বৃহৎ আইসিটি ভিত্তিক বেসরকারি সংস্থা 'বিজি ইন্টারনেট' এর সহযোগীরূপে কাজ করে। কাফেতে ইন্টারনেটের সুযোগ দেওয়া, বিভিন্ন আইসিটি ভিত্তিক উদ্যোগের অফিসের ব্যবস্থা করে সহযোগীতা করা, বাণিজ্যিক কেন্দ্রগুলিতে কম্পিউটার ভিত্তিক কাজগুলির সহায়তা করা প্রভৃতি বিজি ইনকিউবেটরের প্রধান কাজ। এই সকল উদ্যোগগুলি প্রধানতঃ মহিলা কর্তৃক পরিচালিত।

এই সংস্থা সহায়তা করে ঃ

- 'পরিকাঠামোগত' সহযোগিতা ঃ বাণিজ্যের জন্য জায়গা এবং ইলেকট্রিক সমেত ঘর ভাড়ার ভর্তুকি দেয়।
- হাতে কলমে শিক্ষা/অনুশীলন ঃ এই উদ্যোগটি প্রত্যেককে আলাদা করে কম্পিউটারের বিষয়ে হাতে কলমে শিক্ষা ও প্রযুক্তিগত সহায়তা দেয়।
- বাণিজ্যিক পরামর্শের কাজ ঃ বাজার সংক্রান্ত, পরিচালনা ও হিসেব বিষয়ক পরামর্শ দেয় ও আর্থিক সহায়তার ব্যবস্থা করে দেয়।
- প্রযুক্তি ঃ কম্পিউটার ও তার সঙ্গে ইন্টারনেট-ব্রডব্যান্ডের যোগাযোগ স্থাপন করে। তাছাড়াও এরা প্রযুক্তিগত জ্ঞান/অভিজ্ঞতা/পরামর্শ অন্যদেরকে দেয়।
- বাজার ঃ বাজার সংক্রান্ত বিশ্লেষণ, দ্রব্যের ব্র্যান্ডের বিজ্ঞাপন ও প্রচার করা ও তাকে স্থানীয় বাজারে একটি বিশিষ্ট জায়গা করে দেওয়া এই উদ্যোগের অন্যতম কাজ।
- অন্যান্য কাজ ঃ এছাড়াও এরা আইন সংক্রান্ত সহায়তা দেয়, সমমানসিক শিল্পোদ্যোগীদের একত্রিত করে, তাদের যোগাযোগ বাড়িয়ে দেয় যাতে প্রত্যেকের অভিজ্ঞতা একে অপরের দৃঢ়তা বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে।

এই সহায়তা প্রদান করে ঃ

- তাদের নিজস্ব প্রশিক্ষণ পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে। অবশ্য বর্তমানে এরা অন্যান্য আইসিটি ভিত্তিক অনুশীলন কেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে সাহায্য প্রদান করে।
- ইনকিউবেটরের যে খরিদ্দারেরা আছেন বিশেষভাবে তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী সাহায্য করা।
- সব খরচই ভর্তুকিযুক্ত (দাতার আর্থিক সাহায্য)। তাই ইনকিউবেটরের খরিদ্দারকে ন্যূনতম ১০ শতাংশ খরচ দিতে হয়।
- লিঙ্গ অনুভবনশীলতা যথা কিছু কাজ বা সহায়তা বিশেষতঃ পরিবারের দায়িত্ব পালন করে এমন মহিলাদের কথা ভেবেই তৈরি হয়।

নজর রাখা ও মূল্যায়ন ঃ

রোজকার লেনদেনের হিসেব, এই সংস্থার পরিচালনার মাসিক বিবরণ, মূল কার্যকলাপ, বিভিন্ন চুক্তির পর্যবেক্ষণ ইত্যাদির দ্বারা নজর রাখা ও মূল্যায়ণ করা হয়। আর্থিক কাজের সমস্ত তথ্য আর্থিক প্রবন্ধকের কাছে জমা করা হয়।

সাফল্যের মূল বিষয়/কারণ ঃ

- সংস্থার প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধতা, সংস্থার প্রচার ও এই শিল্পোদ্যোগের সকল অংশীদারদের (যথা - ইনকিউবেটরের খরিদ্দার, ইনকিউবেটর শিল্পোদ্যোগ, দাতা-সংস্থা, সহায়ক সরকারি সংস্থাগুলি ইত্যাদি) সহায়তা।
- বিজি ইন্টারনেটের অভিজ্ঞতায় অভিজ্ঞ ব্যক্তির পরিচালনা সংক্রান্ত জ্ঞান।
- অন্যান্য দেশের সমগোত্রীয় ইনকিউবেটরের সঙ্গে পরিচিতি।

উপযুক্ত পদ্ধতি ও শিক্ষালাভ ঃ

- শিল্পোদ্যোগ গড়ে তোলার জন্য আর্থিক পরিকাঠামো উন্নয়ন।
- সংস্থার কথা বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে দেওয়া যাতে অনুদান ও খরিদার দুই বাড়ে।
- ভাগাভাগি করে কাজ করার জন্য সমান ভিত্তিক মহিলা শিল্পোদ্যোগ তৈরী করা।
- মহিলা শিল্পোদ্যোগীদের ক্রমাগত শিক্ষণ ও ব্যবসায়িক দক্ষতা বৃদ্ধি করা।

যোগাযোগ ঃ busyincubator@busyinternet.com

ওয়েব ঃ www.busyintornet.com

সংস্থার রূপরেখা ৩ ঃ গ্রামীন সঞ্চার সোসাইটি (গ্রাসো)

২০০২ সালে গ্রাসো একটি এন জি ও / এন পি ও হিসাবে পশ্চিমবঙ্গে ভারত সঞ্চার নিগম লিমিটেডের গ্রামীন সহযোগী হিসাবে কাজ করে। ওয়েস্ট বেঙ্গল টেলিকম সারকেলের WiLL পরিকাঠামোকে ব্যবহার করে এই কাজ শুরু হয়। বর্তমানে সারা পশ্চিমবঙ্গে ৫০০০-এরও বেশী মানুষ মোবাইল গ্রাসোর মোবাইল পিসিও-র ফ্রানচাইসি নিয়েছেন, যার ফলে গ্রাসো বিএসএনএল-এর অন্যতম বৃহত্তর ফ্রানচাইসি হিসাবে পরিগণিত হচ্ছে। এই চার বছরেই গ্রাসো বিএসএনএলকে প্রায় ১৮ কোটি টাকার ব্যবসা দিয়েছে।

যে উদ্দেশ্য নিয়ে এই সংস্থাটি কাজ করে তা হল ঃ

(১) ভারত সঞ্চার নিগমের মোবাইল পিসিও-র মাধ্যমে টেলি-যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রত্যন্ত গ্রামে পৌঁছে দেওয়া
(২) ভারত সঞ্চার নিগম লিমিটেডের পরিকাঠামোর সর্বাধিক ব্যবহার করা ও গ্রামীন মানুষের মধ্যে টেলি-যোগাযোগের চাহিদা বৃদ্ধি করা
(৩) গ্রামীন জনগণের মধ্যে নতুন প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে স্বনির্ভর প্রকল্প গড়ে তোলা
(৪) ডিজিটাল ডিভাইড কমানো তথা টেলি ডেনসিটি বাড়ানো

সংস্থাটি যে সব সহায়তা দেয় ঃ

- উপযুক্ত ব্যক্তিকে বাছাই করা
- ব্যবসার উপযোগী স্থান বাছাই করা
- বিভিন্ন সরকারি এজেন্সি (এসসি করপোরেশন, এসটি করপোরেশন ইত্যাদি) থেকে ঋণ পেতে সাহায্য করা
- নিজস্ব তহবিল থেকে ঋণ দান
- প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির ইনসটলেশন
- টেলিফোন বুথ পরিচালনার জন্য যাবতীয় প্রশিক্ষণ
- প্রত্যেক জেলাতে দপ্তর থাকাতে তত্ত্বাবধানের ব্যবস্থা
- টেলিফোনের বিল গ্রাসোর মাধ্যমে দেবার সুবিধা
- ইন-কামিং কলের মাধ্যমে আয় করার সুযোগ

সহায়তা দেবার পদ্ধতি ঃ

- ইচ্ছুক ব্যক্তিকে প্রথমে গ্রাসোর সদস্য হতে হয়
- ব্যবসা শুরুর সার্বিক প্রয়োজনীয়তা পূরণ করতে পারলে গ্রাসো নিজস্ব তত্ত্বাবধানে ঋণের ব্যবস্থা এবং ইনস্টলেশনের যাবতীয় ব্যবস্থা করে দেয়
- বিল গ্রাসোরের নামে আসে যা গ্রাসো নিয়মিত সংগ্রহ করে বিএসএনএলকে জমা দেয়
- নিয়মিতরূপে টেকনিকাল সাপোর্ট দেওয়া হয়

প্রতিবন্ধকতা ঃ

- উন্নততর পরিকাঠামোর অভাব
- মানবসম্পদ সীমিত হওয়ায় খুব কম সময়ের মধ্যে বিস্তৃত এলাকা থেকে অর্থ সংগ্রহের অসুবিধা
- অধিকাংশ গ্রামীন মানুষের ঋণ পরিশোধের জন্য মাসিক দেয় ও বিলের অর্থ সঠিক সময় না দেবার মানসিকতা

তত্ত্বাবধান ও মূল্যায়ন ঃ

- জেলাভিত্তিক প্রত্যেক অপরেটরের সম্পাদিত কার্যের মূল্যায়ন করা হয়
- সারা পশ্চিমবঙ্গে গ্রাসোর ১৮টি জেলা অফিস আছে যেখান থেকে নিয়মিতভাবে যাবতীয় তথ্য তিনটি জোনাল অফিসে পাঠানো হয়। জোনাল অফিস এই তথ্যকে ফিল্টারিং করে প্রধান কার্যালয়ে পাঠায়। প্রধান কার্যালয় তখন তা থেকে সমস্যার দিকগুলি বার করে সমাধান সূত্র নির্ধারণ করা হয়।

সাফল্যের মূল কারণ ঃ

- ভারত সঞ্চার নিগম লিমিটেডের সাথে স্থায়ী অংশিদারিত্ব
- জেলাভিত্তিক তত্ত্বাবধানের ব্যবস্থা
- সরকারের সাথে সুসম্পর্ক
- প্রত্যেক অপরেটর গ্রাসোর সদস্য হওয়াতে প্রত্যেকে নিজেকে এক পরিবারের অন্তর্গত বলে মনে করায় কাজের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ
- গ্রাহকদের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের জন্য অনুসন্ধান ও উন্নয়ন
- উদ্যোগীর সাফল্য সুনিশ্চত করার জন্য জনসংখ্যা ও আর্থসামাজিক পরিস্থিতির ওপর পরিসংখ্যানভিত্তিক গবেষণা

৫ খ. কাদের সমর্থন করবেন এবং কেন ?

মহিলাদের আইসিটি-ভিত্তিক শিল্পোদ্যোগ আপনি কিভাবে সমর্থন করবেন ? পরিচ্ছদ ৩খ-তে সহায়ক সংস্থা হিসেবে আপনি কি কি সম্ভাব্য সুবিধা পেতে পারেন তা উল্লিখিত আছে। এর মধ্যে আছে -

- আপনার লক্ষ্য অর্জন করা অর্থাৎ দাতার কাছ থেকে আর্থিক সহায়তা পাওয়া।
- সামাজিক কল্যাণমূলক কাজকর্ম অর্জন করা।
- স্বীকৃতিলাভ বা উন্নততর কাজকর্মের জন্য প্রশংসিত হওয়া।
- সমাজে প্রশংসালাভ করা এবং উন্নত বেসরকারি সংস্থার মত প্রতিচ্ছবি তৈরি করা।
- বর্ধিত শিল্পোদ্যোগ উন্নয়ন ও নিয়োগ এবং বাজারে বৃদ্ধির ক্ষেত্রে অবদান রাখা।

সহায়ক সংস্থা হিসাবে আপনি যে ভূমিকা পালন করতে ইচ্ছুক তা নির্দ্দিষ্ট ভাবে বর্ণনা করতে হবে। শিল্পোদ্যোগ যদি স্থায়ী করতে হয় তাহলে আপনার সংস্থা ও শিল্পোদ্যোগের মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরতা না থাকাই বিধেয়। যেমন কুদুম্বশ্রীর কথাই বলা যেতে পারে যে প্রথম তিন বছর আইটি ইউনিটের ক্ষেত্রে সমর্থন খুবই সুদৃঢ় ছিল। এর পরে তা মাঝে মাঝে পরামর্শ, বিপণন সহায়তা ও গুণমান নিয়ন্ত্রণে দাঁড়িয়েছে।

চিত্র ৯ ঃ কোন শিল্পদ্যোগীদের আগে সমর্থন করা উচিত ?
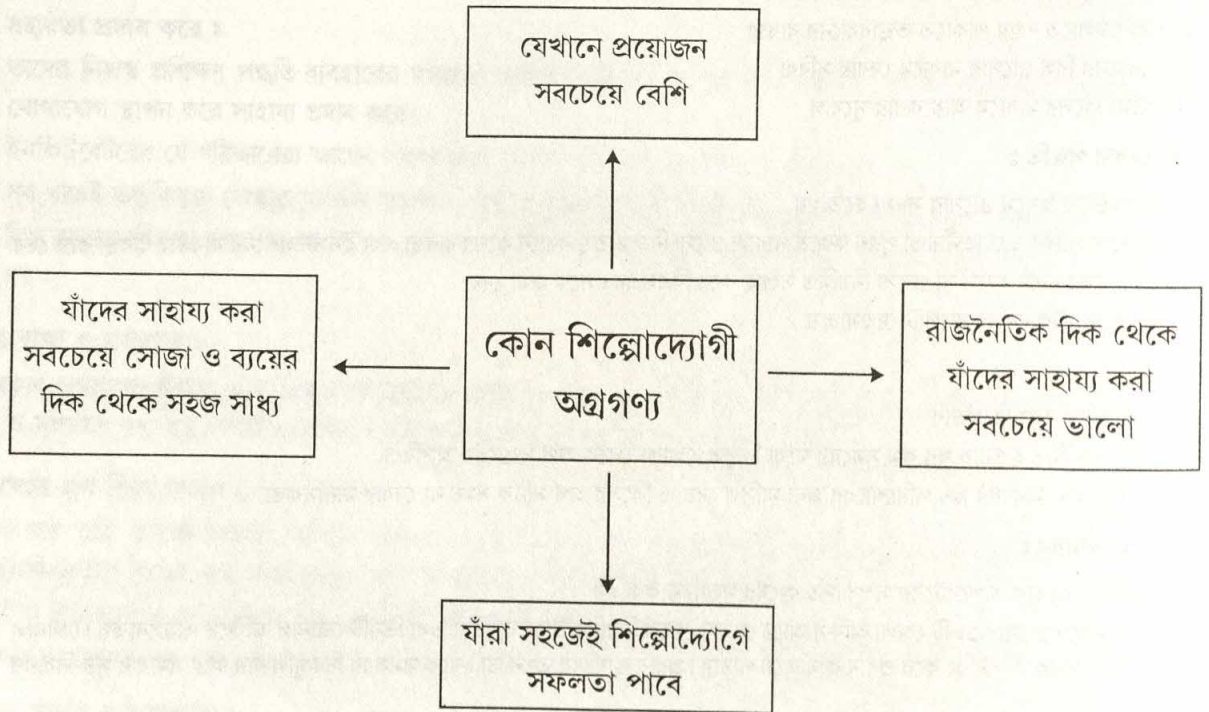
এছাড়াও ভাবতে হবে কেন মহিলাদের আইসিটি-ভিত্তিক শিল্পোদ্যোগে আপনি সমর্থন করতে চান, আপনি কোন গোষ্ঠির ওপর বেশি জোর দিতে চান তাও ভাবতে হবে। আপনার সংস্থার পছন্দ হবে নিম্নরূপ ঃ

- শিল্পোদ্যোগ হিসেবে সম্ভাবনাময় ঃ

  আপনি কাদের সমর্থন করতে চান যাদের শিল্পোদ্যোগ বেড়ে ওঠার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে নাকি যাদের শিল্পোদ্যোগগত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা একেবারেই নেই ?

- অবস্থান ঃ

  আপনি কি গ্রামীণ মহিলা না শহরের মহিলা নাকি কোন বিশেষ স্থান বা সম্প্রদায়ের মহিলাদের সহায়তা দিতে চান ?

- উপার্জন ঃ

  আপনি কি দরিদ্র সীমার নীচে আছেন এইরকম মহিলাদের সমর্থন করতে চান ?

- অন্যান্য ঃ

  আপনি কি সমাজের বিশেষ কোনো অংশের মহিলাদের সমর্থন করতে চান যথা ঃ কমবয়সী মহিলা নাকি বিশেষ জাতি গোষ্ঠির মহিলা ?

তবে এটা অনস্বীকার্য যে চিত্র ৯ -এর ভিত্তিতেএই বেছে নেওয়ার ক্ষেত্রে নানারকম ভাবনাচিন্তা কাজ করবেই।

মূল প্রশ্ন ঃ

- আপনার সংস্থার লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য কি ? আইসিটি-ভিত্তিক শিল্পোদ্যোগ স্থাপনের সঙ্গে তার সম্পর্ক কি ? (যেমন ব্যবসা বনাম সামাজিক কল্যাণ সম্পর্কিত বিষয় এবং শিল্পোদ্যোগ প্রভাব ও স্থায়িত্ব সম্পর্কিত বিষয়)।
- আপনার কি ইতিমধ্যেই নির্দিষ্ট কিছু ক্লায়েন্ট আছে যাদের নিয়ে আপনি কাজ করছেন নাকি নিজের মতো উদ্যোগ পছন্দ করে নেন ?
- আপনার সংস্থার মাপ, বা প্রাপ্ত আর্থিক উৎস কি অপনার কর্মসূচী বা শিল্পোদ্যোগকে প্রভাবিত করতে পারে ?
- কোন গোষ্ঠিকে সমর্থন করা হবে এই সম্পর্কেআপনি প্রশ্নের উত্তর কিভাবে দেবেন ?
- বিভিন্ন গোষ্ঠির মধ্যে কাদের প্রাধান্য দেওয়া হবে সেই সম্পর্কে চিন্তাভাবনা কিভাবে করা হবে ?

৫ গ. কি সমর্থন দেওয়া হবে তা নির্দ্দিষ্ট করে নিন ?

১। নানারকম সহায়তার ক্ষেত্র বেছে নিতে হবে

আপনার ক্লায়েন্টদের কি ধরণের সমর্থন বা সহায়তা প্রয়োজন ? সমীক্ষা করে দেখা গেছে সকলের ক্ষেত্রে সাহায্যের প্রয়োজন একরকম নয়। বিভিন্ন শিল্পোদ্যোগ-এর চাই বিভিন্ন ধরণের সমর্থন এবং বিভিন্ন ধরণের সংস্থা ভিন্ন ধরণের সহায়তার ক্ষেত্রে বেশি সমর্থ।

চিত্র ১০-তে দেখতে পাওয়া যাবে যে একটি শিল্পোদ্যোগের সাফল্য (শুরুতে এবং তারপরে তাদের স্থায়িত্বের মধ্যে দিয়ে) নির্ভর করে বিভিন্ন কারণের উপর।

চিত্র ১০ ঃ একটি শিল্পোদ্যোগের প্রয়োজন বিভিন্ন ধরণের সমর্থন।
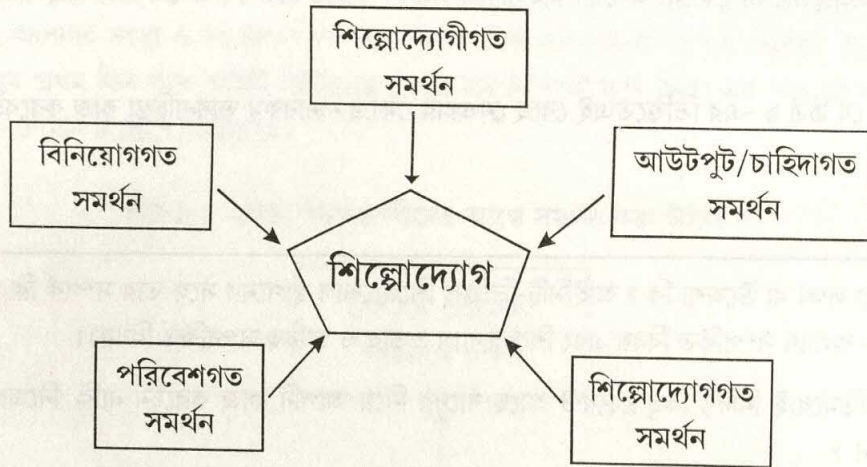
মহিলাদের আইসিটি-ভিত্তিক শিল্পোদ্যোগ-এর জন্য কি কি সমর্থন দেওয়া যেতে পারে -

বিনিয়োগগত সমর্থন ঃ একটি শিল্পোদ্যোগকে টিকিয়ে রাখতে হলে কি কি বিনিয়োগ প্রয়োজন তা চিহ্নিত করে নিতে হবে। এর মধ্যে আছে অর্থ, স্থান, যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল ইত্যাদি। এছাড়াও আছে তথ্যের প্রয়োজনীয়তা ও দক্ষ শ্রমিক। কুদুম্বশ্রী শিল্পোদ্যোগগুলিকে কাজকর্ম শুরু করার জন্য দেয় আর্থিক সহায়তা - ঋণের মাধ্যমে স্থান ও সাজসরঞ্জাম সংগ্রহেও সহায়তা দিয়ে থাকে। এছাড়াও প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রে দক্ষতা-প্রশিক্ষণেরও ব্যবস্থা করেন। বেশি জোর দেওয়া হয় কাজটা শুরু করে দেওয়ার ক্ষেত্রে। একবার মহিলারা শিল্পোদ্যোগ চালাতে থাকলে প্রত্যাশা করা হয় যে তারা নিজেরাই অর্থ যোগানের ব্যবস্থা করে নেবেন, নিজেদের কর্মী নিজেরাই নিয়োগ করে নিতে পারবেন।

শিল্পোদ্যোগীর সমর্থন ঃ শিল্পোদ্যোগীর স্বয়ং নির্দিষ্ট কিছু সহায়তার প্রয়োজন হয়। বিভিন্ন ধরণের শিল্পোদ্যোগীর পরিচয় দেওয়া হল -

- *সার্ভাইভালিস্ট বা বেঁচে থাকতে লড়াই করছে যারা* - তাদের উপার্জনগত কিছু কাজকর্ম বেছে নিতেই হবে কারণ তাদের আর কোনো পথ খোলা নেই।
- *ট্রান্ডলার* - যাদের শিল্পোদ্যোগগত কাজকারবারের পরিমাণ এক জায়গাতেই দাঁড়িয়ে আছে এবং যারা কোন আগ্রহ বা ক্ষমতা দেখাতে পারে না কাজকারবারের পরিমাণ বাড়ানোর জন্য।

এই দুই পর্যায়ের শিল্পোদ্যোগীরা বিপণনের ক্ষেত্র বাড়ানোর জন্য, অর্থসংস্থান, সামর্থবৃদ্ধি ও অনুপ্রেরণার জন্য সংস্থার ওপর নির্ভর করতে পারেন।

- *ফ্লায়ার* ঃ প্রকৃত শিল্পোদ্যোগী যাঁরা শিল্পোদ্যোগের কাজ হাতে নিয়েছে কারণ তারা মনে করেন এর দ্বারা উন্নতি করা সম্ভব। এই পর্যায়ের শিল্পোদ্যোগীর জন্য ব্যবসায়িক সংযোগ নির্মাণ খুবই জরুরী ও সেইসঙ্গে তথ্যের প্রাপ্যতাও অগ্রাধিকার পাবে।

মহিলা ও পুরুষ শিল্পোদ্যোগীর মধ্যে পার্থক্য নিয়ে আগেই আলোচনা করা হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে, মহিলাদের অন্যরকম লক্ষ্য ঠিক করে নেওয়া উচিত কারণ তাদের পরিবারের উন্নতির দিকে তাদের বেশি নজর রাখতে হয়। অন্যদের মতে মহিলারা বেশি মানুষদের প্রয়োজন সম্পর্কে স্পর্শকাতর ও গোষ্ঠির কল্যাণের কথা বেশিভাবে - তাদের কাছে শিল্পের অগ্রগতি বা সর্বাধিক অর্থকরী লাভই শুধু একমাত্র কাম্য নয়, এরজন্য পুরুষ শিল্পোদ্যোগীদের থেকে এদের সহায়তার প্রয়োজন ভিন্ন রকমের। তাই সংস্থার সহায়তা মহিলা শিল্পোদ্যোগীর নির্দিষ্ট প্রয়োজনের ক্ষেত্রে উপযুক্ত হতে হবে।

চাহিদাগত সমর্থন ঃ শিল্পোদ্যোগ যে সামগ্রী প্রস্তুত করে তার জন্য চাহিদা সৃষ্টি করতে সাহায্য করা। সংস্থা নতুন বাজার তৈরি করার জন্য শিল্পোদ্যোগেরর সামগ্রী/পরিষেবা বিপণনে সহায়তা দিতে পারে বা সরাসরি ক্লায়েন্ট/ঠিকার ব্যবস্থা করে দিতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে, স্থানীয় সরকারের সঙ্গে কুদুম্বশ্রীর সংযোগ আইটি শিল্পোদ্যোগে মহিলাদের সরকারি কাজে ঠিকার জন্য দরখাস্ত করার সুযোগ দিচ্ছে। পিটিপিএনএম মহিলা-মালিকানাধীন শিল্পোদ্যোগগুলিকে ঠিকাচুক্তির জন্য প্রতিযোগিতায় নামতে সাহায্য করে, ইএলআইএফ দেয় ইন্টারনেট সংযোগ ও বিপণন সহায়তা।

শিল্পোদ্যোগগত সহায়তা ঃ শিল্পোদ্যোগ চালনা সম্পর্কে নানা বিষয় শনাক্ত করা, একটি সংস্থা শিল্পোদ্যোগ চালনার যেকোনো ক্ষেত্রে যথাযথ পরামর্শ এবং/অথবা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে থাকে, যেমন বিজিইনকিউবেটরের মতো একাধিক সংস্থা ব্যবসাগত পরামর্শ দেয়। কুদুস্বশ্রী নিরীক্ষন ও মূল্যনির্ধারনের বিভিন্ন দিক গুনির বিষয়ে সাহায্য করে। পিটিপিএনএম মহিলা শিল্পোদ্যোগগুলির সাথে প্রকাশ্য-অংশীদার হিসেবে কাজ করে।

পরিবেশগত সমর্থন ঃ যে পরিবেশে শিল্পোদ্যোগ কাজ করছে তার মধ্যে পরিবেশগত দিকগুলো তুলে ধরা। অনেক সংস্থা যেমন বিজি ইন্‌কিউবেটর পিটিপিএনএম শিল্পোদ্যোগগুলিকে অন্যান্য শিল্পোদ্যোগের সাথে সংযোগ স্থাপন করে দেয় যার মাধ্যমে তারা অংশীদারী বা সমবায় গঠন করে জ্ঞান ভাগ করে নিতে পারে অথবা একত্রে ঠিকাচুক্তির প্রস্তাব দিতে পারে। আবার কিছু সংস্থা যেমন 'ওয়ামেন্স হাব' সামাজিক গোষ্ঠীর মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্য কাজ করে।

চিত্র ১১ ঃ শিল্পোদ্যোগের জীবনচক্র
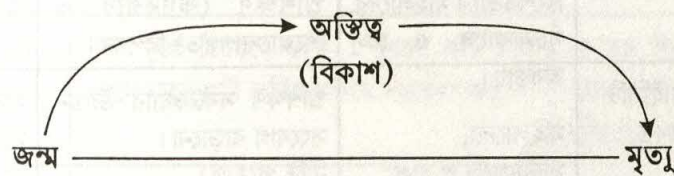
চিত্র ১১ তে দেখানো শিল্পোদ্যোগের জীবনচক্র তাদের কি ধরণের সমর্থন প্রয়োজন সেই সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক।

তাই সংস্থা হিসেবে যে ধরণের শিল্পোদ্যোগকে আপনি সমর্থন করবেন তা শিল্পোদ্যোগের গোড়ার দিকে নানা বিকাশশীল শিল্পোদ্যোগ যা ইতিমধ্যেই গড়ে উঠেছে নাকি উভয়ই তা নির্ধারণ করে নিতে হবে।

একটি আইসিটি শিল্পোদ্যোগ সূচনাকালে সংস্থার কাছে এমনভাবে থাকে যেখানে সবরকম সাহায্য তাকে দিতে হয়, পরিকাঠামো, বিনা খরচে প্রশিক্ষণ, সামর্থ তৈরি ইত্যাদি, যতদিন না পর্যন্ত স্বাবলম্বী হয়ে তারা নিজেরা অগ্রসর হতে পারছে। অন্য সংস্থা নেটওয়ার্কিং এবং ওয়েব উপস্থিতির মাধ্যমে সম্ভাব্য ব্যবসায়িক সহযোগী ও ক্রেতাদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে দেয় - পুরো জীবনকালব্যাপী।

যে ধরণের সমর্থনের প্রয়োজন হচ্ছে তা একেবারেই মানানসই করে দিতে হবে। যেমন সূচনাকালে কোন শিল্পোদ্যোগের প্রয়োজন বিনিয়োগ,সরবরাহ ইত্যাদি সম্পর্কে নির্দিষ্ট কিছু তথ্য। অপরদিকে বিকাশশীল শিল্পোদ্যোগের প্রয়োজন সরবরাহ বাড়ানো সম্পর্কিত তথ্য। তাছাড়াও অন্যান্য আভ্যন্তরীণ সহায়তার প্রয়োজন হয় যেমন শিল্পোদ্যোগ সংক্রান্ত দক্ষতার জন্য প্রশিক্ষণ বা কারিগর ও ব্যবসায়িক সমর্থন। এই সম্পর্কে আরও আলোচনা থাকবে পরিচ্ছদ ৫ঘ-তে।

সারণি ৮ ঃ বিশ্বব্যাপী সংস্থা সমর্থনের উদাহরণ

সারণি ৮ ঃ মহিলাদের আইসিটি ভিত্তিক শিল্পোদ্যোগ সহায়ক সংস্থা

সংস্থা	সংস্থার ধরন	উদ্দীষ্ট শিল্পোদ্যোগ	কি ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদান	কিভাবে
ইএলআইএফ (জাম্বিয়া)	বেসরকারি ক্ষেত্র; দাতা সংস্থার সাহায্য প্রাপ্ত।	গরীব মহিলা, নতুন শিল্পোদ্যোগ ও চালু শিল্পোদ্যোগ।	অর্থ সহায়তা, প্রশিক্ষণ, ব্যবসা, পরামর্শ ও তথ্য, সফটওয়্যার সমর্থন, ইন্টারনেট অ্যাকসেস, বিপণন, সংযোগ (দাতার সঙ্গে)।	মানানসই করে দেওয়া - স্বনিরূপণ, অংশগ্রহণকারী প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেষণ, ঠিকা ব্যবস্থায় প্রশিক্ষণ, দাতাসংস্থা কর্তৃক খরচ মেটানো।
বিজি ইনকিউবেটের (ঘানা)	বেসরকারি ক্ষেত্র; দাতা সাহায্য প্রাপ্ত।	আইসিটি পরিষেবার ক্ষুদ্র ব্যবসা, বিশেষভাবে শুধুমাত্র মহিলা, কেবল মাত্র নতুন উদোগ।	সস্তায় ঘর ভাড়া, যন্ত্রপাতি ও পরিকাঠামো, প্রশিক্ষণ (কারিগরি ও ব্যবসাগত) ব্যবসাগত পরামর্শ, বিপণন, জ্ঞান ভাগ করা ও সংযোগ (অন্য শিল্পোদ্যোগের সঙ্গে)।	মানানসই করে দেওয়া - প্রয়োজন নিরূপণ, মহিলাদের জন্য বিশেষভাবে ভাবনাচিন্তা, দাতা সংস্থা খরচে ভর্তুকি দেন, ক্লায়েন্ট দেয় ১০%।
কুদুম্বশ্রী (ভারত)	সরকারি ক্ষেত্র।	দক্ষ দরিদ্র মহিলা - প্রধাণতঃ সূচনাকালে তবে কিছু চালু উদ্যোগও।	অর্থ সংস্থান, (ব্যাঙ্কের মাধ্যমে ঋণের সুবিধা) প্রশিক্ষণ ও সামর্থ্যবৃদ্ধি (কারিগরি ও ব্যবসা); কর্মী মনোনয়ন মূল্যায়ণ এবং পদ্ধতি নিয়ন্ত্রণ, রাজ্য ঠিকার সঙ্গে সংযোগ।	কমিউনিটি গ্রুপের সাহায্যে প্রাথমিক স্থাপনার সুবিধা (বিনা খরচে প্রাথমিক প্রশিক্ষণ, উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা ও সমর্থন, বিনা খরচে প্রাথমিক ভাবে সমর্থন প্রদান ও পরে মূল্য ধার্য ও সমর্থন হ্রাস।
অ্যাসোডিগুয়া (গুয়াতেমালা)	এনজিও (টেলি সেন্টার)।	স্থানীয় দরিদ্র সম্প্রদায়, বিশেষভাবে মহিলাদের, সূচনাকালে ও চালু অবস্থায়।	পরিকাঠামোগত (সাজসরঞ্জাম ও স্থান ব্যবহার); প্রশিক্ষণ (কারিগরি ও শিল্পোদ্যোগগত); বিপণন।	বিনা খরচে সুবিধাদি ব্যবহার ও সকলের জন্য প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা।
উইমেনস হাব (ফিলিপিন্‌স্‌)	এনজিও (আইসিটি ও লিঙ্গ সংক্রান্ত কাজ)।	মহিলাদের; সূচনাকালে ও চালু অবস্থায়।	প্রশিক্ষণ সফটওয়্যার উন্নয়ন সংযোগ বাড়ানো। নীতি প্রয়োগ।	মানানসই সমর্থন ও প্রশিক্ষণ মহিলাদের জন্য নির্দিষ্ট বিষয়বস্তু; স্ব-রক্ষণাবেক্ষণে প্রশিক্ষণের জন্য শিল্পোদ্যোগের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি সহ সফটওয়্যারের উন্নতি সম্পাদন; ক্লায়েন্টকে চার্জ দিতে হয় তবে ভর্তুকিও পাওয়া যায়।
পিটিপিএনএম (ইন্দোনেশিয়া)	সরকার অধীনস্থ শিল্পোদ্যোগ।	ক্ষুদ্র/অতিক্ষুদ্র শিল্পোদ্যোগ (দরিদ্র দূরীকরণ) সূচনাকালে ও চালু অবস্থায়।	অর্থ (সরকারি অংশীদারিত্বের প্রস্তাব দেওয়া হয়); প্রশিক্ষণ (ব্যবসা সংক্রান্ত)- কারিগরি; অন্যান্য উদ্যোগ ও বাজারের সঙ্গে সংযোগ।	সরকারি অংশীদারিত্ব দেয়, সরাসরি সমর্থন (বিশেষজ্ঞতা, পরামর্শ ইত্যাদি), নেটওয়ার্কিং এমএসই দেয় আরও দরদস্তুর করার ক্ষমতা, ক্লায়েন্টদের চার্জ করা হয়, ভর্তুকিও দেওয়া হয়।

সহায়তা প্রাপ্ত সংস্থা হিসেবে কাজ করার সময়, কাকে সাহায্য করা হবে এবং কি ক্ষেত্রে সাহায্য করবেন, আইসিটি-ভিত্তিক শিল্পোদ্যোগ-কে সাহায্য করতে গেলে কি কি চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করা দরকার তাও বিবেচনা করতে হবে। এর মধ্যে পরিচ্ছদ ৩-তে আলোচিত হয়েছে কিছু বিষয় এবং নিম্নোক্ত বিষয়গুলি শনাক্ত করা হয়েছে;

- **খরচ সংক্রান্ত বিনিয়োগ ও অর্থ সংস্থান ঃ** আইসিটির সঙ্গে সংযুক্ত উচ্চ প্রাথমিক ও চালু খরচ।
- **দক্ষতা ও সামর্থ তৈরি ঃ** যথোপযুক্ত দক্ষতাসম্পন্ন কর্মী খুঁজে পাওয়া সংক্রান্ত সমস্যা (বিশেষ করে মহিলাদের মধ্য থেকে) এবং হালফিল খবরাখবর রাখা।
- **স্থায়িত্ব ঃ** দ্রুত পরিবর্তশীল প্রতিযোগিতামূলক বাজারে স্থায়ী থাকা কঠিন।
- **সংস্কৃতি লিঙ্গ-নির্দিষ্ট বিষয় ঃ** সাংস্কৃতিক আচার-আচরণের জন্য মহিলাদের নিজস্ব কিছু সমস্যার মোকাবিলা।

সারণি ৯-তে দেওয়া আছে কিছু আভ্যন্তরীণ ঝুঁকি মোকাবিলা কিভাবে করছে এইসব সংস্থা।

সারণি ৯ ঃ কিছু সংস্থার আভ্যন্তরীণ ঝুঁকির মোকাবিলা করার পদ্ধতি।

ঝুঁকি	কুদুম্বশ্রী	বিজি ইনকিউবেটর
অর্থ ঃ আইসিটি-তে বিনিয়োগ ও অর্থসংস্থানের জন্য প্রাথমিক ও চালু খরচ।	বৃহৎ ঝুঁকি হিসেবে দেখা - প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ সহজসাধ্য করা।	বৃহৎ চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা - সকলের জন্য পরিকাঠামো (ভর্তুকিযুক্ত ভাড়া সহ) এবং ব্যবস্থিত প্রযুক্তি - দাতাদের দেওয়া অর্থরে মাধ্যমে।
দক্ষতা ঃ যথোপযুক্ত দক্ষতা খুঁজে পাওয়া।	প্রাথমিক সামর্থ তৈরি করে দেওয়া, কর্মী বাছাইয়ে প্রাথমিক সহায়তা।	বৃহৎ চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা - মানানসই সামর্থ গড়ে তোলা।
দক্ষতা ঃ ধারাবাহিকভাবে দক্ষতা উন্নতিকরণ।	বৃহৎ ঝুঁকি হিসেবে দেখা -প্রযুক্তি সহায়তা প্রদান।	সামর্থ্য নির্মাণ, জ্ঞান ভাগ করে নেওয়া, নিরবিচ্ছিন্নভাবে শেখার মূল্য সম্পর্কে সচেতনতা।
কর্মী ঃ দক্ষ কর্মীদের গমনাগমন	বৃহৎ ঝুঁকি হিসেবে দেখা - পুরনো কর্মী চলে গেলে নতুন কর্মী ভর্তির মধ্যমে সহায়তা করা।	অন্যান্য শিল্পোদ্যোগীদের সাথে সংযোগ স্থাপন করা যাতে কর্মী নিযুক্তির ক্ষেত্রে সুবিধা হয়।
স্থায়িত্ব ঃ ধারাবাহিকভাবে পরিবর্তনশীল বাজারে শিল্পোদ্যোগ।	বৃহৎ চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা - ঠিকা পাওয়ার জন্য সরকারি উদ্যোগের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা।	বৃহৎ ঝুঁকি হিসেবে দেখা - বাজার এবং ব্যবসার পরামর্শে সহায়তা
স্থায়িত্ব ঃ মহিলাদের জন্য যদি চাকরি পাকা না হয়।	নতুন বাজার চিহ্নিত করার জন্য উৎসাহ দান।	
লিঙ্গ ঃ লিঙ্গনির্দিষ্ট সংস্কৃতি সংক্রান্ত বিষয় (কর্মসংস্থানে মহিলাদের ভূমিকা)।	সঞ্চয়ের জন্য উৎসাহ দেওয়া এবং বৃহত্তর মহিলা গোষ্ঠীর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন। গ্রাহক/খরিদ্দার, ব্যাঙ্ক ও সমাজ নিয়ে কাজকর্ম যাতে মহিলাদের প্রতি বৈষম্য দূর হয়।	মহিলাদের সচেতনতা গড়ে তোলা প্রশিক্ষণ কর্মসূচীতে।

২। সহায়তা বিশ্লেষণ

মহিলাদের আইসিটি-ভিত্তিক শিল্পোদ্যোগকে কি ধরণের সাহায্য কিভাবে করা হবে ? পরিচ্ছদ ৪-এ আলোচিত হয়েছে আগে। এই ব্যাপারে দুইটি সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি শনাক্ত করা হয়েছে।

- **"টপ-ডাউন/সরবরাহের পরিপ্রেক্ষিতে"** ঃ এর অর্থ সংস্থা যে ধরণের সহায়তা দিতে পারবে তার উপর নির্ভর করে সহায়তা প্রদানের পরিকল্পনা করে থাকে।
- **"বটম-আপ"/ চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে"** ঃ এর অর্থ শিল্পোদ্যোগ কি ধরণের সহায়তা চায় তার উপর নির্ভর করে সংস্থা পরিকল্পনা করে থাকে কি ধরণের সহায়তা শিল্পোদ্যোগকে দেবে।

তৃতীয় দৃষ্টিভঙ্গি হল ঃ

- **"প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে"** ঃ টিঁকে থাকার জন্য অথবা বেড়ে ওঠার জন্য শিল্পোদ্যোগের প্রকৃত অর্থে কি চাই তা অনুসন্ধান করে একটি বিশ্লেষণমূলক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা - নানা কারণ পরীক্ষা করা।

প্রকৃত অর্থে সমস্তটাই তিনটি দৃষ্টিভঙ্গির সমন্বয়।

- শিল্পোদ্যোগীদের কথা শোনা ও তাঁদের অংশগ্রহণ করানো।
- বিশ্লেষক দৃষ্টিভঙ্গির সাহায্যে সুনিশ্চিত করা যে, যে সাহায্য সত্যিই প্রয়োজন সেই সাহায্যই যেন করা হয়, সেইজন্য সঠিক চাহিদা বুঝে নেওয়া দরকার।
- সংস্থা এবং অন্যরা কি সাহায্য করতে পারে সেই সীমার মধ্যে কাজকর্মের ক্ষেত্র বেছে নেওয়া।

মহিলা কেন্দ্রিক শিল্পোদ্যোগীদের ক্ষেত্রে এটাও জরুরি যে মহিলাদের প্রয়োজন শনাক্ত করতে হবে। বিবিধ উপায়ে এগুলো করা যায়। (উদাহরণ জেন্ডার ইভ্যালুয়েশন মেথডলজি ঃ http://www.apcwomen.org/gem)। নানা বিষয়ের মধ্যে আছে ঃ-

- মহিলাদের একাধিক ভূমিকা পালন করতে হয় এবং এই ভূমিকা পরস্পরকে প্রভাবিত করে ঃ যেমন মহিলাদের চাকরির প্রয়োজনিয়তা শুধু ভাবলেই চলবে না (অর্থাৎ তার উৎপাদন ক্ষমতা বা আয়ের সামর্থ)। এটাও মানা জরুরি যে তার চাকরির ওপর তার পরিবার ও শিশুদের প্রতি দায়িত্ব কিভাবে প্রভাব বিস্তার করে এবং তার সামাজিক ভূমিকারও পর্যালোচনা করতে হবে। এইসব একাধিক ভূমিকা তার পেশা পছন্দ, সে কতটা সময় কাজ করবে, কোথায় কাজ করবে, কতখানি কাজ করবে, কতখানি কাজ করতে পারবে তা প্রভাবিত করবে। এইসব বৃহত্তর ক্ষেত্র চিহ্নিত করে সমর্থন দিতে হবে বা সহায়তার ব্যবস্থা করতে হবে।
- মহিলারা কতটা জড়িত আইসিটি-এর সঙ্গে। শুধু অংশগ্রহণ শেষ কথা নয়। বিভিন্ন স্তরে আইসিটি-এর দক্ষতা শ্রেণীবিভক্ত করা যায় এবং আরও লাভজনক ও স্থায়ী কাজের জন্য প্রয়োজন আরও আধুনিক আইসিটি জ্ঞান ও দক্ষতা। আইসিটি পেশাদার ক্ষেত্রে মহিলাদের সাধারণভাবে নিচের দিকে কাজ করতে দেওয়া হয়। চাকরি করা শুধু একটি অংশ। অন্যান্য অংশের মধ্যে আছে আর্থিক সঙ্গতি, নিয়ন্ত্রণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ অর্থাৎ আরও এই সম্পর্কে অনেক বেশি ওয়াকিবহাল হওয়া। মহিলাদের অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে কোনো সাহায্যের প্রয়োজন হয় না তবে তাদের পুরো সময়ের কাজের ব্যবস্থা করে দেওয়ার জন্য চাই সহায়তা।
- মহিলাদের ক্ষেত্রে তাদের বাস্তব প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গে তাদের পরিকল্পনাগত প্রয়োজন কতটা পূরণ হচ্ছে ঃ মহিলাদের তাৎক্ষণিক আগ্রহের বিষয়গুলোকে তাদের প্রয়োজন হিসেবে অভিহিত করা হয় - বর্তমান ক্ষমতার পরিকাঠামোর মধ্যে তাদের সামাজিক দিক দিয়ে গ্রহণযোগ্য ভূমিকা পালন করে বেচে থাকতে হয়। এদের সহায়তার ক্ষেত্রগুলি সহজেই চিহ্নিত করে সমর্থন দেওয়া যায় যেমন শিশুপালনের সুবিধাদির ব্যবস্থা করা, কোনোরকম কাজকর্ম শুরু করার ক্ষেত্রে

সাহায্য করা, সামাজিক বাধা বা নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে মানিয়ে চলার সঠিক পরামর্শ দেওয়া ইত্যাদি। অবশ্য এইসব ক্ষেত্রে আরও বেশি সহায়তার মাধ্যমে সাধারণ ভাবে ক্ষমতাদান করা অনেক বেশি কঠিন কাজ অর্থাৎ মহিলারা দিনের কতটা সময় কাজ করতে পারবে বা পারবে না, কি কাজ করতে দেওয়া হবে ইত্যাদি এইসব বিষয় নিয়ে মোকাবিলা করা।

গবেষণা করে দেখা গেছে যে মহিলা-ভিত্তিক ও আইসিটি-সমূহ -এর জন্য প্রয়োজনের সাধারণ ক্ষেত্রগুলি নিম্নরূপ এইসব প্রয়োজনের জন্য চাই নির্দিষ্ট কিছু সমর্থন।

(ক) প্রকৃতরূপে প্রধান প্রয়োজন

- **সামর্থ্য নির্মাণ ঃ** আইসিটি-ভিত্তিক শিল্পোদ্যোগগুলি অন্যান্য শিল্পোদ্যোগের থেকে কিছুটা আলাদা কারণ তাদের সর্বদাই পরিবর্তনশীল প্রযুক্তির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে হবে - এর প্রভাব পড়ে প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়নের ওপর, সফ্টওয়্যার ভারসন ও অপারেটিং সিস্টেমে আধুনিকিকরণের উপর এবং এর দরুণ নতুন বাজারের সন্ধান করা।
- **অর্থকরি বিনিয়োগ ঃ** প্রাথমিক ভাবে কাজ শুরুর খরচ ও কাজ চালু রাখা সম্পর্কিত ব্যয় আইসিটি ভিত্তিক শিল্পোদ্যোগের ক্ষেত্রে অনেক বেশি।
- **পরিকাঠামো ঃ** আইসিটি-ভিত্তিক শিল্পোদ্যোগের চাই নির্ভরযোগ্য বিদ্যুৎ। কয়েকটির ক্ষেত্রে (অবশ্যই সবার ক্ষেত্রে নয়) টেলিকমিউনিকেশন পরিকাঠামোর প্রাপ্যতার প্রয়োজন।
- **মানব সম্পদ পরিচালনা ঃ** উচ্চতর শিক্ষা, দক্ষতা ও যা প্রবেশ-স্তরের আইটি দক্ষতার থেকে অনেক বেশি প্রয়োজন আইসিটি শিল্পোদ্যোগে যোগদানের ক্ষেত্রে। এছাড়াও কর্মী-দক্ষতার যত বেশি প্রয়োজন হয় তত বেশি সংখ্যক কর্মী পরিচালনা করারও প্রয়োজন হয়ে পড়ে।
- **প্রতিযোগিতা ঃ** আইটি ক্ষেত্রে ছোটোখাটো শিল্পোদ্যোগ বৃহৎ সংগঠন ও বিশ্বস্তরে প্রতিযোগিতার সঙ্গে সবসময় পেরে ওঠে না।

(খ) মহিলাদের কিছু নির্দিষ্ট প্রয়োজন

- **স্ত্রী-পুরুষ বৈষম্যের প্রভাব ঃ** হয়ত আইসিটি ভিত্তিক শিল্পোদ্যোগ-এর কিছু কিছু ক্ষেত্রে মহিলারা স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে তাদের একাধিক ভূমিকা পালন করে চলে (অর্থাৎ বাড়িতে বসেই কাজ করতে পারে), অন্যান্য ক্ষেত্রগুলিতে কাজের স্বাচ্ছন্দ্যে অসুবিধে ঘটায় যেমন (রাতে কাজ করার ক্ষেত্রে বাধানিষেধ, ক্রেতাদের কাছে যাওয়া, নিরাপত্তা বিষয়ক নানা বিষয় ইত্যাদি)।
- **সামর্থ্য নির্মাণ ঃ** বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই মহিলারা নিচের দিকের আইসিটি দক্ষতা সম্পন্ন হয় এবং আইসিটি-ভিত্তিক শিল্পোদ্যোগে সম্পূর্ণ অংশগ্রহণ করার জন্য আরও উচ্চস্তরের প্রশিক্ষণ প্রয়োজন।
- **মহিলাদের সঠিক গুরুত্ব দেওয়া ঃ** আইসিটি ক্ষেত্রে অনেকেই মহিলাদের যথেষ্ট গুরুত্ব দেয় না বিশেষ করে কমবয়সী ও অনভিজ্ঞ মহিলাদের।
- **আরও নিয়ন্ত্রণ থাকা ঃ** সক্রিয়ভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারির ভূমিকা পালন করতে গেলে প্রয়োজন জ্ঞান, দক্ষতা, আত্মবিশ্বাস ইত্যাদি (বাইরের যোগাযোগ নিয়ে কাজ করা) - সাধারণভাবে পুরুষদের উপর এই দায়িত্ব বেশি দেওয়া হয়।
- **পুরুষদের উপর নির্ভর করা ঃ** মহিলাদের ক্ষেত্রে রাতের সময় কাজ করা বা ভ্রমণ প্রয়োজন এই ধরণের কাজ করা অনেকটাই সমস্যাজনক। এর ফলে নিজেদের বা অন্যান্য নিয়মেরও মোকাবিলা করতে হতে পারে।
- **ঋণ/অর্থসংস্থানের উৎস প্রাপ্তি ঃ** পুরুষদের থেকে মহিলাদের পক্ষে ঋণ পাওয়া অনেক কঠিন।
- লক্ষ্য ঃ একটি স্থায়ী শিল্পোদ্যোগ বা আইসিটি দক্ষতার উন্নতি বিধানের জন্য প্রচুর সময়েরও প্রয়োজন।

প্রধান প্রধান প্রশ্ন ঃ

- আপনি কি অগ্রগতির পর্যায়, অবস্থান, ক্ষেত্র, শিল্পোদ্যোগীর বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী শিল্পোদ্যোগ শ্রেণীবিভক্ত করেছেন?
- আপনি কি তাদের নির্দিষ্ট প্রয়োজন অর্থাৎ প্রশিক্ষণ, চাহিদা, বাজার, অর্থসংযোগ ইত্যাদি চিহ্নিত করেছেন?
- এদের প্রয়োজন কি সংস্থা বা শিল্পোদ্যোগ দ্বারা পরিচালিত ? এইসব প্রশ্ন শনাক্ত করায় সাহায্যের উদ্দেশ্যে আপনার কি বিশ্লেষণমূলক কোন ব্যবস্থা আছে ? উদ্দিষ্ট শিল্পোদ্যোগগুলি কি অংশগ্রহণ করতে পেরেছে ? ব্যবস্থিত সাহায্যের সঙ্গে কি সামঞ্জস্য আছে ?
- লিঙ্গ সম্পর্কিত প্রয়োজন কি অন্তর্ভূক্ত করেছেন ?
- আপনি কি আরও উপযুক্ত পদ্ধতি অবলম্বনের স্তরে নীতি প্রণয়ন করার উপর জোর দিয়েছেন ? বৃহত্তর উদ্যোগ বা একক ক্ষুদ্রশিল্পোদ্যোগের উপর জোর দিয়েছেন?
- আপনার সহায়তা কি সরবরাহ সম্পর্কিত কারণগুলির সঙ্গে যুক্ত না চাহিদা সম্পর্কিত কারণের সঙ্গে যুক্ত ?

৫ ঘ. কি ভাবে সমর্থনসূচক সাহায্যের ব্যবস্থা করতে পারেন ?

মহিলাদের আইসিটি-ভিত্তিক শিল্পোদ্যোগের প্রয়োজন চিহ্নিত করার পর, সহায়ক সংস্থা হিসেবে আপনাকে এও ঠিক করে নিতে হবে যে আপনি সবচেয়ে সেরা উপায়ে কীভাবে সহায়তা দেবেন ? কোন কোন ক্ষেত্রের উপর আপনি বেশি জোর দেবেন ? অন্যান্য সংস্থা কি আরও ভালো সহায়তা দিতে পারে ? অন্যান্য সংস্থার সঙ্গে কাজ করে আপনি কীভাবে প্রভাব ফেলতে পারেন ? আপনি যে সহায়তা দেবেন তার জন্য কি শিল্পোদ্যোগের কাছ থেকে অর্থ নেওয়া উচিত ? তারা কি সেটা দিতে পারবে ? আপনি কিভাবে শিল্পোদ্যোগগুলিকে ধীরে ধীরে স্বাধীন করে তুলবেন ?

(১) বর্তমান সুবিধাদির ব্যবহার ঃ

শিল্পোদ্যোগের প্রয়োজন ও আপনি কি সহায়তা তাঁদের দিতে পারবেন, সেই সম্পর্কে বিশেষ ভাবনাচিন্তা করার আগে ভাবতে হবে ইতিমধ্যেই প্রাপ্য কি কি সুবিধাদি আছে এবং সেইসবগুলো সঠিকরূপে ব্যবহার করা যায় কি না ? হয়ত পরিবেশেই সেইসব সুবিধাদি আছে। আপনি হয়ত অন্যান্যদের দেওয়া সহায়তা/সমর্থনের ক্ষেত্রগুলি চিহ্নিত করতে পারছেন তবে শিল্পোদ্যোগগুলো হয়ত সেইগুলোর নাগাল পাচ্ছে না। সেক্ষেত্রে আপনার সহায়তা সংস্থা সঠিক পদ্ধতি বেছে নেবে। (চিত্র ১২ দেখুন)।

সমান্তরালভাবে ঃ বর্তমান সহায়তার পাশাপাশি সরাসরি সহায়তা প্রদান করতে হবে। যদি দেখা যায় উদ্দিষ্ট মহিলাদের কাছে বর্তমান সহায়তা পৌঁছোচ্ছে না, সেক্ষেত্রে আপনাকে সরাসরি সহায়তা করতে হবে। উদাহরণ ঃ উইমেন্স হাব মহিলাদের উদ্দেশ্য করে তাদের জন্যই নির্দিষ্ট ও মানানসই সমর্থন এবং প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে থাকে।

- প্রাপ্যতা ঃ বর্তমান অনুদান/সমর্থন শিল্পোদ্যোগের কাছে পৌঁছে দিতে সাহায্য করা। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে ইএলআইএফ কিছু নির্দিষ্ট প্রশিক্ষণের উপঠিকাচুক্তি ব্যবস্থাপকের মাধ্যমে মহিলা শিল্পোদ্যোগগুলিকে পৌছে দিচ্ছে। সংস্থারা দাতাদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে আর্থিক সহায়তা দেওয়ার জন্য এবং অন্যান্য শিল্পোদ্যোগের সঙ্গেও যোগাযোগ স্থাপন করে জ্ঞান ভাগ করে নেওয়া ইত্যাদির জন্য।
- সমন্বয় ঃ বর্তমান ব্যবস্থাপকের সঙ্গে সহযোগিতা করতে হবে বা আরও বৃহত্তর সমন্বয় করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে কুদুম্বশ্রী ব্যাঙ্ক ঋণের দরখাস্তে গ্যারেন্টরের ভূমিকা পালন করে।

চিত্র ১২ ঃ বর্তমান সমর্থনের সঙ্গে কিভাবে কাজ করা যাবে।
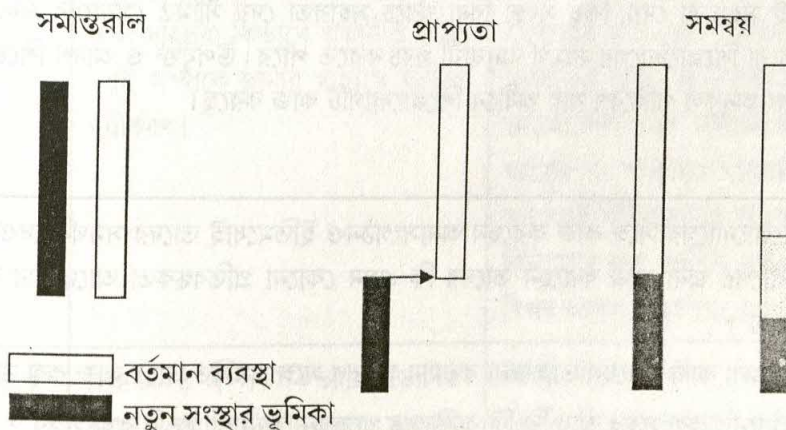
(২) পছন্দসই প্রচলিত সহায়তার ব্যবস্থা ঃ

আগেই আলোচনা করা হয়েছে যে, কিছু কিছু ক্ষেত্রে এমন সহায়তার প্রয়োজন হয়ে পড়ে যা সব শিল্পোদ্যোগের ক্ষেত্রে সমান (যেমন ব্যবসায়িক দক্ষতার প্রশিক্ষণ)। তবে অনেক সহায়তাই মানানসইভাবে উপযুক্ত করতে হবে, যেমন বিশেষজ্ঞ আইসিটি দক্ষতার উন্নতিবিধান, বা ওয়েবসাইট উন্নয়ন ইত্যাদি। অবশ্যই একধরণের একাধিক অনুরূপ শিল্পোদ্যোগ সহায়তার ক্ষেত্রে প্রয়োজনও অনেক সময় একরকম হয়। যেমন কুদুম্বশ্রী এমন কিছু সহায়তা দেয় যা গোড়াপত্তনের সময়ে সব শিল্পোদ্যোগের ক্ষেত্রেই এক হয়। এর পরে সবধরণের বিনিয়োগ এবং সমর্থনই উপযুক্তভাবে তৈরি করা হয় - যে ধরণের আইসিটি শিল্পোদ্যোগ সম্পাদন করে তার উপর ভিত্তি করে, তার অবস্থান, ইত্যাদির দিকে লক্ষ্য রেখে। প্রচলিত সহায়তা ব্যবস্থার খরচা অনেক কম। সেক্ষেত্রে মানানসই সহায়তা ব্যয় সাপেক্ষ তবে পরেরটাই শিল্প্যোদ্যোগের প্রয়োজন বেশি মেটাতে পারে।

মহিলাদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা -

আগে আলোচিত হয়েছে যে মহিলাদের জন্য আইসিটি সমর্থনের ক্ষেত্রে সমর্থনের জন্য একাধিক মহিলা-নির্দিষ্ট ক্ষেত্র চিহ্নিত করা হয়েছে। মহিলাদের নির্দিষ্ট প্রয়োজন সম্পর্কে সচেতন হতে চেষ্টা করে একাধিক সংস্থা। এইসব বিষয়ে সচেতনতা গড়ে তোলা ও নীতি প্রণেতা ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সম্পর্কে ভাবিয়ে তোলা খুবই জরুরী যদি মহিলাদের এই নির্দিষ্ট বাধা বিঘ্নের সঠিক সমাধান আনতে হয়।

অর্থের বিনিময়ে না বিনা ব্যয়ে সহায়তা করা উচিত ?

শিল্পোদ্যোগগুলির কাছে খরচ নেওয়া উচিত কিনা এই সম্পর্কে খুব সাবধানে বিচার করতে হবে। একদিকে হয়ত এমন শিল্পোদ্যোগীদের সঙ্গে কাজ করতে হবে যারা দরিদ্র পরিবেশের মধ্যে কাজ করছে অথবা এমন কিছু শিল্পোদ্যোগী যাদের অর্থ পাওয়ার সুযোগ কম এবং সাহায্য বাবদ কিছু ব্যয় করতে পারবে না। অপরদিকে ভাবা যেতে পারে, খুব সামান্য হলেও কিছু খরচ নেওয়া উচিত। কারণ ঃ

- খরচ নিলে শিল্পোদ্যোগ বা শিল্পোদ্যোগীদের মধ্যে দায়িত্বজ্ঞানে ব্যপ্তি ঘটবে।
- খরচ নিলে সহায়ক সংস্থা ও শিল্পোদ্যোগগুলির মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরশীলতা কমে।
- খরচ নিলে শিল্পোদ্যোগগুলি দীর্ঘস্থায়ী হওয়ার দিকে মনোযোগ দেবে।

কুদুম্বশ্রী প্রথমে বিনা খরচে প্রশিক্ষণ দিচ্ছিল। কিন্তু সমীক্ষা করে দেখা গেল সহায়তা প্রাপ্ত ৯৯% মহিলাই প্রশিক্ষণের ব্যয়ভার বহন করতে সম্মত আছে।

কিছু সংস্থা বিনা খরচেই সহায়তা দেয়, কিছু সংস্থা বিনা খরচে সহায়তা দেয় সীমিত মেয়াদের জন্য। অনেকেই সহায়তার পরিবর্তে কম খরচ নেয় বা শিল্পোদ্যোগের সামর্থ অনুযায়ী খরচ করতে পারে। উপযুক্ত ও আদর্শ শিল্পোদ্যোগ বেছে নেওয়ার জন্য চাই কিছু লক্ষ্য এবং অনুকূল পরিবেশ যার অধীনে শিল্পোদ্যোগটি কাজ করছে।

প্রধান প্রধান প্রশ্ন ঃ

- আপনি যেসব শিল্পোদ্যোগের সঙ্গে কাজ করছেন অন্যসংগঠনও ইতিমধ্যেই তাদের সমর্থন দেওয়ার জন্য কাজ করছে কি? যে শিল্পোদ্যোগের জন্য কাজ করছেন তাদের কি এমন কোনো প্রতিবন্ধকতা আছে যার কারনে সেই সহায়তা তারা নিতে পারছেনা ?
- যে শিল্পোদ্যোগের জন্য কাজ করছেন তার জন্য বর্তমান সংস্থার সঙ্গে সমন্বিত ভাবে কাজ করা যায় কি ?
- কি কি ব্যবস্থা সমমানের করা সম্ভব আর কি কি ব্যক্তিগত প্রয়োজন অনুযায়ী তৈরি করা সম্ভব ?
- সহায়তামূলক কাজকর্মের পরিকল্পনার সময়ে আপনি মহিলা সম্পর্কিত বিষয়ের ওপর জোর দেবেন কি ?
- এই সব সহায়তা প্রদানের জন্য আদর্শ খরচ/ব্যয় ব্যবস্থা কি ?

৫ ঙ. নিয়ন্ত্রণ ও মূল্যায়ণ ঃ আপনার সহায়তা কতটা কার্যকর হচ্ছে ?

(১) মহিলাদের আইসিটি-ভিত্তিক শিল্পোদ্যোগ মূল্যায়ণ

মহিলাদের আইসিটি মূল্যায়ণের জন্য ব্যবহৃত নানারকম পদ্ধতি ও দৃষ্টিভঙ্গি আছে। আপনার পছন্দ নির্ভর করে আপনার এজেন্সি এবং যেসব ক্লায়েন্ট/শিল্পোদ্যোগ সমর্থন করছে তাদের লক্ষ্যের উপর, আপনি মূল্যায়ণ না করলে আপনি বুঝতেই পারবেন না যে আপনার সহায়তা কাজে লাগছে কিনা। পরিচ্ছদ ৪ -তেএকটি মূল্যায়নের উদাহরণ দেওয়া আছে। "ভ্যালু চেন বিশ্লেষণ" -এর পৃথক ব্যবহার হয়েছে টেকনোশ্রী ডিজিটাল টেকনোলজির জন্য - যা থেকে নির্দিষ্টভাবে কাজকর্মের মান বোঝা যায় ও আভ্যন্তরীণ শিল্পোদ্যোগ সংক্রান্ত দক্ষতার মূল্যায়নের ক্ষেত্রে সাফল্যের গুরুত্বপূর্ণ কারণও বোঝা যায়। কোন বিশেষ ক্ষেত্রে শিল্পোদ্যোগকে সহায়তা প্রদানের জন্য সহায়তার ধরণ শনাক্ত করা যায়। এবং নির্দিষ্ট লক্ষ্যও স্থির করা যায় যেমন "গুণমান"-এর ক্ষেত্রে ইত্যাদি। এর জন্য কাজকর্মের ক্ষেত্রে শিল্পোদ্যোগকে নিয়মিত ভিত্তিতে তথ্য সংগ্রহ করে যেতে হবে সমস্ত/কিছু চিহ্নিত সাফল্যের কারণ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে। ("পুণরায় প্রবেশের জন্য কাজের শুরু" এবং "ক্রেতাদের কাছ থেকে নেতিবাচক তথ্য")।

শিল্পোদ্যোগের কাজকর্মের মূল্যায়ণের জন্য একাধিক ব্যবস্থা আছে। এগুলি করা যেতে পারে নির্দিষ্ট বাহ্যিক বিষয় দিয়ে যেমন সরকারি নিয়ন্ত্রণ, দাতার প্রয়োজন, জনসাধারণের প্রত্যাশা ইত্যাদি। বিষয়গুলি বিবেচিত হতে পারে সহায়ক সংস্থা হিসোবে আপনি (এবং শিল্পোদ্যোগটি নিজেও) কি ভূমিকা নেবে তার পরিপ্রেক্ষিতে। এইসব পদ্ধতি মারফতই ঠিক হবে কাজকর্মের কোন কোন দিক ও তার প্রভাব নিয়ন্ত্রণ করতে ও মূল্যায়ণ করতে হবে এবং এই প্রসঙ্গে নির্ধারিত কি কি বিশেষ তথ্য সংগ্রহ করা প্রয়োজন তাও ঠিক করতে হবে। সারণি ১০-তে কিছু নমুনা সংক্ষেপে দেওয়া হল ঃ

সারণি ১০ ঃ মহিলাদের আইসিটি ভিত্তিক উদ্যোগ মূল্যায়ণের বিভিন্ন পথ

	যে বিষয়ের উপর জোর দেওয়া হয়	সংগৃহীত তথ্যের ধরণ
শিল্পোদ্যোগের দিক থেকে	ব্যবসায়িক উদ্যোগ হিসেবে শিল্পোদ্যোগ কি কাজ করছে	নিযুক্ত কর্মীর সংখ্যা, যে ধরণের কাজ সৃষ্টি করা হয়েছে, বিনিয়োগের পরিমাণ (অথবা মূলধনী পরিসম্পদের মূল্য), লাভ, বিক্রি ও রপ্তানি ইত্যাদি।
জীবিকা নির্বাহের দিক থেকে।	জীবিকা নির্বাহ সংক্রান্ত পরিসম্পদ এবং দরিদ্ররা কিভাবে প্রভাবিত হচ্ছে -এই সম্পর্কে জানার মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণ।	পরিসম্পদগত প্রভাবের সম্পূর্ণ সম্ভার (অর্থাৎ প্রশিক্ষণ, পেশাগত দিক থেকে উন্নয়ন, ইত্যাদির মাধ্যমে মানব মূলধনের স্তর, সামাজিক সম্পর্ক ও প্রাতিষ্ঠানিক নেটওয়ার্কিং -এর মাধ্যমে সামাজিক মূলধনের স্তর আয়ের ও সাশ্রয়ের মাধ্যমে আর্থিক পরিসম্পদের স্তর;আইসিটি যন্ত্রপাতি অথবা গৃহস্থালি সামগ্রীর জন্য বিনিয়োগ করা পার্থিব মূলধনের পরিমাণ; এছাড়াও বিপদ আপদ, নিরাপত্তা এবং প্রাতিষ্ঠানিক বিয়বস্তু।
মহিলাদের দিক থেকে	লিঙ্গজনিত সম্পর্ক কিভাবে প্রভাবিত হয়েছে তা পরীক্ষা করার মাধ্যমে মহিলা শিল্পোদ্যোগীদের ক্ষমতা দান।	নির্দিষ্ট লিঙ্গ নির্দেশক (অর্থাৎ কর্মসংস্থান, প্রশিক্ষণ, উন্নতি, সিদ্ধান্তগ্রহণকারী কর্তৃপক্ষের সদস্যপদ ইত্যাদি - অংশীদারদের মতামত ও আরও অনেক কিছু।

একটি শিল্পোদ্যোগের সহায়ক সংস্থা হিসেবে শিল্পোদ্যোগের উপযুক্ত নিয়ন্ত্রণ ও মূল্যায়ণ অভ্যাস প্রবর্তন করা খুবই প্রয়োজন। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে যে কুদুম্বশ্রী সহায়তা প্রাপ্ত উদ্যোগের নিয়ন্ত্রণ ও মূল্যায়ণ বজায় রাখে ঃ

- শিল্পোদ্যোগের কাজকর্মের মধ্যে সুদৃঢ় এমঅ্যান্ডই কর্মসূচী তৈরি করে, যা বিভিন্ন স্তরে নিয়ন্ত্রণ করে।
- নিয়মিত সময়ের ব্যবধানে (বছরে ৪-৫ বার) সব স্তরেই শিল্পোদ্যোগের কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণ করা পর্যন্ত মূল্যায়ণ করব; আয়, ব্যয়, আর্থিক পরিকল্পনা, ঋণ প্রত্যর্পণ, জমে ওঠা ঠিকা কাজ, সম্পূর্ণ করা কাজ ইত্যাদির ওপর ভিত্তি করে।

কুদুম্বশ্রী এমঅ্যান্ডই কার্যক্রমের মধ্যে যে নির্দিষ্ট ক্ষেত্রের ওপর অধিক জোর দেওয়া হয়, তা হলো ঃ

- আর্থিক পরীক্ষা - প্রতি বছর।
- **উপযুক্ত ও স্বচ্ছ পরিচালনা ঃ** যোগাযোগের জন্য ই-মেল এর মাধ্যমকে ব্যবহার করা, এমএ্যান্ডই তথ্য প্রদর্শনকারী একটি ওয়েবসাইট তৈরী হয় যার ফলে শিল্পোদ্যোগগুলিকে পরস্পরের সঙ্গে তুলনা করা যায়, (এছাড়াও সব ইউনিটের ওপরই দায়িত্ব থাকে সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করার ও তা ভাগ করে নেওয়ার)।
- **সততা ও প্রতিযোগিতা ঃ** কুদুম্বশ্রী গোষ্ঠি আইসিটি ভিত্তিক শিল্পোদ্যোগগুলি যাতে সকলের আস্থাভাজন হতে পারে ও প্রতিযোগিতায় টিঁকে থাকতে পারে তা সুনিশ্চিত করার জন্য যখন তখন কাজের গুণমান পরীক্ষা করে থাকে।

কুদুম্বশ্রী আইটি কো-অর্ডিনেটর কর্তৃক তৈরি একটি অনবদ্য কাজকর্মের স্তর বিন্যাস পদ্ধতি প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে সাহায্য করে। এই স্তর বিন্যাস পদ্ধতি ভিত্তি করা হয়েছে নিম্নোক্তগুলির উপর ঃ পরিসম্পদ বৃদ্ধি, পুর্ণবিনিয়োগ, দৈনিক শিফ্টের সংখ্যা, কর্মীর সংখ্যা, ঋণ প্রত্যর্পণ, লাভ, নিজের মালিকানাধীন স্থান কিনা, সরকার ইত্যাদি থেকে বিনামূল্যে পরিষেবা পাচ্ছে কিনা প্রভৃতি।

কিছু কিছু পদ্ধতির জন্য প্রয়োজন শিল্পোদ্যোগের নিয়মিত সংগ্রহ করা নির্ভুল তথ্য এবং সেই তথ্য সহায়ক সংস্থাকে জানানো। এর জন্য খরচও হয় কিন্তু তা কোনোভাবে তুলেও নিতে হয়।

(২) সংস্থা সহায়তার মূল্যায়ণ

শিল্পোদ্যোগ নিয়ন্ত্রণ ও মূল্যায়ণ করাও যেমন প্রয়োজন তেমনই প্রয়োজন আপনি যে সহায়তার ব্যবস্থা করছেন তা নিয়ন্ত্রণ ও মূল্যায়ণ করা। এটি করলে অনেক দিক থেকে লাভ হবে যেমন ঃ

- আপনার নির্দিষ্ট লক্ষ্যে আপনাকে পৌছতে সাহায্য করবে;
- শিল্পোদ্যোগে কোন পরিবর্তন ঘটলে তা শীঘ্রই শনাক্ত করে আপনি উদ্ভুত প্রয়োজনে সাড়া দিতে পারেন;
- আপনার সঙ্গে শিল্পোদ্যেগের নিয়মিত যোগাযোগ থাকবে এবং সংশ্লিষ্ট সকলেই জানতে পারবে প্রভাব ও কৃতিত্ব সম্পর্কে।
- আপনি পাবেন নিজের নিয়ন্ত্রণ ও মূল্যায়ণের দায়িত্বের জন্য মূল্যবান প্রমাণভিত্তিক তথ্য। এর ফলে দাতাদের কাছ থেকে ভবিষ্যতে সহায়তা ও প্রস্তাব পেতে পারেন।
- কর্মসূচীর বিস্তৃত ও যথোপযুক্ত খরিদ্দার মনোনয়ন (কাকে সমর্থন করবেন সেই সম্পর্কে আপনার লক্ষ্যে পৌছতে পারবেন কি?)।
- ঋণ সংক্রান্ত কর্মসূচী পরিচালনা (তথ্যের মধ্যে থাকবে বকেয়া ঋণ, ঋণ থেকে আয়, ইত্যাদি)।
- ব্যবস্থিত কারিগরি সহায়তার কার্যকারিতা (শিল্পোদ্যোগের কর্মীর দক্ষতা কি আরও উন্নত হয়েছে ? এবং এর ফলে কি শিল্পোদ্যোগের সামাজিক কাজকর্ম আরও ভালো হয়েছে)।
- প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর কার্যকারিতা (শিল্পোদ্যোগের প্রয়োজনে কি প্রশিক্ষণের প্রাসঙ্গিকতা ছিল ? কোন প্রমাণ আছে কি যে নতুন দক্ষতার সত্যিই প্রয়োজন ছিল?)।

- কর্মসূচীর খরচ (প্রশাসন বাজেটের কত শতাংশ ব্যবহার করেছে);
- কর্মসূচীর স্থায়িত্ব - (নিজেদের সমালোচনা করার সামর্থ এবং শেখা, অন্যান্য সঙ্গতি আনার সামর্থ, বিরোধ মেটানোর সামর্থ ইত্যাদি থাকার প্রমাণ আছে কি ?)
- মানব গুণমান (অর্থাৎ কর্মীদের অংশগ্রহণ কতটা ?)
- রাজনৈতিক যোগাযোগ ও নীতি পরিবর্তন (অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানের প্রতি জনসাধারণের শ্রদ্ধা কতটা, অনুসরণ করার পক্ষে আদর্শ কি ?)

শিল্পোদ্যোগ মূল্যায়ণের মতো, সহায়তা প্রদানও লক্ষ্য-এর মাধ্যমে মূল্যায়ণ করা যায় বিশেষভাবে পরিকল্পনার পর্যায়ে, পরিচ্ছদ ৫গ -তে বর্ণিত সহায়তার প্রয়োজন বিশ্লেষণের মতো এখানেও সহায়তা প্রদানের আরও ব্যাপক প্রভাব (সেইসঙ্গে দীর্ঘমেয়াদী) বিবেচনা করা জরুরি। এর জন্য খুবই উপযোগী লিঙ্গ মূল্যায়ণ পদ্ধতি ঃ - সারণি ১১-তে এর কিছু প্রভাব দেখানো আছে।

সারণি ১১ ঃ লিঙ্গ বিষয়ক নমুনা

ক্ষেত্র	যেসব প্রশ্ন করতে হবে
পুরুষ-মহিলা ভিত্তিক শ্রম বিভাজন	কোন কাজে মহিলাদের যুক্ত করা হচ্ছে (কোন কাজে নয়), তারা কি কাজ চায় - কি পাচ্ছে বা পাচ্ছে না এই সব কাজে ?
প্রযুক্তির নাগাল পাওয়া	এইসব মহিলাদের কি শিক্ষা/ প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে ? তারা কি শিক্ষা/প্রশিক্ষণ চায় ? তাদের কি প্রয়োজন ? প্রয়োজনীয় তথ্যের কি নাগাল পাচ্ছে তারা ?
সঙ্গতি নিয়ন্ত্রণ ও ক্ষমতাদান	সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময়ে মহিলারা কি সমান ক্ষমতা দেখাতে পারেন (কোন ঠিকা নেওয়া উচিত ? ইত্যাদি) ?
মহিলা ও প্রযুক্তি	মহিলাদের কি পরিকল্পনা ও নীতি গ্রহণের ক্ষেত্রে সমান ক্ষমতা আছে (কোন দিকে সংগঠন এগোবে, কোন পথ অবলম্বন করবে?)
মহিলাদের ভূমিকা	মহিলাদের প্রযুক্তি ব্যবহার/প্রযুক্তির অর্থ বোঝার ধরণ কী?
মহিলাদের পরিকল্পনাগত প্রয়োজন/বৈষম্যতা	প্রযুক্তি ও মহিলাদের ত্রৈমাত্রিক ভূমিকার (বাড়িতে, কাজে, সমাজে) উপর তার প্রভাব।
	সমাজ ও বৈষম্যতার ক্ষেত্রে পরিবর্তনগত প্রভাব কি? (মহিলাদের সম্পর্কে সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি/ব্যবহারে কোনো পরিবর্তন আছে কি?

৫ চ. সংস্থা পরামর্শ পত্র

মহিলাদের আইসিটি-ভিত্তিক শিল্পোদ্যোগ-এর জন্য সংস্থার বিভিন্ন ক্ষেত্রে উপযুক্ত কাজকর্মের জন্য নির্দেশাবলী দেওয়া হয়েছে এই পত্রে।

সংস্থা পরামর্শ পত্র ১ ঃ কি সহায়তা দিতে হবে তা আপনার সংস্থা কিভাবে বিশ্লেষণ করবে ?

সাধারণভাবে ঃ

১। প্রয়োজনভিত্তিক হওয়া চাই,

২। বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতির সমন্বয়,

৩। লিঙ্গ বিষয়ক দিকগুলো অন্তর্ভূক্ত করা

(আরও বিবরণের জন্য পরিচ্ছদ ৫(গ) দেখুন)।

নির্দিষ্ট পরামর্শ

আরও প্রয়োজনভিত্তিক হতে হবে

- মহিলা শিল্পোদ্যোগীদের কথা শোনা ও তাদের অংশগ্রহণ করতে দেওয়া।
- প্রকৃত প্রয়োজন সুনিশ্চিত করার জন্য বিশ্লেষণমূলক দৃষ্টিভঙ্গির ব্যবহার।
- সহায়তা প্রদানের জন্য অন্যান্য সংস্থা/পরিষেবা আহ্বান করতে পারা যায় কিনা তা নির্ধারণ করা (পরিচ্ছদ ৫ঘ -ও দেখুন)
- মহিলা বা তাদের শিল্পোদ্যোগ-এর জন্য প্রকৃতভাবে যা সহায়তা দেওয়া সম্ভব সেই সীমাবদ্ধতার মধ্যে সহায়তামূলক কাজকর্ম বেছে নিতে হবে।

ন্যায়সঙ্গতভাবে ভাবনাচিন্তা

- অংশগ্রহণকারী মহিলা শিল্পোদ্যোগীদের মূল দক্ষতা ও যোগ্যতা সম্পর্কে আগেই নিরূপণ করে নিতে হবে।
- অতি উৎসাহ এড়িয়ে চলা (যেমন দরিদ্র অঞ্চলে শিল্পোদ্যোগ স্থাপন কারণ সেক্ষেত্রে বিক্রি বাড়া হবে না।
- বাজারের সম্ভাবনা দেখে নেওয়া।
- পরিকল্পনাগত অবস্থান, অঞ্চল অনুযায়ী গুরুত্বপূর্ণ সংখ্যা ইত্যাদি সম্পর্কে ঠিকভাবে দেখে নেবেন।

মহিলাদের নির্দিষ্ট প্রয়োজন সম্পর্কে বিশ্লেষণ করে নেওয়া।

- মহিলাদের প্রযুক্তির সঙ্গে পুরো সময়ের কাজ প্রভাবিত করে অনেকগুলো কারণ (নিয়ন্ত্রণ ও সিদ্ধান্ত - তৈরি, বিষয়বস্তুর উন্নতি, প্রয়োগের ক্ষেত্র, প্রযুক্তি বোঝা ও জ্ঞান সৃষ্টি ইত্যাদি)।
- সংস্কৃতিগত পরিবেশে মহিলাদের যে একাধিক ভূমিকা আছে তার প্রভাব বিবেচনা করা।
- মহিলাদের বাস্তব প্রয়োজনের কথা ভাবতে হবে (যেমন বর্তমান পরিকাঠামোর মধ্যে তাদের কি সমর্থন প্রয়োজন) এবং তাদের আরও পরিকল্পনাগত কি কি প্রয়োজন (যেমন সমাজের বর্তমান ক্ষমতা পরিকাঠামোর নির্দিষ্ট প্রয়োজন অনুসারে কতটা মোকাবিলা করতে তারা প্রস্তুত)।

সংস্থা পরামর্শ পত্র ২ ঃ আপনার সংস্থা কি ধরণের সমর্থন বা সহায়তা দেবে ?

সাধারণভাবে ঃ

৪। চাহিদা বেশি, সরবরাহ কম ঃ শিল্পোদ্যোগ সংক্রান্ত সহায়তা সংস্থা সরবরাহ/ঠেলাঠেলির কারণ নিয়ে বেশি ভাবনা চিন্তা করে আর চাহিদা/টানাটানির কারণ একদমই প্রায় চিন্তা করে না।

নমুনা স্বরূপ বলা যেতে পারে ঃ

- এরা মহিলা আইসিটি-ভিত্তিক শিল্পোদ্যোগের যোগান সম্পর্কে বেশি তথ্য দেয় (যেমন অর্থ, দক্ষতা, প্রযুক্তি ইত্যাদি) এবং বিপণন সংক্রান্ত চাহিদা বা আউটপুট ডিমান্ড সম্পর্কে তথ্য খুব কমই দেয় (নূতন ও বর্তমান ক্রেতা)
- তারা মহিলা আইসিটি-ভিত্তিক শিল্পেদ্যোগকে সরবরাহ সংক্রান্ত তথ্য অত্যাধিক বেশি দেয় (অর্থের ব্যবস্থা করা, প্রশিক্ষণ প্রদান, নতুন প্রযুক্তির উন্নয়ন কিন্তু চাহিদা সংক্রান্ত তথ্য প্রায় দেয়ই না (যেমন ক্রেতা সমীক্ষা, বাজারের গবেষণা, বিক্রয়/বিপণন সহায়তা।)

৫। বেশিটা নীতি সংক্রান্ত কাজকর্ম, একক শিল্পোদ্যোগ সংক্রান্ত কাজকর্ম খুবই কম

শিল্পোদ্যোগ সহায়ক সংস্থা পৃথক পৃথক শিল্পোদ্যোগ নিয়ে খুব বেশি সময়ই কাজ করে। এটি মূল্যবান হলেও এই ধরণের কাজকর্মে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে ঃ

- পৃথক পৃথক ভাবে মহিলাদের আইসিটি ভিত্তিক শিল্পোদ্যোগ নিয়ে কাজ করতে গেলে অনেক বেশি খরচ হয়।
- সীমিত কিছু শিল্পোদ্যোগের কাছে এইভাবে পৌঁছানো যায় বেশিরভাগ শিল্পোদ্যোগই তাই লাভবান হতে পারে না কারণ তাদের কাছে পৌঁছনো যায় না, এবং
- প্রার্থিত প্রভাব অর্জন করতে ব্যর্থতা।

সংস্থার উচিত রীতিনীতি নিয়ে বেশি কাজ করা, নীতি-স্তরে সহায়তা আরও ভালোভাবে দেওয়া, বিশেষভাবে

(১) আইসিটি পরিকাঠামোর ক্ষেত্রে এবং

(২) মহিলাদের আইসিটি ভিত্তিক শিল্পোদ্যোগ কর্তৃক উৎপাদন করা সামগ্রীর জন্য বাজার/চাহিদা তৈরি ও বৃদ্ধি করা ।

নির্দিষ্ট পরামর্শ

যোগান সংক্রান্ত সহায়তা - মহিলাদের আইসিটি ভিত্তিক শিল্পোদ্যোগ চালু রাখার জন্য যা প্রয়োজন ঃ

- অর্থ - যন্ত্রপাতি ও পরিকাঠামোগত বিনিয়োগের প্রয়োজন যা গোড়াপত্তনের সময় বা উদ্যোগ চালু রাখার সময়ও যথেষ্ট বেড়ে যেতে পারে। শিল্পোদ্যোগ শুরু করার খরচ খুবই বেশি হতে পারে। বর্তমান প্রকল্পের জন্য গ্যারান্টি ব্যবহার অনেক ভালো, নতুন সংস্থা ঋণের থেকে।
- প্রযুক্তি ও প্রযুক্তিগত সহায়তা - অর্থাৎ আইসিটি পরিকাঠামোর জন্য ভর্তুকি যুক্ত খরচ পাওয়া।
- উৎপাদোনের জন্য জায়গা - অর্থাৎ ভর্তুকিযুক্ত/বিনাভাড়ায় - সীমিত মেয়াদের জন্য।
- চাহিদা সংক্রান্ত সহায়তা - মহিলাদের আইসিটি-ভিত্তিক শিল্পোদ্যোগের উৎপাদন সামগ্রীর জন্য বাজার তৈরি করা অর্থাৎ - শিল্পোদ্যোগের জন্য এমন নেটওয়ার্ক তৈরি করা যার দরুণ তারা সহযোগীদের সঙ্গে একত্রে কাজ করতে পারে এবং দরদস্তর করার মতো অবস্থায় থাকে এবং/অথবা সর্বাধিক লাভের জন্য এবং বাজার বাড়ানোর জন্য ব্যবসায়িক ক্রেতাদের সঙ্গে ব্যবসায়িক শৃঙ্খল তৈরি করার ক্ষেত্রে সাহায্য প্রদান।
- শিল্পোদ্যোগের ক্ষেত্রে সহায়তা - শিল্পোদ্যোগীদের নিজস্ব প্রয়োজনের ক্ষেত্রে সহায়তা; শিল্পোদ্যোগের জন্য ব্যক্তিবিশেষে প্রশিক্ষণ/সহায়তা; শিল্পোদ্যোগীদের কর্মী সংক্রান্ত সহায়তা অথবা শিল্পোদ্যোগের কর্মীদের প্রাথমিক মনোনয়ন নিয়ে সহায়তা।
- পরিবেশগত সহায়তা -যে পরিবেশগত অবস্থার মধ্যে শিল্পোদ্যোগ কাজ করছে তা চিহ্নিত করা; নীতি নির্ধারণ - সরকারের কাছ থেকে চাহিদা, পরিকাঠামো ও স্ত্রী-পুরুষের প্রতি সমান ব্যবহার সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে সহায়তার জন্য কাজ চালিয়ে যাওয়া।
- মহিলাদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা -মহিলাদের জন্য বিশিষভাবে নির্মিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর প্রস্তাব; প্রশিক্ষণ পদ্ধতিতে আইসিটি মহিলা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করা; সংস্থার কর্মী ও নীতি নির্ধারকদের ক্ষেত্রে মহিলা সংক্রান্ত বিষয় বিবেচনা করা; মহিলাদের জন্য অন্যান্য পরিষেবার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে সমর্থন; মহিলা শিল্পোদ্যোগীদের নেটওয়ার্ক তৈরি করতে সক্ষম করে তোলা সম্পর্কে পদক্ষেপ নেওয়া।

সংস্থা পরামর্শ পত্র ৩ ঃ আপনার সংস্থা কিভাবে সহায়তা দেবে ?

সাধারণভাবে ঃ

১। মনে রাখতে হবে সকলের ক্ষেত্রে একই মাপ উপযুক্ত নয় এবং চাই মানানসই সহায়তা ও অন্তর্নিহিত সহায়তা।

২। সংস্থার ওপর নির্ভর করার মানসিকতা যেন তৈরি না হয়ে যায় তাহলে সারা জীবনই মহিলারা সেই সংস্থার উপর নির্ভর করবে।

৩। সংস্থা যেন শিল্পোদ্যোগের কাছে আদর্শ হয়।

৪। মহিলা সংক্রান্ত বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা।

৫। নিজে নিজে সব সহায়তা দেওয়ার পরিবর্তে অন্য ব্যবস্থাপকদের সঙ্গে সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থা করা।

নির্ধারিত পরামর্শ ঃ সামর্থ্য নির্মাণের উপর জোর দেওয়া

- প্রশিক্ষণ দেওয়া হোক- তাদের জন্য সব কিছু করে দেবার প্রয়োজন নেই।
- দেখতে হবে সংস্থার সহায়তা নিয়ে শেখার পর নিজেদের দায়িত্ব যাতে নিজেরাই নিতে পারে।
- মহিলা মালিকদের মধ্যে স্ব-সামর্থ উন্নতি ও বিকাশ যাতে হয় তার চেষ্টা করতে হবে।
- ব্যবসায়িক পরামর্শের জন্য বিশেষজ্ঞদের সাহায্য নিতে হবে।

সমস্ত অংশীদারদের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি, প্রচার ও সমর্থন পাওয়ার চেষ্টা

- সঠিক নীতি ও ব্যবসায়িক পরিবেশের জন্য সরকারি সমর্থন লাভ করুন।
- কঠিন পরিস্থিতির মোকাবিলায় শিল্পোদ্যোগ-এর যে পরিচালনগত বিশেষজ্ঞতা প্রয়োজন তার জন্য যোগাযোগ তৈরি করা।
- শিল্পোদ্যোগের সঙ্গে সমাজের লোকজনের যথোপযুক্ত অংশগ্রহণ উৎসাহিত করা উচিত।
- শিল্পোদ্যোগীদের কাছ থেকে কিছু খরচ নিন, এমনকি তা যদি আংশিক ব্যয়ভার বহন করে তাও।

যোগাযোগ তৈরি/যোগাযোগ অন্তর্ভুক্ত করা

- মহিলাদের/আইসিটি শিল্পোদ্যোগ গোষ্ঠির উন্নতি বিধানের জন্য ভাগ করা সম্পদ ও পরিবেশের সর্বাধিক ব্যবহার।
- তথ্য ভাগ করে নেওয়ার ক্ষেত্রে উৎসাহ দান এবং যতরকম সম্ভব শিল্পোদ্যোগ নেটওয়ার্কগুলির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন।
- মহিলা /আইসিটি শিল্পোদ্যোগ-এর কেস স্টাডি দেখা যেতে পারে বিশেষ করে অর্থ, বাজার ও বিক্রয় সম্পর্কিত তথ্যের জন্য।
- বর্তমান সহায়তা ব্যবস্থাপকদের কাজে লাগান - সব সময় নিজেই সবকিছু করার চিন্তা করার প্রয়োজন নেই। (পরিচ্ছদ ৫ঘ)

আধুনিক সময়ের প্রযুক্তি সম্পর্কে খোঁজখবর রাখুন

- আভ্যন্তরীণ দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য সংস্থা কর্তৃক প্রযুক্তির নিয়মিত দৈনন্দিন ব্যবহার সম্পর্কে উৎসাহদান। উপযুক্ত তথ্য আদানপ্রদান ব্যবস্থায় বিনিয়োগ করুন।
- সর্বশেষ প্রযুক্তি সম্পর্কে জ্ঞান ভাগ করে নিন অন্য সংস্থার সঙ্গে - যৌথ ইভেন্ট ও কাজকর্মের মাধ্যমে।

আদর্শ মডেল

- শিল্পোদ্যোগ যাতে নিজের আর্থিক অবস্থা সুদৃঢ় ভাবে তৈরি করে নিতে পারে সেই সম্পর্কে আদর্শরূপে অর্থ সংক্রান্ত সহায়তা করা।
- নিয়ন্ত্রণমূলক ও মূল্যায়ণ পদ্ধতিই ব্যবহার-সহ উপযুক্ত নিয়ন্ত্রণমূলক রীতিনীতি সম্পর্কে উৎসাহিত করা।

মহিলাদের নিরুৎসাহ করা উচিত নয়

- মহিলাদের উৎসাহদান ও অনুপ্রেরণা দেওয়া প্রযুক্তি ব্যবহার শেখার জন্য প্রয়োজন কিন্তু শেখানোটা একেবারে সরল করে তোলা ঠিক নয়। শেখাটা যেন একটু কঠিন হয়। নানারকম বাধা এমনকি সামাজিক বাধাও বিবেচনা করে নেওয়া।
- মহিলা শিল্পোদ্যোগীদের ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে প্রযুক্তি ব্যবহারে উৎসাহ দেওয়া।

নিয়ন্ত্রণ ও মূল্যায়ন করবেন

- শিল্পোদ্যোগের কাজকর্ম সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করা ও নিজের কাজকর্ম মূল্যায়ণ করে দেখা যে এই সহায়তামূলক কাজকর্ম কতটা কার্যকর হয়েছে। (৫ এর ঙ দেখুন)

সংস্থা পরামর্শ পত্র ৪ ঃ আপনার সংস্থা নিজেই মহিলাদের আইসিটি-ভিত্তিক শিল্পোদ্যোগ প্রকল্পের জন্য আর্থিক সহায়তা কোথা থেকে পাবে ?

সাধারণভাবে ঃ

১। সংস্থা কি ধরণের আর্থিক সহায়তা চাইছে এবং তার ব্যবস্থা কে করবে এই সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা পোষণ করা।

২। সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি অবলম্বন করা ঃ আপনি হয়ত বিভিন্ন দাতাদের কাছ থেকে বিভিন্ন ক্ষেত্রের জন্য আর্থিক সামর্থ্য পাবেন।

৩। অন্যান্য সংস্থার সঙ্গে একসঙ্গে কাজ করার কথা বিবেচনা করতে পারেন।

৪। দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা ও পরিমাপযোগ্য কর্মসূচী ব্যবস্থা অন্তর্ভূক্ত করা।

৫। সমস্ত অংশীদারদের সুবিধা অন্তর্ভূক্ত করুন।

নির্দিষ্ট কিছু সুপারিশ ঃ

- কি কি আর্থিক ও অন্যান্য সমর্থনের প্রয়োজন ও কেন তা স্পষ্টভাবে শনাক্ত করে নিতে হবে
- প্রাথমিক কাজের মধ্যে থাকবে উদ্দীষ্ট মহিলা ও তাদের সম্প্রদায় তদুপরি সংশ্লিষ্ট স্থানীয় সরকার, এনজিও এবং বেসরকারি ক্ষেত্রের ব্যক্তিদের মধ্যে থেকে প্রকল্পে কাজ করার জন্য প্রধান প্রধান অংশীদারদের একত্র করা। এই ক্ষেত্রে প্রস্তুতির কাজের মধ্যে থাকবে এই প্রকল্পকে আরও বৃহত্তর প্রকল্পের সঙ্গে সমন্বয় ঘটানোর চেষ্টা - এমন বৃহত্তর প্রকল্প যা অনুদান পাওয়ার জন্য একেবারে প্রস্তুত।
- মহিলাদের আইসিটি-ভিত্তিক শিল্পোদ্যোগ -এর প্রয়োজন চিহ্নিত করে তাকে অগ্রাধিকার দেওয়া। প্রকল্পের ভেতর থেকে উন্নতি করা যাবে না এমন কি আছে যার জন্য বাইরে থেকে অনুদানের প্রয়োজন এবং কেন ?

অনুদানকারীদের চিহ্নিত করা ও তাদের কাছে অগ্রগণ্য বিষয়গুলি শনাক্ত করা

- সূচনার সময়ে এইসব প্রকল্পকে সমর্থন করতে চাইবে না এইরূপ অনুদানকারীদের বাদ দিয়ে সম্ভাবনাময় অনুদানকারীদের মনোনীত করা।
- অনুদানকারীদের নিজস্ব স্বার্থ ও অগ্রাধিকারগুলো শনাক্ত করা। বিশ্লেষণ করে নিতে হবে কি ভাবে মহিলাদের আইসিটি ভিত্তিক শিল্পোদ্যোগগুলিকে অনুদানকারীদের সঙ্গে মিলিত করা যায়। এইসব শিল্পোদ্যোগগুলিকে অনুদানকারীদের কাছে নানাভাবে "বিক্রি" করা যায় তবে "সেলস পিচ" বা নিম্নোক্ত বৈশিষ্টগুলো যেমন লিঙ্গ সমতা, সামর্থ নির্মাণ, উপার্জন, ক্ষুদ্র উদ্যোগ গঠন, কাজ সৃষ্টি, জ্ঞান, আর্থিক সাশ্রয়, উন্নতি ইত্যাদি অনুদানের উদ্দেশ্যের সঙ্গে মানানসই হতে হবে। সৌভাগ্যবশতঃ মহিলাদের আইসিটি-ভিত্তিক শিল্পোদ্যোগগুলি বিভিন্ন উন্নয়নমূলক উদ্দেশ্যের মধ্যেই পড়ে তাই অনুদানকারীদের একাধিক উদ্দেশ্য অনুসারে তাদের পৃষ্ঠপোষকতা গ্রহণ করা যায়। সরকারি পৃষ্ঠপোষকতার ক্ষেত্রে জাতীয় দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রকল্পের সঙ্গে খাপ খেয়ে যেতে পারে।

আপনার প্রস্তাবের লক্ষ্য স্থির করতে হবে

- প্রস্তাব উপস্থাপনার আগে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী বা উপস্থাপনা দিকগুলো বেছে নিতে হবে ঃ আশাব্যঞ্জক - (সুবিধা লাভের উপর লক্ষ্য রেখে) বা বাস্তবিক (আশাব্যঞ্জক ও নৈরাশ্যমূলক উভয়ের উপর জোর দিয়ে) বা মাঝামাঝি কিছু। কোনটা বেছে নেবেন তা নির্ভর করবে শ্রোতারা কোনটা চেনে তার ওপর - অনুদানকারী কি শুধুই ভালো খবর শুনতে আগ্রহী নাকি যারা শুধুই ভালো দিকটা দেখেন তাদের উপর তারা আস্থা রাখতে পারবেন না।

- যে কোনো বিক্রয়মূলক উপস্থাপনার উদ্দেশ্য হবে সুবিধা বা লাভ, এটা কোনো বৈশিষ্ট্য নয়। কিন্তু তা অনুদানকারীর কাজকর্মের আভাস বা লক্ষ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে হতে হবে। নির্দিষ্ট কিছু বিষয় সম্পর্কে জোর দেওয়ার পর অবশ্য অধিকাংশ স্পনসরই চাইবে একটি ধারাবাহিক পরিকল্পনা (আর্থিক বা অন্য প্রকার) - প্রকল্পের স্থায়িত্বের জন্য। আরও সাধারণভাবে বলতে গেলে অনুদানকারীদের চাই প্রকল্পের একটি বাস্তবসম্মত পরিকল্পনা - যাতে (১) একাধিক অংশীদারদের অংশগ্রহণের প্রমাণ ও (২) স্থানীয়ভাবে চাহিদার নিরূপণ থাকা চাই, অবশ্য মনে রাখতে হবে যে আইসিটি ভিত্তিক শিল্পোদ্যোগগুলির আর্থিকভাবে স্বনির্ভর হতে অনেকটা সময় লেগে যায়। অনুদানকারীরা সাধারণভাবে বাস্তব তথ্যের ক্ষেত্রে বেশি সাড়া দেয় - কাল্পনিক ক্ষেত্রে নয়। তাই বাস্তব কিছু প্রমাণ দেখাতে পারলে উপকার দেবে। ভিডিও-এর আকারে সাফল্যের কাহিনী দেখানো যায়। স্থানীয় কোনো ব্যক্তি দেখালে আরও ভালো হয়।
- ভিত্তিমূলক তর্কবিতর্কও সাহায্য করে - যেমন জাতীয় উন্নয়নের ক্ষেত্রে মহিলাদের অবদান, পুরুষদের তুলনায় তারা সামাজিক উন্নতিবিধানে তাদের রোজগার বেশি ব্যয় করে, বা অন্যান্য বিষয় নিয়ে যেমন নতুন অর্থনৈতিক জোয়ার আসার সময়ে তাদের বাদ দেওয়া - প্রথমে প্রস্তুতের ক্ষেত্রে পরে পরিষেবার ক্ষেত্রে এবং এমনকি জ্ঞানের ক্ষেত্রেও যেখানে স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে যে, পুরুষ-মহিলার বিভেদ থেকেই যাচ্ছে। এইসব সমস্যা থেকেই যাচ্ছে এবং তা এখনই আলোচনা করা উচিত - এই সব সুযোগ দিচ্ছে তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্র।

  মহিলা ও তাদের পরিবার/ পারিপার্শ্বিক সমাজকে সুবিধা দেওয়া ছাড়াও, তথ্যপ্রযুক্তির সামগ্রী/ পরিষেবার খরিদ্দারদেরও নানারকম সুবিধা দিতে হবে। অথবা সরকারকেও (তাদের কম্পিউটারাইজেশন অথবা অটোমেশন বা ই-গভর্নমেন্ট প্রোগ্রাম-এর সহায়তার)।
- সরকারি অনুদানকারীদের জন্য - তাদের তথ্যপ্রযুক্তি আবশ্যকতা বাইরে নিয়ে যাওয়ার উৎসাহ দিতে হবে (যথা ডেটা এন্ট্রি, ডিজিটাইজেশন, হার্ডওয়্যার/সফ্টওয়্যার ক্রয়, তথ্যপ্রযুক্তি প্রশিক্ষণ, কম্পিউটার পরিষেবা ও রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদি)। এইসব শিল্পোদ্যোগগুলি প্রচলিতভাবে, বৃহৎ আভ্যন্তরীণ তথ্যপ্রযুক্তির কাজকর্ম গড়ে তুলেছে অথবা বর্তমান বেসরকারি ক্ষেত্রকে তথ্যপ্রযুক্তি সামগ্রী ও পরিষেবা বিক্রি করেছে - মাঝে মাঝে বহুজাতিক সহায়ককেও। এছাড়াও আছে একটি 'তৃতীয় উপায়' - 'সামাজিক উদ্যোগ' যথা দরিদ্র মহিলা দ্বারা সৃষ্ট সমবায় তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পোদ্যোগগুলির কাছে বাইরের কাজ আনিয়ে দেওয়া (যেমন কেরল সরকার করেছে)।
- আর একটি মূল্যবান কথা - মহিলা পরিচালিত শিল্পোদ্যোগ আরও ভালোভাবে কাজ করার চেষ্টা করে, বেশি স্থায়িত্ব হয় এবং পুরুষ-চালিত একই সংগঠনের থেকে আরও অনেক বেশি ক্রেতা টানতে সক্ষম হয়।

সংস্থা পরামর্শ পত্র ৫ ঃ একটি বর্তমান মহিলাদের আইসিটি প্রকল্পকে কিভাবে আইসিটি-ভিত্তিক শিল্পোদ্যোগে রূপান্তরিত করা যায় ?

সাধারণভাবে ঃ

- শিল্পোদ্যোগ গঠন সম্ভব হবে কিনা সেটা জানার জন্য শিল্পোদ্যোগ বিশ্লেষণের প্রয়োজন যার মধ্যে যোগান/সরবরাহ, শিল্পোদ্যোগী, চাহিদা, শিল্পোদ্যোগ ও পরিবেশগত কারণ ইত্যাদি দেখতে হবে।
- ভাবনাচিন্তা তিন চার বছর এগিয়ে রাখা - দেখা কিভাবে শিল্পোদ্যোগ টিকে থাকতে পারে।
- শিল্পোদ্যোগের যদি সম্ভাবনা থাকে তাহলে প্রধান প্রতিবন্ধকতা সনাক্ত করা ও সেইসঙ্গে সমাধান ভেবে রাখা।

নির্দিষ্ট কিছু পরামর্শ ঃ

শিল্পোদ্যোগ বিশ্লেষণ

- এই পুস্তিকার পরিচ্ছদ ৪ক এবং ৪খ (এবং পরিচ্ছদ ৫গ(১)) - শিল্পোদ্যোগের সম্ভাবনা আছে কিনা তা কিভাবে বিশ্লেষণ করা যাবে তার নির্দেশাবলীর জন্য। এই নিয়মে বিশ্লেষণ করে দেখতে পারেন মহিলাদের বর্তমান আইসিটি প্রকল্পকে শিল্পোদ্যোগে পরিণত করা যায় কিনা।
- ওই পরিচ্ছদ যোগান/সরবরাহ সংক্রান্ত কারণ (যথা দক্ষতা ও প্রযুক্তি সরবরাহ); শিল্পোদ্যোগী সংক্রান্ত কারণ (অংশগ্রহণকারী মহিলাদের বিশেষজ্ঞতা ও লক্ষ্য); চাহিদা সংক্রান্ত কারণ (মহিলারা যা তৈরি করবেন তার জন্য কোন বাজার আছে কিনা); শিল্পোদ্যোগ/পরিবেশগত বিশ্লেষণ (আইসিটি পরিকাঠামোর মত কোনো কিছু অন্তর্ভূক্ত করা আছে কিনা) এই পাঁচ প্রস্থ কারণ থেকে নির্দেশ পাওয়া যায়।
- সমস্ত পাঁচ প্রস্থ কারণই গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু প্রধান দুইটি বিষয় হবে লক্ষ্য কেন্দ্রিক ইচ্ছে ও চাহিদা। অংশগ্রহণকারী মহিলাদের যদি কিছু প্রাথমিকভাবে শিলোপদ্যোগ সংক্রান্ত কোনো ইচ্ছা না থাকে, যদি অর্থ উপার্জন ও শিল্পোদ্যোগ হিসেবে আইসিটি-তে কাজ করার কোনো অভিপ্রায় না থাকে তাহলে কোন শিল্পোদ্যোগের সৃষ্টি সম্ভব নয়। যতই কঠিন পরিশ্রম করুক না কেন সকলে আইসিটি সামগ্রী বা পরিষেবার জন্য বাজার না থাকলে কোন শিল্পোদ্যোগই গড়ে উঠতে পারে না।

স্থায়িত্ব

- আইসিটি প্রকল্প শিল্পদ্যোগে রূপান্তরিত করা এক কথা আর বহু বছর ধরে তাকে টিকিয়ে রাখা আর এক কথা। ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কেউ-ই সঠিক ভবিষদ্বাণী করতে পারবে না তবে স্থায়িত্ব সম্পর্কে বিশ্লেষণ করতে গেলে শিল্পোদ্যোগ বিশ্লেষণের পাঁচ প্রস্থ কারণই খুঁটিয়ে দেখতে হবে এবং প্রশ্ন করতে হবে ভবিষ্যৎ বছরগুলোতে এইসব ক্ষেত্রে পরিবর্তন আসবে কি না। এছাড়াও স্থায়িত্বের ক্ষেত্রে আগ্রহ ও চাহিদার ভূমিকাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

প্রতিবন্ধকতা ও সমাধান

- শিল্পোদ্যোগকে প্রকল্পে রূপান্তর করা যদি সম্ভবপর হয় তাহলে সাধারণভাবে পরিচ্ছদ ৫ ও বিশেষরূপে ৫গ ও অন্যান্য সংস্থা পরামর্শ পত্র দেখা যেতে পারে যা সংস্থাকে মহিলাদের আইসিটি-ভিত্তিক শিল্পোদ্যোগ সৃষ্টি করতে ও তাকে স্থায়িত্ব দেওয়ার জন্য কোন কোন কাজ অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে করতে হবে তা বলে দেবে।

৬. ভারতবর্ষে নতুন শিল্পোদ্যোগে সহায়তা ঃ

ভারতবর্ষে বিভিন্ন রাজ্য শিল্পোদ্যোগে সাহায্যের জন্য নতুন নতুন নানান পরিকল্পনা করেছে। আমাদের রাজ্য অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গ ও যুবসমাজের বিশেষত মহিলাদের শিল্পোদ্যোগ সম্বন্ধে বিশেষ উৎসাহী।

৬ ক. পশ্চিমবঙ্গে স্বনির্ভর কর্মসংস্থান প্রকল্প

বাংলা স্বনির্ভর কর্মসংস্থান প্রকল্প (বিএসকেপি)

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুব কল্যাণ অধিকার ২০০০-২০০১ আর্থিক বছরে পশ্চিমবঙ্গের শহরাঞ্চলে ব্যক্তিগত ও দলবদ্ধ শিল্পোদ্যোগকে সহায়তা প্রদানের জন্য ও দলবদ্ধ শিল্পোদ্যোগকে সহায়তা প্রদানের জন্য বংলা স্বনির্ভর কর্মসংস্থান প্রকল্প (বিএসকেপি) প্রবর্তন করে। এই প্রকল্পের অধীনস্থ ব্যক্তিগত উদ্যোগগুলি 'আত্মমর্যাদা' ও দলবদ্ধ উদ্যোগগুলি 'আত্মসম্মান' নামে অবিহিত করা হয়েছে।

প্রকল্পের বর্ণনা ঃ

- ১০ লক্ষ টাকা প্রকল্প ব্যয়ের মধ্যে লাভজনক ক্ষুদ্র ইউনিটের মাধ্যমে আয়ের সুযোগ তৈরিতে অথবা চালু ইউনিট চালাতে/পুনরুজ্জীবিত করতে ইচ্ছুক যে কোনও যোগ্য উদ্যোগী - তা যে একক অথবা দলবদ্ধ (সর্বাধিক পাঁচজন ও সবাইকে একই শহরাঞ্চলের বাসিন্দা হতে হবে) যে কোন ক্ষেত্রেই প্রকল্পটি প্রযোজ্য হবে।
- শহরাঞ্চল বলতে পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে এমন জায়গা যা কোনও পুরসভা অথবা পুরনিগম বা বিজ্ঞাপিত এলাকা কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত।
- অন্যান্য সমস্ত শর্তাবলী পূরণ করলে বিশেষ বিশেষ কিছু গ্রামীন ক্ষেত্রেও সম্প্রসারিত হতে পারে। এই সংক্রান্ত নির্দেশিকা সময় থেকে সময়ান্তরে প্রচারিত হবে।
- কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের অধীনস্থ ও অধিগৃহীত সংস্থার কর্মচারী এবং তাদের পরিবারের সদস্যগণ এই প্রকল্পের ভর্তুকির জন্য বিবেচিত হবেন না।

এই প্রকল্প আবেদন করার যোগ্যতা ঃ

- যে কোনও ব্যক্তি যিনি কর্মসংস্থান কেন্দ্রে নাম লিখিয়েছেন কিন্তু লাভজনক কর্মে নিযুক্ত নন।
- আবেদনকারীর বয়স ১৮ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে হতে হবে। ব্যতিক্রমী এবং যোগ্য প্রার্থীর ক্ষেত্রে জেলাস্তরীয় তত্ত্বাবধায়ক কমিটির চেয়ারম্যান/ভাইস-চেয়ারম্যানের অনুমোদনক্রমে বয়ঃসীমা সর্বোচ্চ ৫ বছর পর্যন্ত (অর্থাৎ ৪৫ বছর বয়স) শিথিল করতে পারেন।

অর্থের যোগান

(১) মোট প্রকল্পের ৭০ শতাংশ অর্থ অথবা প্রয়োজনীয় অর্থ বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক বা পশ্চিমবঙ্গ বিত্ত নিগম মেয়াদী ঋণ এবং/ অথবা কার্যকরী মূলধনী ঋণ হিসাবে দেবেন।

(২) অতিরিক্ত অর্থ বাবদ প্রকল্প ব্যয়ের ২০ শতাংশ অর্থ রাজ্য সরকার ভর্তুকি/ অনুদান হিসেবে দেবেন। অবশ্য এর সর্বোচ্চ সীমা আত্মমর্যাদা প্রকল্পের ক্ষেত্রে ৫০,০০০ টাকা (পঞ্চাশ হাজার) এবং আত্মসম্মানের ক্ষেত্রে ১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা।

(৩) প্রকল্প ব্যয়ের ১০ শতাংশ অর্থ অতিরিক্ত অর্থ হিসাবে উদ্যোগকেই সংস্থান করতে হবে।

প্রকল্পের আবেদন

- সমস্ত ক্ষেত্রেই পুরসভা/পুরনিগম থেকে ট্রেড লাইসেন্স অবশ্যই করাতে হবে।
- জেলা, পুরসভা সমূহে যে যুবকল্যাণগুলি আছে, সেগুলি আবেদনকারীদের প্রয়োজনীয় সহায়তা/পরামর্শ দেবে এবং পুরকরগুলির সঙ্গে এ বিষয়ে যোগাযোগ রক্ষা করবে।

প্রকল্পের রূপায়ণ

- রাজ্য সরকার এই কর্মসূচী ব্যাঙ্ক এবং পশ্চিমবঙ্গ বিত্ত নিগমের মাধ্যমে রূপায়ন করবে। যুবকল্যাণ অধিকার প্রকল্প রূপায়ণের সামগ্রিক দায়িত্ব পালন করবে। জেলার ক্ষেত্রে জেলা যুব আধিকারিক এবং কলকাতা পুরনিগম এলাকার জন্য কলকাতা জেলা যুব আধিকারিক মূল দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক হিসাবে দায়িত্ব পালন করবে।

প্রশিক্ষণ

বেকার যুবক-যুবতীদের জন্য প্রয়োজন মত যুব-কল্যাণ বিভাগ বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ শিবির আয়োজন করবে যাতে তারা প্রকল্পগুলির সফল রূপায়ণের জন্য পর্যাপ্তভাবে প্রস্তুত হতে পারে।

প্রকল্পের তত্ত্বাবধান

প্রকল্পের অগ্রগতি এবং মসৃণ রূপায়ণের মতো বিষয়গুলি পর্যালোচনার জন্য একটি জেলাস্তর তত্ত্বাবধায়ক কমিটি থাকবে। এই কমিটির অনুমোদন সাপেক্ষে চুক্তির ভিত্তিতে সঞ্চালক নিয়োগ করা হবে, যারা প্রকল্পের কাজ তত্ত্বাবধান করেন।

৬ খ. ভারত সরকারের ক্ষুদ্র শিল্প মন্ত্রক পরিচালিত তথ্য প্রযুক্তি ও পাঠক্রমের তালিকা

স্মল ইন্ডাস্ট্রিজ সার্ভিস ইন্সটিটিউট্ (এসআইএসআই)

ক্ষুদ্র শিল্প মন্ত্রক, ভারত সরকার, ১১১ ও ১১২ বিটি রোড, কলিকাতা ঃ ৭০০০১৮

ইমেল ঃ director@sisikolkata.gov.in, ওয়েবসাইট ঃ www.sisikolkata.gov.in

অন্য ওয়েবসাইট ঃ www.smallindustryindia.com, দূরাভাষ ঃ ২৫৭৭-০৫৯৫/০৫৯৭/৯৮(এ' ঃ ২১৯)

তথ্য প্রযুক্তি ও মাল্টিমিডিয়ার পাঠক্রম তালিকা ঃ

	পাঠক্রম	সময়	খরচ	ন্যূনতম যোগ্যতা
১.	সফ্টওয়্যার এ্যান্ড ইন্টারনেট ফাডামেন্টালস্	৮ সপ্তাহ/৬০ ঘন্টা,	২২০০ টাকা,	মাধ্যমিক
	*(ক) এইচ্ টি এম এল, ডিএইচটিএমএল, জাভা স্ক্রিপ্ট-প্রভৃতির দ্বারা ওয়েব পেজ্ ডেভেল্পমেন্ট।	৪ সপ্তাহ/২৪ ঘন্টা,	১০০০ টাকা	
২.	এস এম পি এস এ্যান্ড মনিটর রিপেয়ারিং এ্যান্ড সার্ভিসিং	৮ সপ্তাহ/৪৮ ঘন্টা,	২৬০০ টাকা,	মাধ্যমিক
	*(ক) প্রিন্টার সার্ভিসিং	৩ সপ্তাহ/১৮ ঘন্টা,	৯০০ টাকা	
৩.	পিসি হার্ডওয়ার এ্যাসেম্বলিং এ্যান্ড মেন্টেনেন্স	৮ সপ্তাহ/৪৮ ঘন্টা,	৩৪০০ টাকা,	মাধ্যমিক
	*(ক) বেসিক নেটওয়ার্কিং	৪ সপ্তাহ/২৪ ঘন্টা,	১৬০০ টাকা	
৪.	ডিটি পি উয়িথ প্রিন্টিং	৮ সপ্তাহ/৪৮ ঘন্টা,	৩৪০০ টাকা,	মাধ্যমিক
৫.	ফিন্যান্সিয়াল এ্যাকাউন্টিং প্যাকেজ	১২ সপ্তাহ/৯৬ ঘন্টা,	৪৫০০ টাকা,	উচ্চ মাধ্যমিক
৬.	এ্যাডভান্স ফিন্যান্সিয়াল অ্যাকাইন্টস্ এ্যান্ড ট্যাক্সেশন	১২ সপ্তাহ/১০৮ ঘন্টা,	৬৪০০ টাকা,	বি. কম (ট্যালি সহ)
৭.	ওয়েব এ্যান্ড সিডিরম বেস্ড্ মাল্টিমিডিয়া	১২ সপ্তাহ/১০৮ ঘন্টা,	৭৫০০ টাকা,	মাধ্যমিক + উইন্ডোস অপারেটিং সিস্টেমের জ্ঞান থাকা আবশ্যক
৮.	কোর জাভা	১০ সপ্তাহ/৬০ ঘন্টা,	৩০০০ টাকা,	উচ্চ মাধ্যমিক (প্রোগ্রামিং জানা আবশ্যক)
৯.	এ্যাডভান্স মাল্টিমিডিয়া	২৪ সপ্তাহ/২১৬ ঘন্টা,	১৪৫০০ টাকা,	মাধ্যমিক (ফটোগ্রাফি বা আর্ট স্মপর্কে জানা আবশ্যক)
১০.	সি, সি++ প্রোগ্রাম	১০ সপ্তাহ/৬০ ঘন্টা,	২৬০০ টাকা,	উচ্চমাধ্যমিক (বিজ্ঞান)

* প্রতিটি প্রধান পাঠক্রম সহ যুক্ত পাঠক্রমগুলি বাধ্যতমূলক নয়।

উপরোক্ত প্রতিটি পাঠক্রম খবরের কাগজের বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে জানানো হয়। পাঠক্রমের শুরুর পূর্বে প্রার্থীদের সহিত একটি সাক্ষাৎকার করা হয়; যার মাধ্যমে তার উপযুক্ত পাঠক্রম নির্ধারিত হয়।

এই প্রশিক্ষণগুলি প্রত্যেকটি ব্যবসায়ে উৎসুক প্রার্থীদের জন্য বিশেষভাবে করা হয়েছে। তাই প্রশিক্ষণের শেষে যারা ব্যবসা করতে চান তাদেরকে এই প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে জেলা শিল্পোদ্যোগ কেন্দ্রে (ডিস্ট্রিক্ট ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেন্টার) থেকে রেজিস্ট্রিকরণ করিয়ে দেওয়া হয়। প্রাথমিক স্তরে এই রেজিস্ট্রিকরণ সাময়িকভাবে পাঁচ বছরের জন্য করা হয়। পাঁচ বছর পরে নব স্থাপিত শিল্পদ্যোগের অগ্রগতির ওপর ভিত্তি করে স্থায়ী রেজিস্ট্রিকরণ করানো হয়। এই রেজিস্ট্রিকরণ থাকলে সরকারী টেন্ডারের ক্ষেত্রে ১৫ শতাংশ অবধি অব্যাহতি পাওয়া যায়।

এছাড়াও 'বিশ্ব বাণিজ্য মেলায়' - এস.আই.এস.আই. অংশ গ্রহণ করে। সেখানে এস.আই.এস.আই. এর মাধ্যমে কোন ব্যবসায়ীর নবপ্রবর্তিত ও সৃজনশীল উৎপাদনকে প্রদর্শিত করিয়ে দেওয়া হয়।

এই প্রতিষ্ঠান কোন আর্থিক সহায়তা বা বাজারের সহায়তা করবার প্রতিশ্রুতি দেয়না।

৬ গ. পশ্চিমবঙ্গ সরকার যুব কল্যাণ দপ্তর পরিচালিত তথ্য প্রযুক্তি ও পাঠক্রম তালিকা

সারা রাজ্য জুড়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকার যুব কল্যাণ দপ্তর পরিচালিত কম্পিউটার প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা আছে। সাধারণভাবে নিম্নলিখিত পাঠক্রমগুলি বিভিন্ন কেন্দ্রে পরিচালিত হয়।

	পাঠক্রম	সময়	খরচ	ন্যূনতম যোগ্যতা
১.	সার্টিফিকেট্ ইন্ ইন্ফরমেশন টেকনোলজি এ্যাপ্লিকেশন্	৬ মাস	১৫০০ + ১০০*	মাধ্যমিক
২.	ডিপ্লোমা ইন্ ইন্ফরমেশন টেকনোলজি এ্যাপ্লিকেশন্	১২ মাস	প্রথম সেমেষ্টার ১৫০০ + ১০০ দ্বিতীয় সেমেষ্টার ২৪০০	১০ + ২**
৩.	এ্যাড্ভান্স্ ডিপ্লোমা ইন্ ইন্ফরমেশন টেকনোলজি এ্যাপ্লিকেশন্	৬ মাস	৩০০	১০ + ২ + ডিইটিএ জানা আবশ্যক
৪.	সার্টিফিকেট্ ইন্ ফিনান্সিয়াল এ্যাকাউন্টিং সিস্টম	৬ মাস	১৫০০ + ১০০	১০ + ২ (কমার্স সহ)
৫.	ডিপ্লোমা ইন্ ফিনান্সিয়াল এ্যাকাউন্টিং সিস্টম	১২ মাস	প্রথম সেমেষ্টার ১৫০০ + ১০০ দ্বিতীয় সেমেষ্টার ২৪০০	১০ + ২ (কমার্স সহ)
৬.	সার্টিফিকেট ইন্ ডিটিপি	৬ মাস	১৫০০ + ১০০	১০ + ২
৭.	ডিপ্লোমা ইন্ ডিটিপি	১২ মাস	প্রথম সেমেষ্টার ১৫০০ + ১০০ দ্বিতীয় সেমেষ্টার ২৪০০	১০ + ২
৮.	সার্টিফিকেট ইন্ সিএডি	৬ মাস	২৫০০	পলিটেকনিক বা ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং এর দ্বিতীয় বর্ষে বা তার ওপরে
৯.	সার্টিফিকেট্ ইন্ ইন্টারনেট এ্যাপ্লিকেশন্	৬ মাস	৩০০০ + ১০০	১০ + ২ কম্পিউটারের জ্ঞান থাকা আবশ্যক
১০.	সার্টিফিকেট্ ইন্ ক্লায়েন্ট সার্ভিস টেকনোলজি	৬ মাস	৪০০০	১০ + ২ কম্পিউটারের জ্ঞান থাকা আবশ্যক

* অতিরিক্ত ১০০ টাকা ভর্তির খরচ বাবদ ধার্য্য হয়েছে যা প্রতিটি পাঠক্রমের জন্য দিতে হবে।

** ১০ + ২ অথবা উচ্চমাধ্যমিক উত্তীর্ণ হয়েছে বা পরীক্ষা দিয়েছে - এমন দুধরনের প্রার্থীই পাঠক্রমের উপযুক্ত।

৬ ঘ. সম্ভাব্য শিল্পোদ্যোগের ধারণা

মহিলাদের জন্য উপযুক্ত, সহজে উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে, অথচ খরচ বেশী নয়, এমন কতকগুলি শিল্পোদ্যোগের কথা এখানে বলা হল। তবে মনে রাখতে হবে শিল্পোদ্যোগ নিতে গেলে বিনিয়োগ যেমন করতে হবে। আর তার ঝুঁকিও আছে।

সম্ভাব্য শিল্পোদ্যোগের ধারণা ঃ ১

হার্ডওয়্যার অ্যাসেম্বলিং ও সার্ভিসিং

শিল্পোদ্যোগীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ন্যুনতম উচ্চমাধ্যমিক পাশ। ইংরাজি পড়া ও বোঝার ক্ষমতা থাকা অত্যন্ত জরুরি।

প্রযুক্তিগত যোগ্যতা ঃ সফ্টওয়্যার ঃ বেসিক কম্পিউটার কোর্স - উইনডোস্, এম এস অফিস এবং ইনটারনেট। হার্ডওয়্যার ঃ পিসি মেনট্যানান্স, এ্যাসেম্বলিং, সফ্টওয়্যার ইনস্টলেশন এবং কম্পিউটারের বিভিন্ন যন্ত্রাংশের অবগতি।

নেটওয়ার্কিং-এর প্রশিক্ষণ ব্যবসার পরিধি আরও বাড়িয়ে দেবে।

বিনিযোগের পরিমাণ ঃ ২০,০০০ টাকা থেকে ২৫,০০০ টাকা।

জায়গা ও অবস্থান ঃ এই উদ্যোগের ক্ষেত্রে একটি বড় টেবিল ও উপযুক্ত বৈদ্যুতিক সংযোগই যথেষ্ট।

প্রয়োজনিয় যন্ত্রপাতি ঃ কম্পিউটার, পরীক্ষা করার জন্য স্পেয়ার পার্টস, স্ক্রুড্রাইভার জাতীয় ইনস্টুমেন্টের সেট, সফ্টওয়্যার।

সম্ভাব্য গ্রাহক ঃ বর্তমান যুগে প্রতিটি ক্ষেত্রে কম্পিউটারের চাহিদা ক্রমশ বাড়ছে। শুধুমাত্র বড় অফিসগুলিতেই নয়, যে কোন ছোট উদ্যোগ বা প্রত্যেকের বাড়িতে কম্পিউটার একটি নিত্য প্রয়োজনিয় জিনিষ হয়ে উঠেছে, তাই তাদের রক্ষণাবেক্ষণও জরুরি। এদের মধ্যে যে কেউই সম্ভাব্য গ্রাহক হতে পারে। তবে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কাজ করতে গেলে উপযুক্ত কাগজপত্র - যেমন ট্রেড লাইসেন্স, ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন নম্বর, প্যান নম্বর থাকা আবশ্যক। বাড়ির কম্পিউটার রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে অনেক বেশি জরুরি হল উন্নত পরিষেবার সঙ্গে সঙ্গে তুলনামূলক কম দামে জিনিষ দেওয়া।

ঝুঁকির দিক ঃ অনেক সময়ে এমন কিছু জিনিষপত্র কেনা হয়ে যায় যা গ্রাহকের কাজে লাগে না, ফলে সেটা শিল্পোদ্যোগীর কাছে ফেরত চলে আসে। ব্যবসার ভাষায় একে বলে 'ডেড স্টক'। এর পরিমাণ বাড়তে থাকলে টাকা আটকে যায় এবং ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা থেকেই যায়।

সম্ভাব্য শিল্পোদ্যোগের ধারণা ঃ ২

ডিজিটাল ফোটো স্টুডিও

শিল্পোদ্যোগীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ন্যুনতম উচ্চমাধ্যমিক পাশ, ইংরাজি পড়া ও বোঝার ক্ষমতা থাকা অত্যন্ত জরুরি।

প্রযুক্তিগত যোগ্যতা ঃ ফোটোগ্রাফি সম্পর্কিত সার্টিফিকেট কোর্স অন্যথায় ফোটোগ্রাফি সম্পর্কে সাধারণ ধারণা।

সফ্টওয়্যার ঃ কম্পিউটার বেসিক ও অ্যাডোব ফটোশপ বা ফটো এডিটর জাতীয় ফটো এডিটিং সফ্টওয়্যার সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা।

বিনিয়োগের পরিমাণ ঃ ৩৫,০০০ টাকা।

জায়গা ও অবস্থান ঃ ছোট একটি ঘর, কিন্তু সেটির অবস্থান উপযুক্ত স্থানে হতে হবে, যেমন - স্কুল-কলেজের পাশে বা এমন স্থানে যেখানে ছবির নিয়মিত চাহিদা আছে।

প্রয়োজনিয় যন্ত্রপাতি ঃ ডিজিটাল ক্যামেরা, কম্পিউটার, প্রিন্টার, অতিরিক্ত কার্টরিজ, কাগজ।

সম্ভাব্য গ্রাহক ঃ প্রথমত স্টুডিওর উপযুক্ত জায়গা য় অবস্থানই গ্রহক এনে দেবে। এছাড়া বিভিন্ন বিদ্যালয়, অফিস অথবা অন্যান্য সংস্থা যাদের সচিত্র পরিচয় পত্রের প্রয়োজন হয় তারাও গ্রাহক হতে পারে, তবে এর জন্য বিশেষভাবে উদ্যোগ নেওয়ার প্রয়োজন।

ঝুঁকির দিক ঃ স্টুডিও-র অবস্থান উপযুক্ত জায়গায় না হলে এই ব্যবসায় ক্ষতির আশঙ্কা থাকে।

সম্ভাব্য শিল্পোদ্যোগের ধারণা ঃ ৩

ডেস্ক টপ পাবলিকেশন (ডি টি পি)

শিল্পোদ্যোগীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ন্যুনতম মাধ্যমিক পাশ।

প্রযুক্তিগত যোগ্যতা ঃ পেজমেকার, কোরেল ড্র, এ্যাডোব ফোটোসপ, ইংরাজি ও বাংলা টাইপিং খুব ভালভাবে জানা দরকার। এছাড়া প্রে-প্রেস কাজের ব্যবহারিক জ্ঞান থাকা আবশ্যক।

বিনিয়োগের পরিমাণ ঃ ৫০,০০০ টাকা।

জায়গা ও অবস্থান ঃ ১০ফুট বাই ১০ফুট একটি ঘর এবং উপযুক্ত অবস্থান যার কাছাকাছি ছাপাখানা, প্রকাশনা আছে।

প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ঃ কম্পিউটার, লেজার প্রিন্টার, স্ক্যানার, কাগজ, ট্রেসিং পেপার।

সম্ভাব্য গ্রাহক ঃ প্রকাশক-রা এর প্রধান গ্রাহক। এছাড়া স্কুল, কলেজ যেকোন অফিস বা যে কেউ যার কোনো কিছুর ছাপার প্রয়োজন আছে সেই গ্রাহক। অবস্থানের ভিত্তিতেও কিছু গ্রাহক পাওয়া যায়।

ঝুঁকির দিক ঃ সঠিক সময়ে গ্রাহকের থেকে টাকা না পাওয়া।

৭. আরও তথ্যের উৎস

নিম্নোক্ত ওয়েবসাইটে বিশদ বিবরণ পাওয়া যাচ্ছে ঃ

প্রধান সাইট ঃ

http://www.apcwomen.org

অ্যাসোসিয়েশন অফ প্রোগ্রেসিভ কমিউনিকেশনসের সদস্য হিসেবে এপিসি উইমেনস নেটওয়ার্কিং সাপোর্ট প্রোগ্রাম একটি এমন মহিলাদের বিশ্বব্যাপী নেটওয়ার্ক যাঁরা আইসিটি ব্যবহারের মাধ্যমে মহিলাদের ক্ষমতা দান ও সামাজিক পরিবর্তনের জন্য নেটওয়ার্কিং-কে সমর্থন করে।

http://www.genderit.org

মহিলা-পুরুষ সংক্রান্ত বিষয় ও আইসিটি সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ায় ও আইসিটি পক্ষে আছেন যারা তাদের জন্য বাস্তাবিক উপায় বলে দেয়, বিশেষে করে মহিলা সংগঠন ও বিপ্লব যাতে আইসিটি নীতি তাদের চাহিদা পুরণ করে সে দিকটা নজর রাখা।

http://www.webgrrls.com

Webgrrls ইউএস কেন্দ্রিক তবে তাদের লক্ষ্য আন্তর্জাতিক হওয়া এবং ক্রমশ বৃদ্ধিশীল প্রযুক্তিপূর্ণ কর্মসংস্থান ও বিশ্বে মহিলাদের সাফল্য লাভে সাহায্য করার জন্য নেটওয়ার্ক, কাজ ও ব্যবসায়িক খোঁজখবর বিনিময়, পরিকল্পনাগত সহযোগিতায় আবদ্ধ হওয়া, শিক্ষাদান, দক্ষতা শেখা ইত্যাদির জন্য নতুন মাধ্যমে আগ্রহী বা অংশগ্রহণে ইচ্ছুক মহিলাদের জন্য মঞ্চ তৈরি করা।

শিল্পোদ্যোগ চালনার পথনির্দেশ

http://www.ilo.org/public/english/employment/skills/informal/method.htm

স্টার্ট অ্যান্ড ইমপ্রুভ উওর বিজনেস (এসআইওয়াইবি) ম্যানেজমেন্ট প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর সঙ্গে সংযোগ; এসআইডিএ কর্তৃক অথতসংস্থান প্রদান করা হয়েছে এবং ৮০টিরও অধিক দেশে রূপায়িত। এসআইওয়াইবি ছোটোখাটো ব্যবসায়িক কাজকর্মের উন্নতি ঘটায় উন্নতিশীল ও পরিবর্তনশীল অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে।

http://www.seepnetwork.org/bdsguide.html

এসইইপি বিজনেস ডেভেলপমেন্ট গাইড দেয় এমন কিছু পরিষেবা যা রেডিও অনুষ্ঠান, প্রচার, বিজনেস ম্যানেজমেন্ট প্রশিক্ষণ, ডেটাবেস ইত্যাদি মারফত ছোটখাটো শিল্পোদ্যোগ -এর জন্য নতুন বাজার চিহ্নিত করে ও স্থাপন করে।

http://www.un.org.kh/undp/ict4dtoolkit/

টুলকিট-এর লক্ষ্য, গল্প, পঠনপাঠন ও চেকলিস্টের মাধ্যমে একটি আইসিটি শিল্পোদ্যোগ সম্পর্কে (বিকাশশীল দেশে) যারা অনুসন্ধান করতে চায় তাদের সহায়তা ও পথনির্দেশের প্রমাণ।

সহায়তা এজেন্সির জন্য পথ-নির্দেশ

http://www.apcwomen.org/gem/

সত্যিই মহিলাদের জীবনে উন্নতিসাধন ও লিঙ্গ বিষয়ক সম্পর্কের উন্নতি হচ্ছে কিনা তা নির্দিষ্ট করার জন্য প্রচেষ্টার মূল্যায়ন পদ্ধতিতে লিঙ্গ বিশ্লেষণ সম্পর্কে নির্দেশ। লিঙ্গ মূল্যায়ন পদ্ধতি ব্যবহার করা যায়।

http://www.itrainonline.org/itrainonline/women/index.shtml

itrainonline সাইটটি-এর এই সেকশনটি মহিলাদের ক্ষেত্রে নির্দিষ্টভাবে আর্থিক সঙ্গতি সম্পর্কিত সংযোগের বা যোগাযোগের ব্যবস্থা করে। উদ্দেশ্য - প্রশিক্ষক ও ব্যবহারকারীদের জন্য নিম্নোক্ত পর্যায়ে সঙ্গতিকে ভাগ করা যায় ঃ-

সাধারণ মহিলা ও লিঙ্গ সম্পর্কিত প্রশিক্ষণমূলক সঙ্গতি ও মহিলা কেন্দ্রিক আইসিটি জনিত সঙ্গতি।

http://www.wiego.org

উইমেন ইন ইনফরম্যাল এমপ্লয়মেন্ট ঃ গ্লোবালাইজিং অ্যান্ড অর্গানাইজিং (ডব্লুআইইজিও) মহিলাদের স্বার্থ উন্নতির জন্য কর্মরত সংগঠনের সঙ্গে বিশ্বব্যাপী সংযোগ ব্যবস্থা করে ও ইনফরম্যাল সেক্টরে মহিলাদের রিপোর্ট ও পরিসংখ্যানের ব্যবস্থা করে।

অন্যান্য প্রাসঙ্গিক সাইট

ডিএফআইডি-র বিজনেস লিঙ্কেজ চ্যালেঞ্জ ফান্ড

http://www.challangefunds.org/blcfhome.htm

উন্নয়নশীল দেশে শিল্পোদ্যোগের সঙ্গে তাদের মধ্যে সংযোগ তৈরির জন্য ব্যবস্থা স্থাপনের উদ্দেশ্যে খরচ ভাগ করে নেওয়ার জন্য অর্থ মঞ্জুর ব্যবস্থা করে বিএলসিএফ - এর ফলে প্রতিযোগিতা বাড়ে ও দরিদ্রের সুবিধা হয়।

এন্টারপ্রাইজ ডেভেলপমেন্ট ওয়েবসাইট

http://www.enterweb.org

শিল্পোদ্যোগ উন্নয়ন সংক্রান্ত সকল তথ্যই এখানে পাওয়া যায় যেমন মাইক্রো ফিনান্স, মহিলা, পরিবেশ, বিপণন, শিক্ষা, ডোনারের কাজকর্ম ইত্যাদি। মহিলা ও ব্যবসায়ীদের উপর তালিকা ও দর।

আইসিটি ও শিলেপোদ্যোগ উন্নয়ন

http://www.manchester.ac.uk/idpm/dig

উন্নয়নশীল দেশে শিল্পোদ্যোগী ও শিল্পোদ্যোগ সহায়ক সংস্থার জন্য দুই প্রস্থ পুস্তিকার ব্যবস্থা করে থাকে - একটি সাধারণভাবে আইসিটি সমূহের জন্য ও অপরটি ছোট উদ্যোগের জন্য;আর একটি নির্দিষ্টভাবে ই-কমার্স ও ছোট শিল্পোদ্যোগের জন্য।

http://www.ilo.org/dyn/empent/empent.portal? p_lang=EN&P_prog=S&P subprog=WE

এটি ইন্টারন্যাশন্যাল লেবার অর্গানাইজেশনের ওয়েবসাইট -এর অংশ যেখানে মহিলাদের শিল্পোদ্যোগ উন্নয়ন ও লিঙ্গ-বৈষম্যের উপর জোর দেওয়া হয়। জ্ঞানের ভাণ্ডার উন্নয়ন, উদ্ভাবনীমূলক সহায়তা, পরিষেবা ও সামগ্রী উন্নয়ন, প্রচার, পরিকল্পনাগত সহযোগিতা ও প্রভাবের পরিমাপের ক্ষেত্রে আইএলও-এর কাজের বিশদ তথ্য পাওয়া যায় এখানে। অনেক প্রকার রিপোর্ট ও সঙ্গতি পথনির্দেশও পাওয়া যায় এবং আরও তথ্যের জন্য সংযোগের ব্যবস্থা আছে।

ইউএনআইডিও -এর ইন্ডাস্ট্রিয়াল সাবকন্ট্রাক্ট ও সাপ্লাই চেন ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম (এসপিএক্স)

http://www.unido.org/doc/4547

রোস্টার ব্যবহার, কারিগরি তথ্য সরবরাহ, প্রচার, সঙ্গী নির্বাচন ইত্যাদির মাধ্যমে "সাবকন্ট্রাক্টিং ও পার্টনারশিপ এক্সচেঞ্জ" (এসপিএক্স) উন্নয়নশীল দেশে স্থাপন ও চালনা।

মহিলা, আইসিটি ও শিল্পোদ্যোগ

http://www.womenictenterprise.org.links.htm

মহিলা, আইসিটি ও উন্নতিশীল -এর ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক অনলাইন রিসোর্স লিঙ্কের সেট।